কর্ণার্জ্জুন

পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আর্ট থিয়েটার কর্ত্তৃক ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার ১৫ই আষাঢ়, ১৩৩০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট • কলিকাতা

দুই টাকা আট আনা

একবিংশ সংস্করণ

উৎসর্গ

নাট্যবিদ্যাভারতী

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ

মহাশয়ের

করকমলে

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, মহাদেব, ইন্দ্র, সূর্য্য, জামদগ্ন্য, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, অধিরথ, কর্ণ, বৃষকেতু, বিদুর, শকুনি, সঞ্জয়, বিচিত্রসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শল্য, জরাসন্ধ, অগ্নিহোত্র, ঋষি, ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রী, প্রতিহারী, দূত, বালকগণ, দৌবারিকগণ, বন্দিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

পার্ব্বতী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুকেতু, পদ্মাবতী, নিয়তি, ভৈরবী, বন্দিনীগণ ইত্যাদি

কর্ণার্জ্জুন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নদীতীর

কাল—প্রত্যূষ

কর্ণ

বন্দি-বন্দিনীগণের গীত

নমো নম রবি ছবি গগন-বিহারী।
উজ্জ্বল তপন, ভুবন-নয়ন
সকল তিমির অপহারী॥
জয় গ্রহেশ্বর, চির-রুচির দিব্য কলেবর,
স্ফুরিত ব্রহ্মজ্যোতিঃ—পাপ তাপ হর,
জবা-কুসুম-বরণ, অমল অরুণ,
বিমল কনক কিরীটধারী।

কর্ণ। অপূর্ব্ব আলোকছটা উদয় অচলে,
অপূর্ব্ব পুলক জাগে হৃদয়-কমলে।
বুঝিতে না পারি
কি অজ্ঞাত আকর্ষণে
উদ্বেলিত হৃদয় আমার!
কহ বিভাবসু,
কি সম্বন্ধ তোমায় আমায়?

কেন এই উচ্চ উদ্দীপনা ?
নীচ-কুলোদ্ভব রাধার নন্দন আমি
সূত-পুত্র অধিরথ-সুত ;
কিন্তু যবে প্রণমি তোমায় দেব,
আনন্দে অধীর—
শুনি যেন অশরীরী বাণী
ধীরে পশে কর্ণে মোর—
দিবাকর আকর আমার,
স্বর্ণ-সূত্রে সম্বন্ধ স্থাপিত
অভিমানে স্ফুরে এ অন্তর !
দিন দিন দিনকর সনে
কত আশা—কত সাধ
কত বিচিত্র কল্পনা
রেখায় রেখায় ফোটে অন্তরে আমার ।
বুঝিতে না পারি
কিবা মোহিনী-মায়ায়
সমাচ্ছন্ন প্রাণ !

অগ্নিহোত্র ও জনৈক শূদ্রের প্রবেশ

অগ্নি । অপবিত্র সূতপুরীতে বেটা চণ্ডালের স্পর্দ্ধা দেখ ! গুরুদেবের জন্য যজ্ঞের হবি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলেম, বেটা, সংস্পর্শ-দোষে সব মাটি কল্লে ! এ হবিতে কি আর হোম হবে ? চল্ বেটা রাজার কাছে, আজ তোর শূলের ব্যবস্থা ক'রে তবে পূজা অর্চ্চনা ।

শূদ্র । রক্ষে কর বাবা, রক্ষে কর, আমি ইচ্ছে ক'রে তোমায় ছুঁই নি ! (কর্ণকে দেখিয়া) রক্ষে কর, বাবা, নইলে রাজার কাছে নিয়ে গেলে আমার আর প্রাণ থাকবে না ।

সেই দিনে লভিলাম মৃত্যু-আশীর্ব্বাদ !
ভাল—ভাল। নিয়তি-প্রেরিত কর্ম্ম যদি,
যদ্যপি আমার নাশ অভিপ্রায় তার,
অভিমান করি কার 'পরে ?
কিন্তু মোহাচ্ছন্ন যদ্যপি ব্রাহ্মণ ?
গাভী-শোকে আত্মহারা—অভিশপ্ত ক'রে
থাকে মোরে ? বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাহি হবে
মোহাচ্ছন্ন দ্বিজ তাতে নাহিক সংশয়।
প্রতিদ্বন্দ্বী মোর ধনঞ্জয়—
সমরে পাড়িতে তারে
এত ক্লেশে আয়ত্ত ক'রেছি ধনুর্ব্বেদ।
মূর্খ ব্রাহ্মণের এই শাপের প্রলাপে
সেই শিক্ষা হইবে নিষ্ফল ?
ব'লে কিনা—নারায়ণ নরদেহ-ধারী !
দেহরক্ষী গাণ্ডীবীর ! সর্ব্বত্রগ,
অনির্দ্দেশ্য, কূটস্থ অচল যেই ব্রহ্ম—
আচ্ছাদন ক'রে আছে অনন্ত ভুবন,
বলে কিনা—
সে পশেছে চৌদ্দপোয়া পঞ্জর-পিঞ্জরে।
মূর্খ—মুগ্ধ—ক্ষিপ্ত সে ব্রাহ্মণ।

(নেপথ্যে) পরশুরাম। কর্ণ, কর্ণ !

~~কর্ণ ও পরশুরামের উত্তর দিক দিয়া~~ প্রবেশ

এখানে কেন ?

রাম। এই যে, ~~এই যে~~ তুমি ~~এসেছ~~ তোমার অন্বেষণে হারীতকে ~~চতুর্দ্দিকে~~ পাঠিয়েছি। ~~বালকটাকে বড়ই কষ্ট দিয়েছি।~~

কর্ণ। কি জন্য, গুরুদেব, তাকে আমার অন্বেষণে পাঠিয়েছিলেন?

রাম। শুধু তাকে। অকৃতব্রণ পর্য্যন্ত তোমার অনুসরণে গিয়েছিল। [illegible] দিন আমার উদ্বেগে কেটে গেছে।

কর্ণ। কেন গুরুদেব?

রাম। কেন, এই স্থানে পদার্পণ ক'রতে ক'রতে শোন। প্রকৃষ্ট শব্দজ্ঞান এক ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কারও হ'তে পারে না। কেন না, ব্রাহ্মণ নিত্য শব্দ ব্রহ্মের উপাসক। ক্ষত্রিয় বাহুর অধিকারী—জ্যোতির্ব্রহ্ম তার উপাস্য। এইজন্য কোন ক্ষত্রিয় এই শব্দভেদী বাণ-শিক্ষায় সুফল লাভ করেনি। ত্রেতায় রাজা দশরথ এই বাণ-প্রয়োগ শিক্ষা ক'রেছিলেন। তার ফলে হস্তী মনে ক'রে তিনি একটি তাপস-কুমারকে হত্যা ক'রেছিলেন। হাঁ বৎস, তাপস-কুমার। তার পিতা মাতা ছিলেন অন্ধ। বালক তাদের সেবার জন্য, কুম্ভ নিয়ে নদী থেকে জল আনতে গিয়েছিল। ঘোরারণ্য, তাতে রাত্রিকাল। বালকের ভাগ্যদোষে কোনও কারণে সেই কুম্ভে আঘাত লেগে গম্ভীর শব্দ হয়েছিল। সেই শব্দ হস্তীর ধ্বনি মনে ক'রে রাজার বাণপ্রয়োগ। ফলে সেই ননীর মত কোমল বালকের মৃত্যু। পুত্রশোকে অন্ধ মুনিদম্পতি অচিরে দেহত্যাগ ক'রলেন। তাদের অভিশাপে রাজা দশরথেরও পুত্রবিরহে শোচনীয় মৃত্যু। তা হ'লে বোঝ, বৎস, শব্দতত্ত্ব জানা না থাকলে, এ বাণ থেকে কত অনর্থ উৎপন্ন হ'তে পারে। একি কর্ণ, একথা শুনে তোমার মুখ মলিন হ'ল কেন? তোমার ভয় কি? তুমি ভার্গব। হাঁ—মুখ প্রফুল্ল কর। প্রকৃত শব্দজ্ঞান এখনো লাভ করনি যদি মনে কর, এ বাণ প্রয়োগ ক'র না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী বুঝে আমি গঙ্গানন্দনকে এই অস্ত্রবিদ্যা শেখাতে চেয়েছিলুম। ভীষ্ম শিক্ষা করেন নি। ব'লেছিলেন, "আমি ক্ষত্রিয়, বাহুর উপরই আমার সর্ব্বদা নির্ভর। ও শব্দতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে জানা আমাদের সাধ্য নয়। কি জানি কোন দিন শব্দ শুনে বাণ ছুঁড়তে গিয়ে বন্য জন্তুর পরিবর্ত্তে গো বধ ক'রে

ফেলবে।" একি বৎস, তুমি এসব কথা শুনে বিচলিত হ'চ্ছ কেন? তোমার ভয় কি? তুমি ভার্গব।

কর্ণ। ভারীতের ক্লেশের কথা শুনেই আমার মনে কষ্ট হ'চ্ছে। তার উপর আর্য্য অকৃতব্রণকে [redacted] দিলেন কেন প্রভু?

রাম। শুধু তোমার জন্য বৎস, তোমার জন্য। মমতা বশে তোমাকে এই অতি গুহ্য অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছি। দিয়েই কিন্তু মনে [redacted] একটা শঙ্কা জেগে উঠল! তুমি যে বালক! তোমাকে একটু সাবধান ক'রে দেওয়াতো হ'ল না! তাই তোমাকে আমার প্রয়োজন হ'ল। আশ্রম থেকে বেরিয়ে দেখি, তুমি আশ্রমে নেই। তাই তোমার অন্বেষণে ভারীতকে প্রেরণ করেছিলুম। ব'লেছিলুম, যে অবস্থায় তোমাকে পাবে, আমার কাছে নিয়ে আসবে। কেন, একথা ত তাকে ব'লতে পারিনি!

কর্ণ। হাঁ গুরুদেব, আমি আপনার অভয় চরণতলে ফিরে এসেছি।

রাম। [redacted]। তুমি রামের সগোত্র—ভার্গব। ধনুর্ব্বেদের সমস্ত জ্ঞান তোমাকে দিয়ে আমি ভাণ্ডার শেষ ক'রেছি। কর্ণ, সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী তুমি—ধরাতলে সূর্য্যের সচল প্রতিমূর্ত্তি! পূর্ব্ব হ'তেই তুমি দেবতারও অজেয়—তার উপর এই শিক্ষা! ভার্গব! এ ভুবনে তোমার তুল্য বীর আর হয়নি, হবেনা, হ'তে পারে না।

কর্ণ। আমি কি এখন ইচ্ছা ক'রলে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হ'তে পারি?

রাম। একথা আবার জিজ্ঞাসা ক'রতে হয় ভার্গব—এত কথা [redacted]? (কর্ণ বার বার রামকে প্রণাম করিল) নাও, ব'স দেখি—এইখানে একটু ব'স। আমি আজ বড় ক্লান্ত হ'য়েছি। তোমার জানুতে মাথা দিয়ে একটু শয়ন করি।

কর্ণের উপবেশন ও তাহার জানুতে মস্তক রাখিয়া রামের শয়ন

রাম। জাননা ভার্গব—কি উদ্বেগে গেছে মোর
দিন! চিরকাল বিচার-বিহীন আমি।
মনে পড়ে, পিতৃবধে ল'তে প্রতিশোধ
একাধিক বিংশ বার কি নির্ম্মম ভাবে
নিঃক্ষত্রিয়া ক'রেছি ধরণী।
কি নির্ম্মম ভাবে করিয়াছি—হে ভার্গব,
কত ক্ষুদ্র—দুগ্ধপোষ্য বালক সংহার।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে যত মত্ত-দৃষ্টি মাতা,
নিম্নদৃষ্টি স্তব্ধীভূত যতেক দেবতা।
মুহূর্ত্ত স্মরণে এখনো প্রচণ্ড তেজে
তীব্র প্রতিক্রিয়া তার ছুটে আসে এ মর্ম্মে
করিতে ভস্মরাশি। শুনিতেছ প্রিয়তম?

কর্ণ। শুনিতেছি গুরু!

রাম। এই ধরাতলে আসিযাছিলাম আমি
দেবত্ব লইয়া। কর্ণ! শুনিতেছ?

কর্ণ। ব'লে যান প্রভু!

রাম। এই মন্দির ভিতরে (বক্ষে হস্ত দিয়া) বৈকুণ্ঠপতির
ছিল ষষ্ঠ অধিষ্ঠান! বিচার অভাবে
সে দেবত্ব দিছি ডালি সুকোমল
রাঘব রামের পদতলে। বিষ্ণুলোক
পথ তার ফলে—চির জীবনের তরে
নিরুদ্ধ আমার! তারপর—কত ক্ষুদ্র
ভ্রম, অম্বার ক্রন্দনে—ভীষ্মসনে—রণ,
কত ক্ষুদ্র—সর্ব্বশেষে—ক্ষুদ্র (নিদ্রিত হইলেন)

কর্ণ। যাক, গুরু ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কইলে হয় ত সত্য গোপন রাখ্‌তে পারতুম না। কোনও প্রকারে আজকের রাত্রিটা কাটাতে পারলে হয়। প্রভাত হ'তে না হ'তে গুরু [redacted] ত্যাগ। উঃ—উঃ! (মুখে বিষম যন্ত্রণা প্রকাশ) একি ভীষণ কীট! শত বৃশ্চিকের এক সঙ্গে দংশন! উঃ! হে ভাস্কর, ধৈর্য্য দাও—গুরুর নিদ্রাভঙ্গ না হয়—ধৈর্য্য—ধৈর্য্য।

রাম। উঃ! (উত্থান ও গলদেশে হস্ত দিয়া রক্ত পরিদর্শন) একি?

কর্ণ। রক্ত।

রাম। কার রক্ত?

কর্ণ। আমার।

রাম। আঃ! আমি অশুচি হলুম। তোমার রক্ত আমার গলায় কি ক'রে এলো!—তুমি কি কর্ম্ম ক'রেছ? বল্‌তে সঙ্কোচ কেন?

কর্ণ। আমার জানু থেকে বেরিয়েছে।

রাম। বুঝতে পারলুম না। ভয় ত্যাগ ক'রে শীঘ্র বল।

কর্ণ। আপনার যেমন নিদ্রা এসেছে, অমনি এক ভীষণ কীট কোথা থেকে কেমন ক'রে আমার জানুর নিচে এসে আমাকে দংশন ক'রতে আরম্ভ ক'রলে। প্রভু, এরূপ যাতনা আমি জীবনে আর কখন পাইনি! মনে হ'তে লাগল, যেন শত সহস্র বৃশ্চিক এক সঙ্গে দংশন ক'রছে। কিন্তু পাছে আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, এই জন্য আমি অচঞ্চল হ'য়ে সমস্ত যাতনা সহ্য ক'রেছি। সেই কীট আমার জানুর মাংস ভেদ ক'রে আপনার গলদেশ আক্রমণ ক'রেছে।—ওই গুরু, সেই কীট।

রাম। এযে বজ্রকীট! (পদতলে কীট দলন) এই ভীষণ কীটের দংশন তুমি নীরবে সহ্য ক'রেছ! যার দংষ্ট্রার স্পর্শ-মাত্র আমি পাগলের মত লাফিয়ে উঠেছি!—তুমি কে?

কর্ণ। আমি আপনার দাসানুদাস শিষ্য।

রাম। (সক্রোধে) তা নয়, তুমি কি ?

কর্ণ। প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারছি না যে প্রভু !

রাম। বুঝতে পারছ না মূর্খ ? তুমি কীট দংশনে যে কষ্ট সহ্য ক'রেছ, ব্রাহ্মণ কখনও সেরূপ দেহের কষ্ট সহ্য ক'রতে পারে না, ক্ষত্রিয়ের মত তোমার সহিষ্ণুতা দেখছি। এখনি তুমি আমাকে সত্য পরিচয় প্রদান কর। (কর্ণ নতজানু হইলেন) ও কি ক'রছ ? শীঘ্র আমাকে সত্য পরিচয় প্রদান কর। ব্রাহ্মণ তুমি কখন হ'তে পার না। কে তুমি ? ~~ভূমি ত্যাগ ক'রে ওঠ—বল~~।

~~কর্ণ। ব্রাহ্মণ ! আমি [illegible]পুত্র~~।

~~রাম। [illegible]~~ !

কর্ণ। ~~প্রসন্ন হ'ন, প্রসন্ন~~ হ'ন। আমি অস্ত্রলোভে আপনার শিষ্য হ'য়েছি। বেদ-বিদ্যা-দাতা গুরু পিতার তুল্য। এই জন্য আপনার নিকটে আমি ভৃগুবংশ-জাত ব'লে পরিচয় দিয়েছি।

রাম। মিথ্যাবাদী !

কর্ণ। হে ভার্গব ! প্রসন্ন হ'য়ে একবার চিন্তা ক'রে দেখুন, শাস্ত্র-মতে আমি মিথ্যা ~~কইনি~~।

রাম। মিথ্যা—মিথ্যা—শাস্ত্রকে ক'রেছ প্রতারণা।
আরও মিথ্যা—হীন—প্রতারণা ! সত্যের এ
তুচ্ছ আবরণে অন্তরের সর্ব্ব কথা
করিয়া গোপন, সরল-বিশ্বাসী দেখে
মোরে, মিথ্যাবাক্য হ'তে হীন—
এ বৃদ্ধে ক'রেছ প্রতারণা। রে অভাগ্য
বুঝিতে নারিনু এ অপূর্ব্ব তোমার সৃজনে
কি উদ্দেশ্য ছিল বিধাতার।

প্রভু!

জড়িত রসনা মোর, কি দিব উত্তর,

আমি নহি দ্বিজ!

রাম [illegible]। নহ দ্বিজ!

কোন্ জাতি?

কোন্ কুলে জন্ম তব?

এ কি! কম্পান্বিত কেন কলেবর?

যদি ভার্গবের রোষ-বহ্নি হ'তে

বাঁচিবার থাকে সাধ—

বল্ দুরাচার,

কোন্ বংশে আকর রে তোর?

নিঃসংশয়ে ব্রহ্ম-অস্ত্র করিয়াছি দান

ব্রাহ্মণ জানিয়া তোরে,

প্রয়োগ সংহার যার,

এক মাত্র জ্ঞাতব্য দ্বিজের;

বল প্রতারক,

সত্য কেবা তুই

পরিচয়-রহস্য কি তোর?

নহে তোরে ভস্মপিণ্ডে পরিণত :

দেব! সম্বর এ ক্রোধ।

সহজাত কবচ-কুণ্ডল,
বিমল আদিত্য-জ্যোতি মুখে,
নয়নে গায়ত্রী-দীপ্তি, বুদ্ধির জননী—
দেবতার আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য্য-সম্পদ
দেহে ধ'রে জীবন প্রারম্ভ পথে—
সর্ব্বভাগ্য দিলি বিসর্জ্জন !

কর্ণ। রক্ষা কর হে গুরু ভার্গব,
করুণায় কর সিক্ত কঠোর নয়ন।

রাম। করুণা—করুণা ? এই দেখ্ হতভাগ্য,
ক্ষীণ কঠোরতা আবরণে কত অশ্রু
রেখেছি সঞ্চিত। সূত্রপুত্র ! সূতপুত্র
পরিচয়ে চাও ভিক্ষা করুণা আমার ?
'সূত' যে তোমার হ'ত শ্রেষ্ঠ পরিচয় !
'চণ্ডাল' বলিয়া যদি—শিক্ষা আশে
দাঁড়াইতে সম্মুখে আমার,—মায়াবশে
বুঝি আমি—সর্ব্বস্ব দিতাম ঢেলে
চণ্ডাল-নন্দনে। দাঁড়াও—প্রস্তুত হও।

কর্ণ। ক্ষমা নাই ? অভিশাপ দিতে হবে গুরু ?

রাম। তব কর্ম্ম দিতেছে তোমারে অভিশাপ।

কর্ণ। কর ক্ষমা, সূতপুত্র জন্ম সঙ্গে হীন—
তা হ'তে হীনতা গুরু দিয়োনা আমারে।

রাম। এখনো এখনো প্রতারণা ?
ওরে মিথ্যাবাদী ! বৃদ্ধ রাম দৃষ্টিহীন
নহে। সূতপুত্র কভু নহ তুমি।

কর্ণ। সূতপুত্র, সূতপুত্র আমি। সূতকন্যা রাধা

মোর মাতা, মহারাজ পাণ্ডুর সারথী—
সূতশ্রেষ্ঠ অধিরথ জনক আমার।
স্বদেশে 'রাধেয়' নামে পরিচয় মম।

রাম। কোথা হে অকৃতব্রণ?

অকৃতব্রণের প্রবেশ

শীঘ্র আনো জলপূর্ণ কমণ্ডলু।

অকৃত। একি গুরু! রক্তাক্ত কি হেতু বস্ত্র তব?
একি—একি! রক্তচিহ্ন কেন কণ্ঠদেশে?

রাম। উত্তরের সময় নাই—অগ্রে আনো—
শীঘ্র আনো কমণ্ডলু।

অকৃতব্রণের প্রস্থান

কর্ণ। আর মিথ্যা বলি নাই।
হে ব্রহ্মজ্ঞ, হে ঋষি মহান্!
সত্য—সত্য—যথাব্রহ্ম, সূতপুত্র আমি।

অকৃতব্রণের কমণ্ডলু হস্তে পুনঃ প্রবেশ

রাম। হস্তে অগ্রে দাও জল—শুচি হই আমি।

মস্তকে জল স্পর্শ করিয়া কমণ্ডলু গ্রহণ ও অকৃতব্রণকে প্রস্থানের ইঙ্গিত—তাহার প্রস্থান

রাম— সূতপুত্র তুমি?

কর্ণ। সত্য—সত্য—যেই মত তোমারে সম্মুখে
দেখি গুরু, এই মত—সত্য—সত্য।

রাম। ভাল, সত্যই—সত্যই যদি
হন সূতপুত্রের শোণিতে

অশুচি হইয়া থাকি আমি,
এ পাপ না স্পর্শিবে তোমারে।
নহে, দ্বিজ-পুত্র জ্ঞানে জগত কল্যাণে,
যে গুহ্যাস্ত্র শিক্ষা দানে, প্রয়োগ সংহারে,
তোমারে ক'রেছি আমি অজেয় ধরায়,
রে মূঢ়, সঙ্কট কালে—বিনাশ সময়ে
সে অস্ত্র বিস্মৃত হবে তুমি।

কর্ণ। আশ্রমে আবদ্ধ রাখ তব অভিশাপ।
বিষাদে বিপুল হর্ষ—
সত্য—সত্য—যথাব্রহ্ম সূতপুত্র আমি।

কর্ণ। সে স্বর্ণ মৃগ তো মায়া।

নিয়তি। মায়া! তুমি মায়া, আমি মায়া, এ সংসার মায়ারি তারে গাঁথা বিচিত্র হার! গ্রন্থির পর গ্রন্থি খোলবার যো নেই। এক চুল এদিক্ ওদিক্ নড়াবার যো নেই! যেটার পর যেটা—থরে থরে সাজানো ঘটনা, ভাব্‌লে কি হবে! উপায় নেই, উপায় নেই!

প্রস্থান

কর্ণ। কে এ উন্মাদিনী? বোধ হয় কোন জ্ঞানহীনা তাপস-কন্যা! এ কি! ঐ অদূরে একটী মৃগ বিচরণ করছে না? হাঁ, মৃগই তো। তবে গুরুর নিকট হ'তে প্রাপ্ত আমার অব্যর্থ শর-সন্ধানের প্রথম লক্ষ্য হ'ক ঐ মৃগ।

নেপথ্যাভিমুখে শরনিক্ষেপ

নেপথ্যে ঋষি। কে রে দুর্ব্বৃত্ত,আমার হোমধেনু-বৎসের প্রতি শর-সন্ধান কল্লি? কে রে হতভাগ্য গো-হত্যাকারী!

কর্ণ। এ কি, কি সর্ব্বনাশ ক'ল্লেম! মৃগভ্রমে গো-হত্যা ক'ল্লেম।

নিয়তির পুনঃ প্রবেশ

নিয়তি। হাঃ! হাঃ। মজা দেখছ? মজা দেখ? রামচন্দ্রেরও ভুল হয়েছিল—জগতের ঈশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা—তিনিও এড়িয়ে যান্ নি, তুমি আমি কোন্ ছার!

প্রস্থান

জনৈক ঋষির প্রবেশ

ঋষি। এই যে কার্ম্মুকধারী প্রমত্ত, নিজের বীর্য্যবত্তায় এতই উদ্‌ভ্রান্ত, আমার হোমধেনু-বৎস বধ করলি! আরে দুরাচার যজ্ঞ বিঘ্নকারী নরপাংশুল, আমি তোকে অভিশাপ প্রদান করছি—তুই যাকে তোর প্রতিদ্বন্দ্বী মনে ক'রে যুদ্ধে আহ্বান কর্‌বি—সেই যোদ্ধার সহিত প্রতিযুদ্ধে চরমকালে মেদিনী তোর রথচক্র গ্রাস কর্‌বে।

কর্ণ। এ কি ব্রাহ্মণ, আমার এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য আমাকে এ কি দারুণ অভিশাপ দিলেন? প্রভু! দয়া করুন, ক্ষমা করুন—মৃগভ্রমে আপনার গো-হত্যা করেছি, একটির পরিবর্ত্তে আমি আপনাকে সহস্র সবৎসা গাভী দেব প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, অভিশাপ প্রত্যাহার করুন, আমার জীবন-ভিক্ষা দিন্।

ঋষি। কে তুমি?

কর্ণ। কেবা আমি?
পরিচয় কিবা দিব!
অতি হীন-কুলে জন্ম মম।
দীন সূতের নন্দন—
কিন্তু ততোধিক হীন অদৃষ্ট আমার!
মহামুনি ভৃগু,
তাঁর বংশধর
রাম অবতার জামদগ্ন্য রাম—
শিক্ষা তাঁর হয়েছে নিষ্ফল।
মন্দ ভাগ্য
ধরি কীটের আকার
ছিন্নদল করিয়াছে জীবন-কুসুম মোর,
হে ব্রাহ্মণ,
তুমি আর তাহে নাহি হান শেল।
বাক্য তব কর প্রত্যাহার,
কুবের জিনিয়া দিব রত্নের সম্ভার,
বাহুবলে জিনি, সসাগরা ধরা,
উপহার দিব চরণে তোমার।

মতিমান্!

শাপগ্রস্ত আর কোরো না আমারে।

ঋষি। বৎস, তোমার কাতরতা দেখে আমি মুগ্ধ হ'চ্ছি। বুঝতে পাচ্ছি, অজ্ঞানবশতঃ মৃগভ্রমে তুমি আমার হোমধেনু-বৎস বধ ক'রেছ। কিন্তু যখন তোমায় একবার অভিশাপ দিয়েছি, সে বাক্য তো আর কিছুতেই প্রত্যাহার কর্‌তে পারব না।

কর্ণ। পৃথিবীর বিনিময়েও নয়?

ঋষি। পৃথিবী কি বল্‌ছ? ইন্দ্রত্ব বা বৈকুণ্ঠের বিনিময়েও নয়। তুমি ব্রাহ্মণকে চেন না, তাই তাকে পৃথিবীর প্রলোভন দেখাচ্ছ! সত্যই ব্রাহ্মণের একমাত্র আশ্রয়, সত্যই তার জীবন, তার তপস্যা। সত্যভ্রষ্ট হ'লে প্রজাক্ষয় হয়, প্রজাক্ষয়ে পৃথিবীর ধ্বংস।—তাই, যে সত্যাশ্রয়ী নয়—যে মিথ্যাবাদী—সে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেও চণ্ডালের ন্যায় হেয়, অস্পৃশ্য, অধম! আমি কি ক'রে এমন বাক্য প্রত্যাহার করি?

কর্ণ। আর যদি কেহ হীন-কুলে জন্মগ্রহণ ক'রে এই ব্রাহ্মণের মত সত্যাশ্রয়ী হয়, তা হ'লে সে কি তখনও হীন ব'লে পরিগণিত হবে?

ঋষি। কখনই না। সত্যাশ্রয়ী যে, যে কুলেই তার জন্ম হ'ক, সে ব্রাহ্মণেরই মত সর্ব্বপূজ্য সর্ব্বমান্য।

কর্ণ। বেশ! বাক্য যদি প্রত্যাহার না করেন, তা হলে প্রভু বলুন, আমার এই গো-বধের প্রায়শ্চিত্ত কি?

ঋষি। প্রায়শ্চিত্ত—দান। তুমি যে আমায় গো-দান, পৃথিবী-দান কর্‌তে চেয়েছ, এতেই তোমার গো-বধ জনিত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে।

কর্ণ। দানের এত মাহাত্ম্য? এ ব্রত পালনে কি জাতি ভেদ আছে?

ঋষি। না। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রত—দান, আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—সত্য-পালন। এ ধর্ম্ম পালনে, এ ব্রত আচরণে সকলের সমান অধিকার।

কর্ণ। বুঝিলাম—কেন দ্বিজ শ্রেষ্ঠ সকলের,
কেন গুরু দিল অভিশাপ।
সত্য যদি উচ্চতা আধার,
সত্য যদি একমাত্র জগৎ কারণ,
আর সত্য—প্রজাকল্প মিথ্যা ব্যবহারে,
তবে হে ব্রাহ্মণ,
করি পণ তোমার সাক্ষাতে—
আজি হ'তে এই সত্য
হ'ক একমাত্র আশ্রয় আমার।
জন্ম যদি হীন কুলে,
অতি উচ্চ ব্রত দান
আজি হ'তে হ'ক মম মহৎ জীবন।
আজি হ'তে প্রতিজ্ঞা আমার—
প্রার্থী যাহা করিবে প্রার্থনা,
সাধ্যায়ত্ত যদি,
বিমুখ না করিব তাহারে।
কর্ম্মফলে উচ্চতা অর্জ্জন,
জীবনের পণ মম!
হে ব্রাহ্মণ
দেহ পদধূলি, কর আশীর্ব্বাদ,
যেন ব্রতভঙ্গ নাহি হয় কভু।

ঋষি। বৎস, করি আশীর্ব্বাদ,
মনোসাধ পূর্ণ হ'ক তব।

উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

মল্লভূমি

ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি সকলে সমাসীন

পঞ্চপাণ্ডব ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ দণ্ডায়মান

দূরে বৃক্ষশাখায় একটি পক্ষীর চক্ষু শরবিদ্ধ

ভীষ্ম। সাধু! সাধু! আচার্য্য! আপনার শিক্ষাদান সফল। অর্জ্জুন, অপূর্ব্ব তোমার সন্ধান!

অর্জ্জুন। (দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া) দেব, এ আপনাদেরই আশীর্ব্বাদ।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, তোমরা দেখলে, আমি বৃথা কখনো অর্জ্জুনের প্রশংসা করি নি। আমার শিষ্যদের মধ্যে আর কেউ এ লক্ষ্যবেধে সমর্থ হ'লো না, কিন্তু অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে লক্ষ্যবেধ করলে। এখন বুঝ্‌তে পারছ কেন অর্জ্জুন তোমাদের মধ্যে ধনুর্ব্বেদে শ্রেষ্ঠ?

যুধি। আচার্য্য! এ তো আমাদেরই গৌরব।

দুর্য্যো। (স্বগত) এ অপমান অসহ্য।

ভীম। ধন্য অর্জ্জুন, ধন্য।

শকুনি। হাঁ হাঁ ধন্য!—বলতেই হবে ধন্য! অর্জ্জুনের মত বীর্য্যবান্ ছেলের মধ্যে আর কে আছে? সত্যই তো, এরূপ শরসন্ধান করতে কে পারে?

ধনুর্ব্বাণ হস্তে কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। আমি পারি।

শকুনি। (স্বগত) কে এ? বীরের মত আকৃতি বটে। (প্রকাশ্যে) কে তুমি? তোমায় ত কখনো দেখি নি!

ভীষ্ম। তেজঃপুঞ্জ কায়,

দ্বিতীয় দৃশ্য

হস্তিনা—প্রাসাদ

শকুনি

শকুনি। বীজ বপন করেছি—ক্ষেত্রও উর্ব্বর—কত দিনে অঙ্কুর তরুতে পরিণত হবে, তরু ফল প্রসব কর্‌বে—কে জানে! গান্ধারি! স্বামী-পুত্রের মায়ায় তুমি ভুলেছ, কিন্তু আমি তো ভুল্‌তে পারি নি। কারাগারে পিতৃহত্যা ভ্রাতৃহত্যা—আমি শকুনি এখনও জীবিত—শুধু প্রতিশোধ নেব ব'লে। বিপক্ষে অস্ত্র ধ'রে নয়—দুর্য্যোধন, তোমাকে দিয়েই তোমার বংশ ধ্বংস ক'র্‌ব, তাই তোমার সংসারে অন্নদাস হ'য়ে আত্ম-অভিলাষ গোপন ক'রে আছি।

দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের প্রবেশ

দুর্য্যো। ক্রমশঃ অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ছে। অর্জ্জুন—অর্জ্জুন! আচার্য্যের কেবল শয়নে স্বপনে অর্জ্জুন! শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ্যা যা, তা অর্জ্জুনকেই দান করেন, আমাদের বলেন, 'তোমরা অধিকারী নও'। কেন?

শকুনি। একদর্শিতা—বুঝলে বাবাজী—একদর্শিতা!

দুঃশা। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী—ভীমসেন; কিন্তু মল্লযুদ্ধে আচার্য্য প্রশংসা করেন তারই অধিক, আমাকে কাছেই ঘেঁসতে দেন না।

শকুনি। অকৃতজ্ঞতা—অকৃতজ্ঞতা! খেতে পেতেন না, দেশে দেশে ভিক্ষে ক'রে কপ্‌নী জুটত না, ছেলে দুধ খাব বলে বায়না নিলে, পিটুলি গুলে খাওয়াতেন, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আশ্রয় দিলেন, আচার্য্য ক'রে দিলেন—আর তাঁর ছেলেরাই হ'ল দ্রোণের চক্ষুঃশূল।

দুর্য্যো। আর পাণ্ডবেরা হ'ল তাঁর প্রিয়! কি অবিচার!

শকুনি। যত অনিষ্টের মূল আমাদের মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র। ছিল শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে, পাণ্ডু আর মাদ্রীর মৃতদেহ নিয়ে কতগুলি ঋষি এক দিন

সকালবেলা উপস্থিত—সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডব আর কুন্তী, সেই সময় মহারাজ যদি অস্বীকার কর্‌তেন, তা'হলে কি আর ওরা এখানে স্থান পেত ?

দুর্য্যো। মহারাজ অস্বীকার করেন কি ক'রে ? দেখেছিলেন তো ? পিতামহ ভীষ্ম, পিতৃব্য বিদুর, এঁরাই তো সমাদর ক'রে নিয়ে এলেন। আর আচার্য্য দ্রোণ, কৃপ, এঁদেরই বা যত্ন কত ?

শকুনি। আন্‌বেন না কেন ? ভীষ্ম রাজ্যের মমতা কি বুঝবে ? অপদার্থ ! পুরুষ হ'য়ে বিয়ে কল্লে না। দ্রোণ কৃপ ? জন্মরহস্য অদ্ভুত, এক জন জন্মালেন কলসীর ভেতর, আর দু'জন নিরাশ্রয়—বনে পড়েছিল—রাজর্ষি শান্তনু মৃগয়া করতে গিয়ে কৃপা ক'রে আশ্রয় দিলেন—তাই এক জনের নাম হ'ল "কৃপ" আর বোন্‌টার নাম হ'ল "কৃপী"—দ্রোণাচার্য্যের স্ত্রী। আর বিদুর ? ওটা তো বেদব্যাসের ফাউ, দাসীপুত্র, উপজীবিকা—ভিক্ষা ! এরা রাজ্যের মমতা কি বুঝবে বল ! জ্ঞাতি-শত্রুকে এনে স্থাপন করলেন ; যতদিন না এদের উচ্ছেদ হয়, ততদিনই ভুগ্‌তে হবে।

দুর্য্যো। এই যে দুই আচার্য্যই আস্‌ছেন।

দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের প্রবেশ

দ্রোণ। এ কি বৎস, তোমরা শিক্ষাগার থেকে চ'লে এলে কেন ?

দুর্য্যো। দেখলেম, আপনি ভীমার্জ্জুনের শিক্ষাদানেই ব্যস্ত, সেই জন্য আপনাকে বিরক্ত না ক'রে এইখানেই এসে বিশ্রাম কর্‌ছি।

দ্রোণ। বিশ্রাম সেইখানেই করা উচিত ছিল ; কেন না অর্জ্জুনের ক্ষিপ্রকারিতা, বাণত্যাগের কৌশল মনঃসংযোগে দেখ্‌লেও উপকার হ'ত। যখন একজনকে শিক্ষা দিই, মনে ক'রো না, যে কেবল তাকেই শিক্ষা দিচ্ছি, একজনকে লক্ষ্য ক'রে সকলকে শিক্ষাদানই আমার উদ্দেশ্য।

দুর্য্যো। কিন্তু গুরুদেব, মার্জ্জনা কর্‌বেন, আপনি ত দেখি আমাদের সকলের অপেক্ষা অর্জ্জুনকেই বিশেষ যত্নে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

দ্রোণ। (ঈষৎ হাসিয়া) না বৎস, এ তোমাদের ভ্রম। আমি সকলকেই সমানভাবেই শিক্ষা দান করি, তবে অর্জ্জুনের প্রতিভা অধিক, সে যা গ্রহণ কর্‌তে সমর্থ হয়, তোমরা তা পার না।

বিদ্যা—বিমল জাহ্নবী-বারি—
বেদ গিরিশৃঙ্গ হ'তে
দুকূল ভাষায়ে চলে ;
শিষ্যহৃদি উষর বা উর্ব্বর কোথাও,
তাই কোথা নয়ন-আনন্দ
ফলেফুলে হয় সুশোভিত ;
কোথা মরুভূমি সম
প'ড়ে রহে বিদগ্ধ প্রান্তর !
ভাগ্য যার যেবা
ফললাভ সেই মত ;
ইথে বৎস ক্ষোভ নাহি কর !
আমি প্রাণপণে বিদ্যা করি দান,
শিষ্য মোর পুত্রাধিক সকলে সমান,
ঈর্ষা পরিহরি' কর বিদ্যামৃত পান,
তৃপ্ত হবে প্রাণ—
বিদ্যাদান সফল হইবে মম।

শকুনি। সফল হবে বৈ কি। ব্রাহ্মণ আপনি—আপনি যখন অস্ত্র ধ'রেছেন—সফল হবে না ? তবে দুর্য্যোধনাদি বালক, বুঝতে পারে না, মনে করে আপনি অর্জ্জুনকেই অধিক ভালবাসেন।

দ্রোণ। ওঃ, অর্জ্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তোমাদের কোন সন্দেহ আছে ?

শকুনি। তা সত্য কথা বল্‌তে কি, ছেলেদের মধ্যে একটু আধটু আছে বৈ কি।

দ্রোণ। বেশ, সন্দেহে কোন প্রয়োজন নাই, সকলে সমানভাবে পরীক্ষা দাও। আমার শিষ্যগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তা নিরূপিত হ'ক। আমি সত্বরেই অস্ত্র-পরীক্ষার আয়োজন কর্‌ব। তা'হলে তো আর কোন আক্ষেপ থাক্‌বে না।

শকুনি। না, নিরপেক্ষ বিচার।

দুর্য্যো। আমিও তো তাই চাই। আচার্য্যের কৃপায় আমিই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন ক'র্‌ব নিশ্চয়।

দ্রোণ। আশীর্ব্বাদ করি তাই হ'ক্।

দুর্য্যো। আচার্য্য কি এখন অস্ত্রাগারে যাবেন ?

দ্রোণ। তোমরা চল আমি যাচ্ছি।

দুর্য্যোধন প্রভৃতির প্রস্থান

কৃপ। পাণ্ডবদের প্রতি দুর্য্যোধনের ঈর্ষা দেখ্‌ছি ক্রমশঃ বাড়্‌ছে।

দ্রোণ। প্রকৃতি সহজাত, উপায় কি ? দুর্য্যোধন শুধু ঈর্ষাপরায়ণ নয়—মহাদাম্ভিক, নীচচেতা।

কৃপ। আর দুর্ভাগ্যক্রমে আমরাই এই কৌরবের আচার্য্য !

দ্রোণ। বেতনভোগী অন্নদাস ! তুমি তো জানো একমুষ্টি অন্নের জন্য স্ত্রী পুত্র নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেছি। এই ভারতের কত রাজা কত মহারাজা আমার দারিদ্র্যকে উপহাস ক'রেছে, কেউ আশ্রয় দেয় নি। সহপাঠি দ্রুপদ—তার সিংহাসন মলিন হবার ভয়ে—প্রার্থী আমি—নিকটে যেতে দেয় নি ! দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান আমাকে দেখে অবজ্ঞার হাসি হেসে ব'লেছে, "ভিখারী ব্রাহ্মণ কখনও রাজার সহপাঠি হ'তে পারে না।" সেই অপমানের শেল বুকে নিয়ে, যখন আমি অনাহারে মৃতপ্রায়, সেই সময়ে আমার জীবন রক্ষা ক'রেছেন

এই কৌরবের রাজা ধৃতরাষ্ট্র। অন্নের জন্য—মর্য্যাদার জন্য—জীবন বিক্রয় ক'রতে হ'য়েছে এই দুর্য্যোধনের কাছে।

কৃপ। এর কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই ?

দ্রোণ। আছে।

কৃপ। কি ?

দ্রোণ। অবিচারিত-চিত্তে অন্নদাতা প্রভুর আজ্ঞাপালন।

কৃপ। এ যে তুষানল অপেক্ষাও ভয়ানক।

দ্রোণ। ভয়ানক হ'লেও দাসত্বের এই শাস্তি।

কৃপ। এই কি শাস্ত্রের বিধি ?

দ্রোণ। এই শাস্ত্রের বিধি। ব্রাহ্মণের দাসত্বেই কলির সূচনা—কে জানে এর পরিণাম কোথায় !

শকুনির প্রবেশ

উভয়ের প্রস্থান

শকুনি। দুর্য্যোধন ! তোমার ঈর্ষার অগ্নিতে ইন্ধন দেবার ভার আমার।

SHIFT

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মহেন্দ্র-পর্ব্বত

জামদগ্ন্য রামের আশ্রম

কর্ণের উৎসঙ্গ-প্রদেশে মস্তক রাখিয়া জামদগ্ন রাম নিদ্রিত

কর্ণ। দ্রোণাচার্য্য ! বড় আশা করে তোমার কাছে অস্ত্রশিক্ষা ক'রতে গিয়েছিলেম, তুমি আমাকে সূত-পুত্র বলে অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করেছিলে ? শেলের মত সে প্রত্যাখ্যান-বিষের জ্বালা এখনও এ হৃদয় ত্যাগ করে নি। তাই তোমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছিলেম, তোমার প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনের অপেক্ষাও যদি শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী না

ষষ্ঠ দৃশ্য

মল্লভূমি

ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি সকলে সমাসীন
পঞ্চপাণ্ডব ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ দণ্ডায়মান
দূরে বৃক্ষশাখায় একটি পক্ষীর চক্ষু শরবিদ্ধ

ভীষ্ম। সাধু! সাধু! আচার্য্য! আপনার শিক্ষাদান সফল। অর্জ্জুন, অপূর্ব্ব তোমার সন্ধান!

অর্জ্জুন। (দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া) দেব, এ আপনাদেরই আশীর্ব্বাদ।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, তোমরা দেখলে, আমি বৃথা কখনো অর্জ্জুনের প্রশংসা করি নি। আমার শিষ্যদের মধ্যে আর কেউ এ লক্ষ্যবেধে সমর্থ হ'লো না, কিন্তু অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে লক্ষ্যবেধ করলে। এখন বুঝতে পারছ কেন অর্জ্জুন তোমাদের মধ্যে ধনুর্ব্বেদে শ্রেষ্ঠ?

যুধি। আচার্য্য! এ তো আমাদেরই গৌরব।

দুর্য্যো। (স্বগত) এ অপমান অসহ্য।

ভীম। ধন্য অর্জ্জুন, ধন্য।

শকুনি। হাঁ হাঁ ধন্য!—বলতেই হবে ধন্য! অর্জ্জুনের মত বীর্য্যবান্ ছেলেদের মধ্যে আর কে আছে? সত্যই তো, এরূপ শরসন্ধান করতে কে পারে?

কর্ণ। আমি পারি।

শকুনি। (স্বগত) কে এ? বীরের মত আকৃতি বটে। (প্রকাশ্যে) কে তুমি? তোমায় ত কখনো দেখি নি!

ভীষ্ম। তেজঃপুঞ্জ কায়,

রবিদ্যুতি খেলে কলেবরে
ভার্গব কার্ম্মুকধারী—
কে প্রবেশে রঙ্গস্থলে !
কি নাম তোমার ?
কহ, কার শিষ্য ?
রামধনু করায়ত্ত কেমনে রে তোর ?

কর্ণ। কর্ণ নাম,
অঙ্গদেশে বাস,
পরিচয়—
ভুবন-বিখ্যাত বীর !
হে আচার্য্য ! প্রণাম চরণে ;
তুমি হেতু—
যাহে রাম-শিষ্য আজি আমি !
গর্ব্ব তব—তুমি গুরু অর্জ্জুনের ;
অস্ত্র পরীক্ষায়
শ্রেষ্ঠত্ব তাহার হইয়াছে পরীক্ষিত
কিন্তু লক্ষ্যবেধ কালে
কর্ণ রঙ্গভূমে করে নি প্রবেশ
দেহ আজ্ঞা—
এক চক্ষু বিঁধিযাছে পাণ্ডব ফাল্গুনী,
এই সুতীক্ষ্ণ সায়কে
ঐ পক্ষীর দ্বিতীয় নয়ন করি উৎপাটিত।

শকুনি। সাধু! সাধু! এই যুবকের সৎসাহসের প্রশংসা ক'রতেই হবে। কি বলেন আচার্য্যমশায়, এর আর না করবার উপায় নেই। এ পারলেও পারতে পারে।

দুর্য্যোধন। (স্বগত) বীর্য্যবান হয় অনুমান।
তৃপ্ত হয় প্রাণ
যদি সমকক্ষ হয় অর্জ্জুনের!

কর্ণ। হে আচার্য্য! নীরব কেন? অনুমতি করুন।

কৃপ। নীরবতার কোন কারণ নাই, তবে তোমার পরীক্ষা-গ্রহণের পূর্ব্বে একটি কথা আমাদের জিজ্ঞাস্য আছে।

কর্ণ। কি বলুন?

কৃপ। রাজা বা রাজপুত্র ভিন্ন রাজকুমারদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরীক্ষা দানে আর কারও অধিকার নাই। তুমি কোন্ কুলোদ্ভব, তোমার পিতা কোন্ দেশের রাজা, এ পরিচয় না জান্‌লে তোমায় তো এ পরীক্ষায় অনুমতি দিতে পারি না।

কর্ণ। (স্বগত) হে তপন!
মেঘাবৃত হ'ক কিরণ তোমার,
ঘোর তমঃ ঘেরুক্ মেদিনী,
প্রলয় ঝঞ্ঝায় রেণু রেণু করি মোরে,
লুপ্ত কর অস্তিত্ব আমার।
জন্মগত অপমান বংশ-পরিচয়
যদি চির দিন দীন করি' রাখে,
কিবা প্রয়োজন এ জীবনের তরে!

কৃপ। যুবক, এবার তুমি নীরব কেন? আত্মপরিচয় দিয়ে পরীক্ষায় অগ্রসর হও। বল, তুমি কে? কোন ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয় রাজা তোমার পিতা?

কর্ণ। নহি ক্ষত্রিয় আমি,
নহি রাজপুত্র।

কৃপ। তবে কি ব্রাহ্মণ?

কর্ণ। না,

সে ভাগ্যেও নহি ভাগ্যবান্।

কৃপ। তবে তুমি কে?

কর্ণ। বৈশ্য আমি সূতবংশধর।

কৃপ। তুমি সামান্য সূতবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে, ভরতবংশধর এই অর্জ্জুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হ'য়েছ? হীন-কুলোদ্ভব, তোমার এ অসম-সাহস অমার্জ্জনীয়।

কর্ণ। অমার্জ্জনীয়! কেন ব্রাহ্মণ?

জন্ম ··?

সে তো চির দৈবের অধীন,

নহে তাহা ইচ্ছালব্ধ মানবের।

সূত কিংবা সূত-পুত্র যে হই সে হই,

দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম,

কিন্তু পুরুষত্ব করায়ত্ত মোর।

আমি কর্ণ, রামদত্ত ধনু অধিকারী

বীর্য্যবলে অর্জ্জুন কি ছার;

দেব নাগ নর অসুর রাক্ষস।

অবহেলে পারি জিনিবারে।

বীরত্ব আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয়,

সেই পরিচয়ে আমি

পরীক্ষার যোগ্য অধিকারী!

শকুনি। এ কথাটা বড় মিথ্যা নয়; যুক্তি আছে বটে। নিজেদের ইচ্ছেয় কেউ তো আর জন্মায় না; ওটা নিতান্তই দৈব।

ভীষ্ম। বীর্য্যবান্ হ'লেও যে আত্মশ্লাঘাকারী, সে হীনচেতা।

কৃপ। (কর্ণের প্রতি) সূতপুত্র হ'লেও ক্ষতি ছিল না, রাজা হ'লেও তুমি

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হ'তে পারতে—এই যুদ্ধশাস্ত্রের বিধি। এ বিধি লঙ্ঘন ক'র্‌বার সামর্থ্য কারও নাই।

কর্ণ। বেশ, তা হলে কোন্ রাজত্ব জয় ক'রে এসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌ব বলুন?

দুর্য্যো। তার প্রয়োজন নাই। সকলে তো শুন্‌লেন অঙ্গদেশে এর বাস। অঙ্গদেশ আমার অধিকারে; এই মুহূর্ত্তে আমি অঙ্গদেশের সিংহাসন এঁকে অর্পণ ক'র্‌লেম। ইনি আজ হ'তে অঙ্গাধিপতি কর্ণ—আমার সখা…মিত্র। এই রাজমুকুট ধারণই এঁর অভিষেকের কার্য্য সম্পন্ন করুক।

শকুনি। সাধু, দুর্য্যোধন, সাধু! সাধু!

কর্ণ। দুর্য্যোধন! কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি এত মহৎ? অপরিচিত আমি, আমাকে তুমি সিংহাসন দান কর্‌লে? মিত্র ব'লে সম্বোধন কর্‌লে? আজ হ'তে আমারও প্রতিজ্ঞা—আমি রণক্ষেত্রে তোমার শত্রু সংহার কর্‌ব, উৎসবে ব্যসনে বিচার পরিশূন্য হ'য়ে তোমার আজ্ঞা পালন কর্‌ব। জীবনের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—মর্য্যাদা; এই সভা-স্থলে সেই মর্য্যাদা দান ক'রে তুমি আমার জীবনকে ধন্য ক'রেছ; আমিও আজ হ'তে এ জীবন তোমাকে উৎসর্গ ক'র্‌লাম!

অর্জ্জুন। (স্বগত) হ'ল ভাল,

এত দিনে সমকক্ষ বীর মিলিল আমার

দুর্য্যো। আচার্য্য! কর্ণের পরীক্ষা-দানে আর তো কোন প্রতিবন্ধক নেই?

কৃপ। না। কর্ণ, এবার তুমি পরীক্ষা-দানে অগ্রসর হ'তে পার।

ধনুর্ব্বাণহস্তে কর্ণের অগ্রসর

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতি। দেব! কুন্তী দেবী অসুস্থ হ'য়েছেন।

ভীম। বটে? এ অবস্থায় তা হলে আজ পরীক্ষা গ্রহণ হ'তে পারে না।

মাতা অসুস্থ, আজ এইখানেই সভা ভঙ্গ হ'ক। (স্বগত) দুর্য্যোধনের সহিত আমার গুরু জামদগ্ন্যের শিষ্য এই কর্ণের মিলন—এ অগ্নির সঙ্গে বায়ুসংযোগের ন্যায় ভীষণ হ'ল!

কর্ণ। (স্বগত) এখানেও ব্যর্থতা। এ জীবনেই ধিক্!

দুর্য্যো। (কর্ণের প্রতি) চল সখা, সখার আতিথ্য গ্রহণ ক'রবে চল।

কুন্তী। ঐ চ'লে গেল—
তরুণ-ভাস্কর সম কান্তি মনোহর,
অক্ষয়কবচ ধারী,
মণিময় কুণ্ডল শোভিত গণ্ড,
সেই সদ্যঃপ্রসূ সন্তান আমার,
চাঁদমুখে নেই মৃদু হাসি—
লোকলজ্জা-ভয়ে যারে,
তাম্রটাটে সলিলে ভাষায়ে দিছি—
জ্ঞানহীনা পাষাণী জননী!
আজি, কত বর্ষ পরে—
অনন্তের সুপ্ত স্মৃতি নিমেষে জাগায়ে,
ঐ চ'লে যায়—মাতৃসত্ত্বে মাতৃহারা—
সূত-আখ্যা-ধারী
অভাগা নন্দন মোর,
অপমান শেল ল'য়ে বুকে!
জানে না অজ্ঞান,
কি বজ্র হানিয়া গেল অন্তরে আমার।

পঞ্চ কেশরীর মাতা আমি,
ষষ্ঠ চলে যুথশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ সবাকার—
পরিচয়হীন, অভাগিনী কুন্তীর নন্দন
নারায়ণ!
সংজ্ঞাহীন ক'রে
কেন পুনঃ জ্ঞান ফিরে দিলে?
কিবা ক্ষতি হ'ত
কুন্তী যদি না জাগিত আর!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হস্তিনা—প্রাসাদ

বিদুর

গীত

কে-আর আছে তোমা বিনে
দীনের ব্যথা তুমিই বোঝ, তাই ডাক্‌ছি সদা নিশিদিনে
ভাঙ্গা আমার জীর্ণ তরী, আশা তোমার চরণ হরি,
ভবের খেয়াল ঘোর তুফানে ভুল না এ হীনের হীনে
আমার মত পার কর দীন, (শুধু) মনে রেখ চরম দিন,
আমি চাই না খ্যাতি চাই না মান, (কেবল) কাঙ্গাল ব'লে রেখ চিনে!

ভীষ্মের প্রবেশ

ভীষ্ম। দুর্য্যোধনের আনন্দ দেখেছ বিদুর? হতভাগ্য বুঝ্‌লে না, এই ঈর্ষাই তার মৃত্যুর কারণ হবে। কিন্তু সত্য সংবাদ পেয়েছ তো? পাণ্ডবেরা সত্যই জতুগৃহ হ'তে পলায়ন ক'র্‌তে সমর্থ হয়েছে?

বিদুর। হাঁ দেব, সংবাদ সত্য! আমি পূর্ব্ব হ'তেই দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি জান্‌তে পেরে, যুধিষ্ঠিরের নিকট গোপনে লোক পাঠিয়েছিলেম। গোপনে সুড়ঙ্গ-পথ নির্ম্মিত হয়। ভগবানের কৃপায়, সেই সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে পঞ্চপাণ্ডব, মাতা কুন্তীর সহিত সকলের অলক্ষ্যে পলায়ন করেছে।

ভীষ্ম। তবে যে শুন্‌লেম ছয়টি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে।

বিদুর। আমিও প্রথমে তাই শুনেছিলেম; পরে অনুসন্ধানে জেনেছি

পাঁচটি চণ্ডাল তাদের বৃদ্ধাজননীর সঙ্গে জতুগৃহে পাণ্ডবদের আশ্রয় নিয়েছিল। জতুগৃহ-দাহে এই ছ'জনেই প্রাণ দিয়েছে।

ভীষ্ম। বল কি বিদুর? আমি যে আর চক্ষের জল রোধ করতে পারছি নি! পাণ্ডবদের কল্যাণের জন্ম দুর্য্যোধনের ঈর্ষানলে জীবন আহুতি দিলে ছয়টী চণ্ডাল? বিদুর, আমি যদি কখনো কোন সৎ কার্য্যে পুণ্য সঞ্চয় ক'রে থাকি—এই নিরীহ চণ্ডাল কয়টীর আত্মার উদ্দেশে আমি তা উৎসর্গ করলেম—তাদের অক্ষয় স্বর্গ হ'ক্। পাণ্ডবদের জন্মে আর আমার চিন্তা নাই! পাণ্ডব যে শ্রীকৃষ্ণ-রক্ষিত, এই জতুগৃহই তার প্রমাণ।

বিদুর। দেব, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন পাণ্ডবদের মত আমিও শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভে সমর্থ হই।

উভয়ের প্রস্থান

শকুনির প্রবেশ

শকুনি। এও কি সম্ভব? জতুগৃহে পাণ্ডবেরা পুড়ে মরেছে। শ্রীকৃষ্ণ-রক্ষিত পাণ্ডব, তাদের অপঘাত—এও কি সম্ভব—দুর্য্যোধন, তুমি এত ভাগ্যবান? আর আমি—আমার ব্রত কি তবে নিষ্ফল হবে? একটী নয়, দু'টি নয়—পঞ্চ দীপ-শিখা, পঞ্চ বাড়ব-অনল পঞ্চ-ভাই পাণ্ডুর তনয়; সে আগুনে পুড়ে কুরুবংশ ভস্মীভূত হবে, আমি আনন্দে করতালি দিয়ে নাচ্‌ব—আমার সে আশা পূর্ণ হ'বে না? এও কি সম্ভব? হৃদয়! স্থির হও। পাণ্ডবেরা মরেছে, এ কথা পৃথিবীর সকলে বিশ্বাস করুক্, তুমি কোরো না।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ

দুর্য্যো। মাতুল! এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত।

শকুনি। কিন্তু আমি তো এখনো নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি নি দুর্য্যোধন!

দুর্য্যো। কেন ?

শকুনি। কেন ? কেন ? দুর্য্যোধন, সত্যই কি পাণ্ডবেরা মরেছে ?

দুর্য্যো। তোমার এখনো সন্দেহ ? বারণাবত থেকে দূত সংবাদ দিয়ে গেল, সেখানকার নগরবাসীরা হায় হায় ক'র্‌ছে, তারা সকলে স্বচক্ষে দেখেছে পাঁচটী দগ্ধাবশিষ্ট নরদেহ একসঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে আছে, শিয়রে অৰ্দ্ধদগ্ধা কুন্তী—তবু সন্দেহ ?

শকুনি। স্বার্থ এমনি বিশ্বাসী—হাঁ তবু সন্দেহ !

দুর্য্যো। তবে তোমার সন্দেহ নিয়ে তুমি থাক ! ওঃ কি কৌশলই ক'রেছিলেম ! কেউ জান্‌ত না, জ্ঞাতিবিরোধ নিবারণের জন্য পিতা পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠালেন, আমিই গোপনে যবন মন্ত্রী পুরোচনের সঙ্গে পরামর্শ করে জতুগৃহের ব্যবস্থা কর্‌লেম। অস্ত্র-পরীক্ষায় অপমান, শিবপূজা নিয়ে অপমান—এত দিনে তার শোধ। আর আক্ষেপ নেই।

শকুনি। দুর্য্যোধন ! দুর্য্যোধন !

দুর্য্যো। কেন মাতুল ?

শকুনি। বাতাসে কি শ্মশান-ধূমের গন্ধ পাচ্ছ ? অগ্নিশিখা কি আকাশ স্পর্শ করেছে ? মৃতের আৰ্ত্তস্বরে কি ধরণীর বক্ষ কেঁপে উঠেছে ?

দুর্য্যো। কতবার বল্‌ব ? নেই—নেই। পিতা কাঁদছেন, মা হাহাকার কর্‌ছেন ; কিন্তু মাতুল, কি আশ্চর্য্য দেখ—যে বিদুর আর ভীষ্ম পাণ্ডবগত-প্রাণ ছিলেন, এ সংবাদে তাদের চোখে জল নেই। পিতামহ ভীষ্ম বরং কিঞ্চিৎ ম্রিয়মাণ, কিন্তু বিদুর—শোক ত দূরের কথা—এ সংবাদে মুখ যেন তাঁর প্রফুল্ল ! মনুষ্য-চরিত্র যে একেবারেই দুর্ব্বোধ্য, তা ঠিক।

শকুনি। বটে ? বটে ? দুর্য্যোধন ! দুর্য্যোধন ! এ আনন্দ যে আর আমি চেপে রাখ্‌তে পাচ্ছি না। হাঃ হাঃ ! মনুষ্য চরিত্র [illegible]

বটে! তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি—ঐ আগুনের শিখা লক্ লক্ ক'রে আকাশ ছেয়ে ফেল্লে। ঐ আর্ত্তনাদ—ঐ হাহাকার! হাঃ হাঃ—শকুনি! আনন্দ কর—আনন্দ কর! গান্ধারী কাঁদছে, তোমার মুখের হাসি যেন কখনো না ফুরোয়!

প্রস্থান

দুর্য্যো। এ কি! অতি আনন্দে মাতুল জ্ঞান হারালেন না কি? মাতুল! মাতুল!

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

উপবন

পদ্মাবতীর সখীগণের গীত

সই লো কি জানি কেমন!
পেতে বাতাসে ফাঁদ, চাঁদ ধরা সাধ দেখি নি এমন
বুঝি ঘুমের ঘোরে কারে দেখেছে
স্বপনে বুকে এঁকেছে,
টেনেছে প্রাণের টান, বাঁধন নয় তো যেমন তেমন॥
পেয়ে ফুলের মত কোমল প্রাণ,
ধনুকে দিয়েছে টান,
থাকে না নারীর মান, বাণ হেনেছে মকর-কেতন॥

নিয়তির প্রবেশ

নিয়তি। হাঁগা, হাঁগা! তোমরা এখানে কি কর্‌ছ?

১ম সখী। আমরা তীর্থ কর্‌তে বেরিয়েছি, আজ এই আশ্রমে আছি।

২য়। না গো না, আমরা বর খুঁজতে বেরিয়েছি।

নিয়তি। ঠাট্টা করছ? বর বুঝি বনে থাকে?

১ম সখী। আমাদের কি যেমন তেমন বর? মনগড়া বর—হাওয়ায় থাকে,হাওয়ায় ফেরে। তাই দেখ্‌ছি বনের ফাঁকা হাওয়ায় যদি পাই।

নিয়তি। এই বনেই থাক্‌বে, না আর কোথাও যাবে?

২য় সখী। সেটা আমরা জানি নি, আমরা যাঁর সহচরী তিনি জানেন।

নিয়তি। তোমরা বুঝি সঙ্গে ঘোর? ঠিক আমার মত, না?

১ম সখী। তুমি কে তা তো জানি নি!

নিয়তি। আমারও ঐ ঘোরা-রোগ; সঙ্গেই থাকি সঙ্গেই ফিরি।

১ম সখী। কার?

নিয়তি। কার নয় বল? সৃষ্টির লোকের সব্বারই।

১ম সখী। কেন?

নিয়তি। তা জানি নি!

১ম সখী। তোমার বাড়ী কোথায়?

নিয়তি। জগৎ জুড়ে আমার ঘর।

২য় সখী। (তৃতীয়ের প্রতি) বোধ হয় পাগল।

নিয়তি। কি বল্‌ছ? বল্‌ছ, আমি পাগল? ঠিক পাগল নই, তবে পাগলের মত। কখনও হাসি, কখনও কাঁদি। বহুরূপী—তাই কেউ চিন্‌তে পারে না! জন্মাবার আগে আমি, জন্মদিন থেকে আমি, মর্‌বার সময়ও আমি; এক তিল ছাড়া-ছাড়ি নেই—এক সূতোয় বাঁধা! চ'লেছ—চ'লেছি। বাড়ী থেকে বেরুলে—আমি সঙ্গে। মনের মত বর হবে—আমিই ঘট্‌কী। কিসে নেই? কখন নেই? কেউ গাল দেয়—বলে, 'রাক্ষুসী'। কেউ পূজো করে—বলে, 'লক্ষ্মী'। কেউ দূর দূর করে, কেউ শাঁখ বাজিয়ে ঘরে তোলে। আমার সব তাতেই সমান।

প্রাণ-হীনা পুতলী সমান
সুখ দুঃখ সমজ্ঞান,

উন্মাদিনী ভৈরবী কথনো !
আদেশে আমার বহে কাল-স্রোত,
হয় নৃপতি ভিখারী,
রাজ্যেশ্বর দীন,
ফুৎকারে সাগরে অনল জ্বলে,
মরু-বক্ষে সুধার নির্ঝর,
হয় নগরী শ্মশান—প্রান্তরে উদ্যান—
অন্তর পাষাণ—
স্থিরচক্ষে সমভাবে নেহারি সকল ;
যুগ-যুগান্তের স্মৃতি
ছায়া সম ফেরে সাথে সাথে—
নাহি মৃত্যু নাহি ক্ষয়,
আছি—রব চিরদিন—
অন্তহীন রহস্য অপার !

১ম সখী। ঐ আমাদের সখী আস্ছে, তোমার যা বল্‌বার ওকে বল, ও অনেক জানে।

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। হাঁ লা, কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস্ ?

২য় সখী। একটি নতুন মেয়ে। এই শোন না কি বলে, আমরা তো বাপু কিছুই বুঝতে পারি নি।

পদ্মা। তুমি কে গা ?

নিয়তি। তোমার জন্ম-সঙ্গিনী ; তোমার সঙ্গে আমার খুব ভাব, কেমন ?

পদ্মা। হাঁ, খুব !

নিয়তি। আবার যখন আড়ি দেব তখন ভাব রাখ্‌বে ?

পদ্মা। কেন, আড়ি দেবে কেন ?

নিয়তি। আমি কি দিই ? আমায় দেওয়ায়। তুমি তো মনের মত বর খুঁজ্‌ছ ? তোমায়ই তো সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছি।

পদ্মা। কোথায় ?

নিয়তি। যেখানে তোমার স্বামী।

পদ্মা। সে কোথায় ?

নিয়তি। আমি যেখানে নিয়ে যাব।

পদ্মা। তুমি নিয়ে যাবে কেন ?

নিয়তি। নইলে আর কে নিয়ে যাবে ? এই তো আমার কাজ। সবাই আমার অধীন। কিন্তু যে একমনে ভগবানকে ডাকে, আমি কেবল তার দাসী। তুমি একমনে ভগবানকে ডাকছ, তাই তোমায় নিতে এসেছি বুঝ্‌লে ?

পদ্মা। তুমি কোথায় যাবে ?

নিয়তি। অনেক দেশ তো বেড়ালে ; চল না, পঞ্চালে যাই, আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। যাবে ?

পদ্মা। (স্বগত) বোধ হয় কোন গরীব অনাথিনী—মাথার ঠিক্ নেই, পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। অনেক দেশ তো বেড়ালেম, পঞ্চাল তো দেখা হয় নি। এ সেখানে যেতে বল্‌ছে কেন ?

নিয়তি। ভাবছ কেন ? পঞ্চালে গেলেই তোমার স্বামীর দেখা পাবে। সহজাত কবচকুণ্ডল অঙ্গের ভূষণ যার, সেই তো তোমার স্বামী ?

পদ্মা। তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে—তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে ?

নিয়তি। আমি জানি নি ? আমি ছায়ার মত তার সঙ্গে ফিরি। আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি, আমার প্রাণ প'ড়ে আছে সেখানে।

পদ্মা। তা হ'লে তুমি তাকে দেখেছ ? তুমি তাকে চেন ?

নিয়তি। কাকে না জানি বল, কাকে না চিনি বল ? কিন্তু আমাকে

কেউ চেনে না, বল্লেও বোঝে না—তাই অন্ধকারে থাকি ! ঐ আঁধার —ঐ আমার ঘর !

গীত

আমি আঁধারে বেঁধেছি ঘর আলোর দেশের পারে।
ছায়া দিয়ে ঘেরা সে যে মরণ নদীর ধারে ॥
নাই ঠিকানা কূল-কিনারা
খুঁজতে গিয়ে দিশেহারা
আঁধার রাতে আনাগোনা পথ কি দেখাই যারে তারে ॥ প্রস্থান

পদ্মা। (স্বগত) যদি উন্মাদিনী হয়, মনের কথা জান্‌লে কেমন ক'রে! কে এ? ব'ল্লে পঞ্চালে যেতে; ক্ষতি কি? মহাদেবের আদেশে যখন বেরিয়েছি, তখন ব্রত কখন নিষ্ফল হবে না। এ বালিকা কি মহামায়ার সঙ্গিনী? হ'তেও পারে।

~~১ম সখী। হাঁ না, এ কে বুঝতে পাল্লি ?~~

পদ্মা। না। কিন্তু যেই হ'ক, এ আমার মনের কথা জানলে কি ক'রে সখি, চল, এখানকার বাসা তুলে আমরা পঞ্চালের দিকে যাই।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

পঞ্চাল—স্বয়ম্বর-সভা

রাজন্যবর্গ, ব্রাহ্মণমণ্ডলী, ধৃষ্টদ্যুম্ন

ধৃষ্ট। হের ভগ্নি, স্বয়ম্বর সভা
ইন্দ্র-সভা জিনি মনোরম ;
ক্ষুদ্র এই পঞ্চাল-নগরী
ধন্য আজি মহাজন-সমাগম হেতু,
হের, ভারত-বিখ্যাত-কীর্ত্তি রাজন্য সকল ;

সহ সর্ব্বপূজ্য শ্রেষ্ঠ বলরাম
যাদব-ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপতি ;
দ্রোণ, কৃপ, মহারথগণ,
কৌরব-গৌরব মহামানী রাজা দুর্য্যোধন,
সমবীর্য্য দুঃশাসন পাশে ;
জরাসন্ধ, শল্য, অঙ্গ-অধিপতি, নৃপতি-ভূষণ সবে,
জনে জনে পুরন্দর সম, স্বয়ম্বরে সমাগত হেথা।
হের—ঋষিসঙ্ঘ, ব্রাহ্মণমণ্ডলী,
কুতুহলী হেরিবারে মৎস্যচক্র বেধ,
আয়োজন যার
নহিল, নহিবে কভু ধরণী-মাঝারে !

দ্রৌপদী। (স্বগত) নাহি জানি কে করিবে লক্ষ্যবেধ এই,
কার গলে বরমাল্য করিব অর্পণ,
ভ্রাতৃপণে আজীবন দাসী হ'তে হবে কার !

শকুনি। বিচিত্র সভা—এ সভা স্বর্গেই সম্ভব। তবে আর বিলম্ব কেন ? শুভকার্য্য আরম্ভ হ'ক। ত্রেতায় হরধনু ভঙ্গ হ'য়েছিল, ধনুক ভেঙ্গেছিলেন রমেচন্দ্র। দ্বাপরের শেষে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। যদুপতিই কি আগে ধনুক ধরবেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। রাজা, বিস্মৃত হচ্ছেন কেন ? আমি যে কৃতদার। আমরা এ সভায় দর্শকমাত্র।

শকুনি। তা বোঝার উপর শাকের আটি। বৃন্দাবনে ষোলশ' গোপী, মথুরায় রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি। সমুদ্রের বারি, এক কলসী গেলেই বা কি, বাড়্‌লেই বা কি !

ধৃষ্ট। শুন শুন নৃপতিমণ্ডল,
শুন সভাজন,

শূন্যপথে অবস্থিত মীন
নিম্নে ঘোরে চক্র অনিবার—
স্বচ্ছ নীরে স্ফাটিক-আধারে
হের প্রতিবিম্ব তার।
করিয়াছি পণ
মম দত্ত এই ধনু ধরি'
চক্র-ছিদ্র-পথে করিয়া সন্ধান
বাণবিদ্ধ করিবে যে তাহে
তার করে করিব অর্পণ
সর্ব্বসুলক্ষণ ভগ্নী মম
এই যাজ্ঞসেনী—
যজ্ঞ হ'তে উদ্ভব যাহার।
হও আগুয়ান
বীর-গর্ব্বে গর্ব্বী মহাশূর,
করি' লক্ষ্যবেধ
বরমাল্য সনে
জয়লক্ষী করহ গ্রহণ।

শ্রীকৃষ্ণ। রাজন্যবর্গ, আপনারা নিজ নিজ সামর্থ্য দেখিয়ে, যদি কেহ পারেন এই সুকন্যাকে লাভ করবার চেষ্টা করুন। দুর্য্যোধন! অগ্রে তুমিই অগ্রসর হও।

দুর্য্যো। (স্বগত) নাহি জানি লক্ষ্যবেধে
অলক্ষ্যে কি লেখা আছে অদৃষ্টে আমার!
সুহাসিনী দ্রৌপদীর কর
কিম্বা উপহাস!

ধৃষ্ট। ভগ্নি, ইনি কৌরব-ঈশ্বর রাজা দুর্য্যোধন।

দ্রৌপদী। (স্বগত) শুনিয়াছি অতি ক্রূর রাজা দুর্য্যোধন,
কি জানি যদ্যপি করে এই লক্ষ্যবেধ!

দুর্য্যোধন অগ্রসর হইলেন এবং অকৃতকার্য্য হইয়া, নিজ আসনে বসিলেন

ধৃষ্ট। হের—দেখ,
চক্রাহত বাণ ঠিক্‌রি' পড়িল দূরে।

শকুনি। বাণও পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে মানও গড়াল। দুর্য্যোধনের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সহসা কেউ ধনুকে হাত দিচ্ছেন না।

শ্রীকৃষ্ণ। এবার কে অগ্রসর হবেন?

শল্য। আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।

ধৃষ্ট। ভগ্নি, ইনি মদ্র অধিপতি শল্য।

দ্রৌপদী। (স্বগত) হীন মদ্রদেশ,
তার অধিপতি!

শল্য অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলেন

জনৈক ব্রাহ্মণ। মহারাজ দুর্য্যোধনের পর উঠাই উচিত হয় নি।

শল্য। হয় অনুমান—
চক্র ছিদ্রশূন্য।

শকুনি। হাঁ, আপনার চরিত্রেরই মত!

ধৃষ্ট। আর কেউ সাহস কচ্ছেন না কেন? মহারাজ শল্য যে ব'ল্লেন, চক্র ছিদ্রশূন্য, তা নয়। বীরত্ব পরীক্ষার জন্য এই লক্ষ্যবেধের আয়োজন, এতে প্রতারণা নাই। যদি কেহ আত্মবিশ্বাসী বীর্য্যবান্ এই সভামধ্যে থাকেন, তিনি আসুন, আমি পুনঃ পুনঃ সকলকে আহ্বান করছি। কৈ, কেউ ত অগ্রসর হচ্ছেন না? তা হ'লে কি বুঝব ধরণী বীরশূন্যা?

ভীম। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি জনান্তিকে) দ্রুপদ-পুত্রের এ উক্তি অসহ্য।

কর্ণ। (সহাস্যে) ধরণী বীরশূন্যা কি না এইবার তার পরীক্ষা হবে।

ধৃষ্ট। ভগ্নি, ইনি অঙ্গ-অধিপতি কর্ণ, মহামুনি জামদগ্ন্যের শিষ্য।

দ্রৌপদী। (প্রকাশ্যে) আমি সূত-পুত্রকে কখনও বরণ ক'রব না।

শল্য। ঠিক হ'য়েছে। বড় আস্ফালন ক'রে ধনুক ধ'রেছিলেন, ঠিক হ'য়েছে।

দুর্য্যো। তা কখনই হ'তে পারে না। ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি জাতি-নির্ব্বিচারে সকল বীরকেই লক্ষ্যবেধে আহ্বান ক'রেছ; মহাবীর কর্ণ যদি লক্ষ্যবেধ ক'র্‌তে পারেন, তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে দ্রৌপদী এঁর হবেন।

ধৃষ্ট। ভগ্নি!

দ্রৌপদী। কখন না—আমি প্রাণ থাকতে হীন সূতকুলের বধূ হ'ব না।

দুর্য্যো। তা হ'লে ধৃষ্টদ্যুম্ন মিথ্যাবাদী!

দ্রৌপদী। আমি ক্ষত্রিয়কুমারী—ক্ষত্রিয় কিংবা ব্রাহ্মণের গলে বরমাল্য অর্পণই আমাদের কুলপ্রথা। সকলে শুনুন—ভ্রাতৃপ্রতিজ্ঞা-বশে সূতকে বরণ কর্‌বার পূর্ব্বে আমি অনলে জীবন বিসর্জ্জন দেব।

কর্ণ। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে ধনুর্ব্বাণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, সামর্ষ হাস্যে) সুন্দরি, তোমার অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন দেবার প্রয়োজন হবে না। তোমার কুলগর্ব্ব অক্ষুণ্ণ থাকুক, এই আমি ধনুর্ব্বাণ ত্যাগের সঙ্গে এই সভা পরিত্যাগ কর্‌লেম।

দুর্য্যো। কর্ণের এ অপমান আমি কখনও নীরবে সহ্য ক'রব না। দেখি এই সভাস্থলে কে ক্ষত্রিয় কে ব্রাহ্মণ আছেন, যিনি লক্ষ্যবেধ করতে পারেন; তারপর উদ্ধতা দ্রৌপদীর শাস্তি আমিই দিয়ে যাব!

শ্রীকৃষ্ণ। সে পরের কথা পরে; উপস্থিত ক্ষত্রিয়-সমাজ তো দেখছি নিস্পন্দ। যাজ্ঞসেনী বল্‌ছেন—শাস্ত্রের বিধান—যদি কেউ শক্তিধর ব্রাহ্মণ থাকেন, এইবার তিনি লক্ষ্যবেধ ক'রে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করুন।

শকুনি। তা হ'লে তো সর্ব্বাগ্রে দ্রোণাচার্য্যকেই উঠতে হয়।

দ্রোণ। নারায়ণ! নারায়ণ! মহারাজ দ্রুপদ আমার সহপাঠি বাল্যসখা; তাঁর কন্যা আমারও কন্যা-স্থানীয়া। আমি দুর্য্যোধনের সঙ্গে এই

স্বয়ম্বর-সভায় এসেছি বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে দেখতে, কোন বীরশ্রেষ্ঠ এই লক্ষ্যবেধে সমর্থ হন।

শকুনি। বটে বটে, আপনি তবু এসেছেন, ভীষ্মদেব এসেও সভায় বস্‌লেন না, অন্যত্র অপেক্ষা কর্‌ছেন। কাশীরাজ-কন্যার স্বয়ম্বরের পর প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, নারী নিয়ে বিবাদ যেখানে সেখানে আর তিনি থাক্‌বেন না।

অর্জ্জুন। (জনান্তিকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি) হে জ্যেষ্ঠ! যদি অনুমতি করেন, মনে মনে শ্রীকৃষ্ণ ও আচার্য্যকে প্রণাম ক'রে আমি লক্ষ্যবেধে অগ্রসর হই।

যুধি। (জনান্তিকে) ভীম, কি বল?

ভীম। (জনান্তিকে) এখনি।

যুধি। (জনান্তিকে) কিন্তু যদি আত্মপ্রকাশ হয়?

ভীম। (জনান্তিকে) তা হ'লে এই স্বয়ম্বর-সভায় কৌরব-বংশ নির্ব্বংশ হবে।

নকুল। (জনান্তিকে) আমরা মৃত ব'লে প্রচারিত, আত্মপ্রকাশের কোন সম্ভাবনা নাই।

যুধি। (জনান্তিকে) যা করেন শ্রীকৃষ্ণ! ভাই, আমি অনুমতি দিচ্ছি, তুমি বিজয়ী হও!

ধৃষ্ট। আসুন—কে সাহস করেন, আসুন।

অর্জ্জুন। আমি প্রস্তুত! (উঠিলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) আমি এরই জন্য ব্যাকুল হ'য়ে অপেক্ষা ক'চ্ছিলেম। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি! সকলকে প্রতারিত করতে পেরেছ, আমায় পার নি! (প্রকাশ্যে) তা হ'লে ব্রাহ্মণ আসুন—আসুন—দ্বিধার কোন কারণ নেই; যাজ্ঞসেনী তো ব্রাহ্মণকেও বরণ কর্‌তে ইচ্ছুক, পাঞ্চালীর বাঞ্ছাই পূর্ণ হ'ক্—আসুন।

অর্জ্জুন অগ্রসর হইলেন

জনৈক ব্রাহ্মণ। হাঁ হাঁ, কর কি? কর কি? এ বাতুল কোথা যায়? ধ'রে বসাও হে, ধ'রে বসাও! ওহে, এখনও তো ব্রাহ্মণ ভোজনের ডাক পড়ে নি, এর মধ্যে উঠে যাচ্ছ কোথায়?

অর্জ্জুন। কেন? ব্রাহ্মণও তো আহুত হ'য়েছে।

ব্রাহ্মণ। টুকটুকে মেয়েটি দেখেছ, আর বুঝি লোভ সম্বরণ কর্‌তে পার নি? ওহে, এ শ্রাদ্ধবাসরে বিদায়ের ঘড়া নয়—স্বয়ম্বরে লক্ষ্যবেধ! বুঝেছ?

অর্জ্জুন। বহু পূর্ব্বেই বুঝেছি এবং সেই জন্যই অগ্রসর হ'চ্ছি।

ব্রাহ্মণ। এই সাম্‌লে রে! কি বিভ্রাট্‌ বাধায় দেখ!

অর্জ্জুন। আপনি আশ্বস্ত হ'ন চিন্তার কোন কারণ নাই, আমি মুহূর্ত্তেকে এই লক্ষ্যবেধ ক'র্‌ব।

ব্রাহ্মণ। তোমার মুণ্ড কর্‌বে, উন্মাদ কোথাকার।

দ্রোণ। কেবা এ ব্রাহ্মণ?
দিব্যমূর্ত্তি,
শাল তরু জিনি' দীর্ঘভুজদ্বয়
আয়ত-লোচন
পার্থসম বীর্য্যবান হয় অনুমান!

অর্জ্জুন। (ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট আসিয়া)
বীর, দেহ অনুমতি—
লক্ষ্য-বেধ করি আমি।

ধৃষ্ট। আসুন ব্রাহ্মণ—এই ধনু গ্রহণ করুন, যদি লক্ষ্য-বেধ ক'র্‌তে পারেন, পাঞ্চালী আপনার পত্নী।

দ্রৌপদী। (স্বগত) অগ্নি-সম তেজো-দীপ্ত দ্বিজ
অগ্রসর লক্ষ্য-বেধে?
কেন হৃদি হইল চঞ্চল?

অর্জ্জুন। নারায়ণ, গুরু, ব্রাহ্মণ ও অগ্রজের চরণে প্রণাম ক'রে এই আমি

কার্ম্মুক গ্রহণ ক'ল্লেম। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি লক্ষ্য-বেধে কৃতকার্য্য হই।

দ্রৌপদী। (স্বগত) আমারও মন অনুরূপ প্রার্থনাই কর্‌ছে।

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক লক্ষ্যভেদ—মৎস্য পড়িয়া গেল

অর্জ্জুন। হের, শরবিদ্ধ মৎস্য এই পতিত হেথায়!

দ্রোণ। সাধু, সাধু ব্রাহ্মণ!

ধৃষ্ট। হে বীর-কেশরী, দেহ কোল,
পরাজিত ক্ষত্রিয়-সমাজ,
দ্বিজ হয়ে তুমি মান রক্ষিলে আমার!
যাজ্ঞসেনি,
দেহ মাল্য এই ভাগ্যধরে, বিজয়ীর রাখহ সম্মান—
পণে মুক্ত কর মোরে।

দ্রৌপদী। সাক্ষী করি' অন্তর্যামী প্রভু ভগবান,
সাক্ষী করি' অন্তরীক্ষে দেবতামণ্ডলী,
সাক্ষী করি' সমাগত ব্রাহ্মণ-সমাজ,
তব গলে জয়মাল্য করিনু অর্পণ;
আজি হ'তে চির আজ্ঞাধীনা তব আমি।

অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি

দুর্য্যো। এইবার কর্ণের অপমানের প্রতিশোধ! ব্রাহ্মণ, দৈবক্রমে লক্ষ্য-বেধ ক'রে দ্রৌপদীকে তুমি লাভ ক'রেছ—এইবার তোমাকে বধ ক'রে এই গর্ব্বিতা দ্রৌপদীর উপযুক্ত শাস্তিবিধান ক'রব।

অর্জ্জুন। যদি পার ক'রো—কোন আপত্তি নাই।—ক্ষত্রিয়ের বীর্য্যবল তো দেখ্‌লেম।

১ম ব্রাহ্মণ। আবার যে ঠেক্‌লো হে? এইবার দিলে কাঁচা মাথাটা উড়িয়ে। বাবা বামুনের কপালে সইবে কেন?

শল্য। স্পর্দ্ধা এই ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়-সমাজকে অপমান করে? আমরা এই ব্রাহ্মণকে পরাজিত ক'রে দ্রৌপদীকে গ্রহণ ক'র্‌ব।

ভীম। ব্রাহ্মণের সহায় আমরা; দেখি কে বীর্য্যবান ক্ষত্রিয় আছে যে এই ব্রাহ্মণকে পরাস্ত করে।

নকুল। বীর্য্যবান ব্রাহ্মণ কে আছেন, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হ'ন।

দুঃশা। যুদ্ধ—যুদ্ধ,
নাহি ক্ষমা ব্রাহ্মণ বলিয়া।
সাজ সাজ নৃপতিমণ্ডল,
আজি বীর্য্য শুল্কে লভিব পাঞ্চালী।

দুর্য্যো। আজ দেখ্‌ছি ব্রাহ্মণেরা কুশাগ্র পরিত্যাগ ক'রে অস্ত্র ধারণে উদ্যত। সকলে দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণদের বধ করুন—বধ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ। বীরোচিত বটে! তোমরা ক্ষত্রিয় ব'লে পরিচয় দাও, বাহু-বলের আস্ফালন কর—লজ্জা করে না? এই সামান্য লক্ষ্য-বেধে কেউ সমর্থ হ'লে না—আর এই ব্রাহ্মণ নিজ নৈপুণ্যে বীরত্বের সম্মান রক্ষা ক'রেছে ব'লে, বিনা কারণে সকলে একে শাস্তি দিতে উদ্যত?

শল্য। কথার সময় নাই, যুদ্ধ—যুদ্ধ!

ধৃষ্ট। ক্ষুদ্র পঞ্চাল নগরী বুঝি ক্ষত্রিয়-কোপানলে ভস্ম হয়।

অর্জ্জুন। নাহি চিন্তা মতিমান্,
ক্ষুদ্র নহে পঞ্চাল নগরী
অঞ্চল-ভূষণ পাঞ্চালী যাহার!
দেহ মোরে অস্ত্রপূর্ণ রথ একখান,
দেখি এই ক্ষত্রমাঝে বীর আছে কেবা,
রহে স্থির সম্মুখে আমার।

ভীম। রথে কিবা প্রয়োজন ?
ভুজদ্বয় কার্ম্মুক আমার,
শাল বৃক্ষ যোগ্য বাণ তাহে।

দুর্যো। সকলে আসুন! অগ্রসর হ'ন, যুদ্ধার্থী ব্রাহ্মণ-বধে কোন পাপ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। নির্লজ্জ ক্ষত্রিয়ের এই হীন আচরণ আমি কখন সহ্য কর্‌ব না, এস দ্বিজ, আমার রথ, আমার অস্ত্র তোমায় দান ক'র্‌ছি, তুমি পূর্ণায়ুধ হ'য়ে এই গর্ব্বিত রাজাদের শাস্তি দাও। এস, পাঞ্চালী, জয়লক্ষ্মী স্বরূপ তোমার স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হও।

শকুনি ব্যতীত সকলের প্রস্থান

শকুনি। এ ছদ্মবেশধারী নিশ্চয় অর্জ্জুন!
হাঃ—হাঃ—হাঃ!

চতুর্থ দৃশ্য

প্রান্তর—রণস্থলের অপরাংশ

দ্রোণের প্রবেশ

দ্রোণ। দুর্ব্বার সংগ্রাম দেখিয়াছি বহু.
কিন্তু দেখি নাই কভু হেন অদ্ভুত সমর!
বিকল অন্তর—
বুঝিতে না পারি দুর্যোধনে কেমনে রক্ষিব ?
পঞ্চ দ্বিজ করে মহামার
হাহাকার চারিভিতে!
ঐ শল্য ধূলায় লুটায়,
জরাসন্ধ পলায় সভয়ে!

কোথা অশ্বত্থামা ?
রক্ষা কর দুর্য্যোধনে।

দুঃশাসনের প্রবেশ

দুঃশা। দেব ! শরজালে আচ্ছন্ন গগন,
ছোটে বাণ নয়ন ধাঁধিয়া
নৃপকুল আকুল সকলে !
বুঝিতে না পারি কোন্ মায়াধারী
যুদ্ধ করে দ্বিজ-বেশে !

দ্রোণ। দুঃশাসন, চাল' সৈন্য দক্ষিণে রাখিয়া,
কহ দুর্য্যোধনে ব্যূহ-মুখ রক্ষিতে যতনে।
নহে দ্বিজ।
দেখি, ফিরে যম ব্রাহ্মণের বেশে।

দুঃশা। না পালাও ভীরু সেনাদল,
রাখিও স্মরণে কৌরব-রক্ষিত তোমরা সকলে।

প্রস্থান

দুইটি শর দ্রোণাচার্য্যের চরণ স্পর্শ করিল

ভীষ্মের প্রবেশ

ভীষ্ম। হে আচার্য্য,
অদ্ভুত সমর হেন দেখি নাই কভু !
একা দ্বিজ যুঝে লক্ষ রাজা-সনে।
কিম্বা নহে অসম্ভব ;
দ্বিজ-শিষ্য আমি ভীষ্ম !
গুরু মম জামদগ্ন্য রাম,
পুনঃ কি হে নব কলেবরে

হইল উদয়,
নিঃক্ষত্র করিতে ধরা ?

দ্রোণ। শরমুখে পরিচয় করিয়াছি লাভ,
হে গাঙ্গেয়,
শুন শুন আনন্দ সংবাদ !
নহে দ্বিজ,
বেশধারী প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুন আমার।
পাশে ঐ ভীমসেন
অরাতি সংহার করে—
নলবন দলে যূথপতি যথা।

ভীষ্ম। শুনেছিনু বিদুরের মুখে,
পেয়ে মুক্তি জতুগৃহ হ'তে
পঞ্চ ভাই বঞ্চে ছদ্মবেশে।
আজি ঘুচিল সংশয়
প্রত্যক্ষ হেরিয়া সবে।
ওই যুধিষ্ঠির সহদেব নকুল সুমতি
দ্বিজবেশে করে মহারণ,
রাজগণ প্রাণভয়ে পলায় সকলে।
হে আচার্য্য, শিক্ষাদান সার্থক তোমার,
সার্থক জীবন মম,
স্বচক্ষে নেহারি' আজি
ভরত-বংশের ওই পঞ্চ হোমশিখা
মুখোজ্জ্বল করিয়াছে মোর !
আমি বটে পিতামহ পঞ্চ পাণ্ডবের—
গৌরবের অভিধান এই !

চল—দেখি কোথা দুর্য্যোধন,
নিবৃত্ত করিয়া রণে গৃহে ফিরি যাই।
যদুপতি দিয়াছেন রথ,
পাণ্ডবের হেতু চিন্তার কারণ নাই!

দ্রোণ। দ্বিজগণ করে আস্ফালন,
ক্ষত্রিয় পলায় ডরে—
এই দেখিনু প্রথম!

ভীষ্ম। ইথে গৌরব তোমার,
তুমি অর্জ্জুনের গুরু
শিষ্য হ'তে গুরুর প্রতিষ্ঠা। উভয়ের প্রস্থান

কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ

১ম। নহে দ্বিজ, রাক্ষস নিশ্চয়—
ওই আসে ধেয়ে—পলাও পলাও। প্রস্থান

ভীমসেনের প্রবেশ

ভীম। আরে আরে ভীরু ক্ষত্রদল
যুদ্ধ-মৃত্যু ভুলিয়াছ সবে?
ছি ছি প্রাণভয়ে কর পলায়ন?
কোথা দুর্য্যোধন,
অকলঙ্ক কুলে দিলি কালি,
ডুবাইলি ভরত-বংশের মান?
কিবা ফল, হীনপ্রাণ রাখি?

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ

যুধি। শুন বৃকোদর,
অনর্থক প্রাণনাশে নাহি প্রয়োজন;

দেখ কোথায় অর্জ্জুন।
চল ফিরে যাই কুম্ভকার বাসে,
একাকিনী জননী ভাবেন কত।

ভীম। দুর্য্যোধন এখনো জীবিত,
জতুগৃহ ঋণ হয় নাই পরিশোধ!

যুধি। আজি শুভ দিনে বিষাদ না আন।
লক্ষ্যবেধে লক্ষ্মীলাভ ক'রেছে অর্জ্জুন,
লক্ষ রাজা পরাজিত বাহুবলে তব;
হৃষ্ট মনে ক্ষমা করি, সবে, চল গৃহ-মুখে—
ফিরাও অর্জ্জুনে!

উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

নদীতীর

কর্ণ

কর্ণ। ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ জীবনে আমার।
সভামাঝে উচ্চকণ্ঠে কহিল রমণী—
সূতপুত্রে না বরিব কভু,
বিষ-শল্য সম বাণী পশিল অন্তরে।
দুর্নিবার জ্বালা তার সহিতে না পারি—
মৃত্যু শ্রেয়ঃ—শতগুণে মৃত্যু শ্রেয়ঃ
লাঞ্ছিত জীবন হ'তে।
নারী—সেও ঘৃণা করে মোরে।
জন্ম যদি দুরারোগ্য ব্যাধির সমান—

জীবনের চির সঙ্গী মোর,
শুধু জ্বালার কারণ—
কিবা প্রয়োজন দুর্ভর এ ভার করিয়া বহন ?
মৃত্যু—সমদর্শী বন্ধু জগতের
উচ্চ নীচ ভেদাভেদ বর্জিত সুহৃদ্
কোল দেহ মোরে—
মুছে যাক্, ধুয়ে যাক্
দেহ সনে বংশ-গত অপমান এই.
কলঙ্কের দীপ্ত রেখা—
সার্থময় সমাজের ঈর্ষার সৃজন !

বালকবেশে নিয়তির প্রবেশ

নিয়তি। হাঁ গা, তুমি ত একজন মস্ত বীর ?

কর্ণ। বীর ? কে ব'ল্লে ?

নিয়তি। তুমিই বল্ছ, আর কে বল্বে ? কাঁধে ধনুক, পিঠে তূণ, কোমরে তলোয়ার আবার কি ক'রে বল্তে হয় ? তা তুমি এখানে একলাটি কি ভাব্ছ ? ও দিকে খুব যুদ্ধ হচ্ছে, আর তুমি বীর হ'য়ে এখানে বুঝি কেবল ভাব্ছ ?

কর্ণ। যুদ্ধ হচ্ছে ! কেন ?

নিয়তি। গায়ের জ্বালায়।

কর্ণ। সে কি !

নিয়তি। আবার কি ? ঐ জ্বালাতেই ত সবাই অস্থির ! আচ্ছা তুমিই বল না। হাঁ গা সবাই কি সমান ? রাজার মেয়ের স্বয়ম্বর, কত দেশের সব বড় বড় রাজা এল, ক্ষত্রিয়—বীর—কিন্তু লক্ষ্যবেধ করতে কেউ পারলে না ! এক জন গরীব—বলে বামুন, লক্ষ্য বিঁধলে ;

রাজ-কন্যাও তার গলায় মালা দিলে, এই সব রাগ! নিজেরা পার্‌লে না, দোষ হ'ল সেই বামুনের; অমনি সব কোমর বাঁধ্‌লে বামুনকে মার্‌তে—দেখ দেখি অন্যায়!

কর্ণ। কোন ক্ষত্রিয় লক্ষ্যবেধ কর্‌তে পার্‌লে না?

নিয়তি। না গো, কে পার্‌বে বল? সে যে দুর্জ্জয় লক্ষ্য, কেউ পার্‌লে না। সকলে বল্‌লে কি জান? অর্জ্জুন হ'লে পার্‌ত, তার মত বীর না কি কেউ নয়? আর বল্‌লে—পার্‌ত কেবল কর্ণ।

কর্ণ। সকলে বল্‌লে কর্ণ লক্ষ্যবেধে সমর্থ হ'ত?

নিয়তি। বল্‌বে না? তার মত কে বল? কিন্তু কি মজা দেখছ, কর্ণ লক্ষ্য বিঁধতে উঠলো অমনি রাজকুমারী বল্‌লে আমি সূতপুত্রকে বিয়ে কর্‌বো না—আর কর্ণের লক্ষ্য বেঁধা হ'ল না, সকলে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো! হাজার হ'ক ক্ষত্রিয়ের মেয়ে কি না, তার ঝাঁজ যাবে কোথা?

কর্ণ। তার পর কি কর্‌লে?

নিয়তি। পালাল, আর কি কর্‌বে? একটা অপমান তো! তুমিই বল না!

কর্ণ। আমি কে জান?

নিয়তি। তুমি না বল্‌লে জানব কি ক'রে?

কর্ণ। আমিই সেই সূত-পুত্র কর্ণ।

নিয়তি। তুমিই কর্ণ? আহা! তুমি যদি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় হ'তে, তা হ'লে দ্রৌপদী তোমারই হ'ত, না? তবে কি জান, যার ভাগ্যে যা। নইলে আর কেউ পার্‌লে না, সেই বামুনই বা পার্‌লে কেন? এখনো দেখি কি হয়, দ্রৌপদীর অদৃষ্টে আবার কি আছে কে জানে? কি বল? সবই তো ঐ পোড়া ভাগ্যের খেলা। ভাগ্য মান তো?

কর্ণ। ভাগ্য—ভাগ্য!

নাহি জানি ছায়া কিংবা কায়া।
কোন্ মায়ার সৃজন ;
নারী কি'বা নর—কি আকার তার,
পীড়নে যাহার ত্রস্ত ত্রিসংসার ;
স্বেচ্ছাচার— শাসন দুর্ব্বার—
অবহেলে করে পদানত দেবতা মানব !
নিয়তি—নিয়তি—
কোথা তার স্থান
বিশ্ব হ'তে কত—কত দূরে,
কোন্ স্বর্গে, ভীষণ নরকে,
কিংবা অন্ধতম রসাতলে ?
যদি পাই বারেক সন্ধান তার,
যদি পাই সম্মুখে আমার,
গুরুদত্ত অসির প্রহারে খণ্ড খণ্ড করি, তারে
করি দূর জগতের জ্বলন্ত জঞ্জাল।

নিয়তি। ওঃ ! তুমি দেখ ছি বড্ড রেগেছ ! কি জানি যদি আমার ঘাড়েই তরওয়াল বসিয়ে দাও ! কাজ নেই, আমি গরীব বেচারা—আমার সরে পড়াই ভাল ! স্ত্রীলোক অপমান করে, তার আবার আস্ফালন দেখ !

প্রস্থান

কর্ণ। হে হৃদয়,
সহজাত অভেদ্য কবচ
অঙ্গ আভরণ,
কোন্ অভেদ্য পাষাণে গঠন তোমার ?
কতদূর সহ্য-গুণ তব ?
হে তপন,

হৃদয়-আনন্দ-নিধি, আরাধ্য আমার,
পাংশু আবরণে কেন ঢেকেছ বদন ?
দাঁড়াও দাঁড়াও দেব,
তুমি ইষ্ট—তুমি সাক্ষী—
তুমি ক্ষণ রহ স্থির,
হে অন্তগামী অন্তর্যামী জগৎ-নয়ন
এ জীবন ডালি দিই সম্মুখে তোমার—
সূত-পুত্র কর্ণ নাম
যাক্ মুছে—
যাক্ মিশে অনন্ত আঁধারে—
মৃত্যু হ'ক একমাত্র আশ্রয় আমার।

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। আর তুমি হও একমাত্র আশ্রয় পদ্মার। (মাল্যদান)

কর্ণ। কে! কে তুমি? এ কি ক'র্লে? কার গলায় মালা দিলে?

পদ্মা। আমার স্বামী।

কর্ণ। কে তুমি?

পদ্মা। তোমার দাসী।

কর্ণ। কি সর্ব্বনাশ কর্লে! উন্মাদিনী? কে তুমি? তুমি কি জান আমি কে?

পদ্মা। জানি; তুমি আমার স্বামী?

কর্ণ। না—না,
সূত-পুত্র আমি—
সর্ব্ব ঘৃণ্য, সর্ব্ব হেয়,
নীচ—অতি নীচ

পরিচয়হীন—
অধিরথ-সুত, দীন রাধার নন্দন।

পদ্মা। হ'ক, তবু তুমি মোর স্বামী।

কর্ণ। শোন উন্মাদিনী,
জীবনের তট-প্রান্তে
করিয়াছি চরণ স্থাপন—
শোন—মৃত্যুকামী আমি।

পদ্মা। তবু—তুমি মোর স্বামী।

কর্ণ। কি করিলে বালা?
কার গলে দিলে কুসুমের মালা?
ফেলিয়া এসেছি আমি জীবন পশ্চাতে,
হের অস্তগামী রবি ছবি সম্মুখে আমার,
অনন্ত আঁধার আসিছে গ্রাসিতে মোরে—
তুমি চাহ
ফুলদল দিয়া রোধিবারে গতি তার?

পদ্মা। না, আমি কারও গতিরোধ করতে চাই না। যদি তুমি মৃত্যুকামী হও, কোন ক্ষোভ নেই, কোন দুঃখ নেই। আমি দাসী, তোমার নিকট শুধু এই অধিকার চাই—তোমার সঙ্গে আমাকেও মরণকে বরণ করতে দাও।

কর্ণ। এ কি আশ্চর্য্য! স্বয়ম্বর সভামাঝে মুখ ফেরালে যে সেও নারী—আর তুমিও নারী। আভিজাত্য-অভিমানহীনা, কে তুমি রহস্যের মত আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে? এখন আমি কি করি?

পদ্মা। যা তোমার ইচ্ছা! তুমি মরতে চাও, জেনো, আমিও তোমার সঙ্গিনী।

কর্ণ। কিন্তু জান কি সুন্দরি, কি সত্যে আমি আবদ্ধ? এ পৃথিবীতে

নিজের ব'লে আমি কিছুই রাখি নি। গুরুদত্ত অভিশাপ মাথায় নিয়ে সংসার-প্রবেশ মুখে প্রতিজ্ঞা করেছি, এ জীবনে প্রার্থীকে কখনও নিরাশ ক'র্‌ব না। স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, সম্পদ, নিজের দেহ, প্রাণ—যে যা চাইবে—অবিচারিত চিত্তে তখনই তা দান ক'র্‌ব, এ শুনেও কি তুমি আমায় বরণ কর্‌তে ইচ্ছা কর ?

পদ্মা। আমার তো আর স্বতন্ত্র ইচ্ছা নেই। তুমি সর্ব্বস্ব দানে প্রতিজ্ঞা করেছ, কিন্তু প্রভু, আমি যে তোমায় আত্মদান করেছি। তোমারও যে প্রতিজ্ঞা—শোন স্বামিন্—আজ হ'তে আমারও সেই প্রতিজ্ঞা।

কর্ণ। সুদর্শনে !
দর্শনে তোমার
মৃত্যু আজ হ'ল পরাজিত ;
লাঞ্ছিত জীবন
ধন্য হ'ল পুণ্য পরশে তোমার।
অভিশাপ—
মৃত্যুকালে রথচক্র গ্রাসিবে ধরণী,
আজি জীবন প্রভাতে
কালচক্র গ্রাসিলে রমণী !
এস এস মৃত্যুহরা সুধা জগতের,
আজি হ'তে তুমি ধর্ম্মপত্নী মোর।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ইন্দ্র-প্রস্থ—তোরণ-সম্মুখ

দুর্য্যোধন ও শকুনি

দুর্য্যো। বারবার এ অপমান সহ্য ক'রে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। বাল্যকাল থেকে এই পাণ্ডবেরা প্রতি কার্য্যে আমার অপমান ক'রছে,—অন্ধ পিতা, বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম—সর্ব্বকার্য্যে তাদেরই প্রশ্রয় দিচ্ছেন। অস্ত্র-পরীক্ষায় অপমান, জতুগৃহ ব্যর্থ, লক্ষ্যবেধে লক্ষ লক্ষ রাজার সম্মুখে দীন ব্রাহ্মণ-বেশী পাণ্ডবের অভ্যুদয়—আর আমি কৌরবেশ্বর দুর্য্যোধন—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ—মহারথী সব সহায় থাকতেও লাঞ্ছিত, পরাজিত!

শকুনি। ছোট গাছ একটু বাতাসে ভেঙ্গে পড়ে, কে তা' লক্ষ্য করে? আকাশস্পর্শী বৃক্ষ যখন মাটীতে লোটায়, লোকে তখন করুণায় হায় হায় করে! মহামানী দুর্য্যোধনের অপমান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছে, বিশেষতঃ এই রাজসূয় যজ্ঞে।

দুর্য্যো। এরও মূলে—আমার পিতা, ভীষ্ম আর বিদুর।

শকুনি। রহস্য কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। পরম আত্মীয়ও শত্রু হয়! পিতা—পুত্রের কল্যাণই যাঁর একমাত্র কামনা—তিনিও সন্তানের সর্ব্বনাশ করেন?

দুর্য্যো। কি ক্ষতি হ'ত যদি পাণ্ডবেরা বনে বনে বাস ক'রত?

শকুনি। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম যেই শুনলেন—যে-ব্রাহ্মণ লক্ষ্যবেধ

ক'রেছে—সে অর্জ্জুন, জতুগৃহে পাণ্ডবেরা মরে নি—গোপনে কুম্ভকার গৃহে বাস ক'রছে—অমনি বিদুরকে পাঠিয়ে সমাদরে তাদের রাজ-ধানীতে নিয়ে এলেন।

দুর্য্যো। মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু নিয়ে জন্মেছিল এই পাণ্ডবেরা!—আমি এখনো বুঝতে পারি না, জতুগৃহে তারা কিরূপে নিষ্কৃতি পেলে। আর দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরেই তো পাণ্ডবদের ধ্বংস হ'ত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পিতামহ ভীষ্ম অস্ত্রই ধর্‌লেন না। শ্রীকৃষ্ণ নিজের রথ, নিজের অস্ত্র অর্জ্জুনকে দিয়ে মহত্ব দেখালেন।

শকুনি। ঘটনা সবই বিচিত্র! পুরুষের পাঁচটা কেন—অমন একশ'টা স্ত্রী হয়, স্ত্রীলোকের কখনও পঞ্চস্বামী হয় শুনেছ? আমি তো প্রথম শুনে বিশ্বাসই করি নি। তার পর বিদুরের কাছে সব রহস্য শুন্‌লেম। কুন্তী—কুটীরে ছিলেন, পাঁচ ভাই ভিক্ষে ক'রতে বেরিয়ে স্বয়ম্বরে একটা কাণ্ড ক'রে দ্রৌপদীকে লাভ ক'র্‌লেন, ফিরে গিয়ে মাকে ব'ল্লে "মা আমরা ভিক্ষে থেকে ফিরিছি।" মা বল্লেন, "বেশ ক'রেছ, যা এনেছ পাঁচ জনে ভাগ ক'রে নাও!"—আহা! মাতৃভক্ত সন্তান, কি আর করে বল? পাঁচজনেই দ্রৌপদীকে ভাগ ক'রেই ভোগ ক'র্‌ছেন। চমৎকার ব্যাপার!

দুর্য্যো। যাঁর পাঁচ স্বামী, তার ষষ্ঠেই বা ক্ষতি কি? দ্রৌপদী! দ্রৌপদী! মাতুল, আমি এখনও স্বয়ম্বরের অপমান ভুল্‌তে পারি নি।

শকুনি। তার পর এই রাজসূয়। অপমানের যেটুকু বাকী ছিল, তা পূর্ণ হ'ল এই যজ্ঞে! লজ্জায়, অপমানে ধিক্কারে—দুর্য্যোধন—কি আর ব'ল্‌ব এ বুকের মধ্যে যে কি ঝড় তা তোমায় দেখাতে পা'রছি নি। প্রতি নিশ্বাসে অন্তরের উত্তাপ ছুটে বেরোচ্ছে! মহামানী দুর্য্যোধন—কানে এ ধ্বনি এখন ব্যঙ্গ ব'লেই মনে হয়! তোমাদের এখানে না এসে, আমার বনেই বাস করা উচিত ছিল।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ

যুধি। এই যে সুযোধন ! ভাই, বৃহৎ কার্য্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি হ'য়েছে, কিছু মনে কোরো না, কিছু মনে রেখো না।

দুর্য্যো। না—না, মনে কি রাখ্‌ব ?

শকুনি। তবে ঐ কপালের ফুলোটা। যতক্ষণ ব্যথা, ততক্ষণ মনে তো থাকবেই। আহা, কি সভাই ক'রেছিল ময়দানব ! দানবীয় কাণ্ড কি না ? শুভ ক'র্‌তে গিয়ে, হয়ে গেল অশুভ। স্ফটিকের এমন কারিকুরি—তিন হাত চওড়া দেওয়াল—মনে হ'ল কি না প্রশস্ত পথ ! কি ব'ল্‌ব, বাবাজীর মাথা—একেবারে নিরেট্ লৌহপিণ্ড—নইলে আর কারো হ'লে গুঁড়িয়ে চুরমার হ'য়ে যেত।

যুধি। দানবীয় সৃষ্টি ! আমাদের সকলেরই ভ্রম হ'য়েছিল।

শকুনি। আর সত্যিকার জলটা ? দেখেছ তো বাবাজী, যেন ঘাস বিছান মাঠ ! যেমন দুর্য্যোধন পা বাড়িয়েছেন, একেবারে এক গলা জল ! চারিদিকে কি হাসির ধূম—বিশেষতঃ দ্রৌপদীর !

যুধি। সভার নির্ম্মাণ-কৌশল দেখে সকলেই চমৎকৃত হ'য়েছিল ! এও আমার সুযোধনেরই গৌরব।

শ্রীকৃষ্ণ, দুঃশাসন ও কর্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। রাজন্যবর্গকে বিদায় দিয়ে এলেম, তাঁরা মহানন্দে স্ব স্ব দেশে প্রস্থান ক'র্‌লেন। কুরুপতি দুর্য্যোধন ! তোমার অভ্যর্থনায় আদরে আপ্যায়নে সকলেই প্রীত, শতমুখে তোমার প্রশংসাধ্বনি, তুমি সমাগত সকলেরই মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছ।

শকুনি। হাঁ—হাঁ, মানী নইলে কি মানীর মান রাখ্‌তে জানে ? মহামানী দুর্য্যোধন—কথার কথা তো নয় ?

শ্রীকৃষ্ণ। মাতুল ঠিকই ব'লেছেন। দুর্য্যোধনকে আপনি যেমন চেনেন,

তেমন আর কে বলুন ? গুণমুগ্ধ বলেই তো ছায়ার মত তার সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

শকুনি। (স্বগত) ঠাট্টা কর্‌লে না কি ?

শ্রীকৃষ্ণ। আর মহারথ কর্ণ, তোমার প্রশংসারও অন্ত নেই ; এই বিরাট যজ্ঞ দানে তুমি সকলকে চমৎকৃত করেছ। তোমার দানে যাচক মুগ্ধ ; ভীষ্ম প্রভৃতি সকলেই স্বীকার করেছেন। তোমার ন্যায় মুক্তহস্ত দাতা কেউ কখন দেখেন নি।

কর্ণ। যদুপতি ! তুমি যে যজ্ঞের ঈশ্বর সে যজ্ঞে তো কোন ত্রুটী হবে না—এতে আর আমাদের গৌরব কি ? এ যজ্ঞের সকল গৌরবই তো তোমার !

শকুনি। তবে কি না, দুষ্টলোকের জিহ্বা বায়ুর মতই মুক্ত, আটকাবার যো নেই ! আমার সত্য কথা বলাই অভ্যাস ; যেমন শুনেছি, তাই বল্‌ছি। লোকে বল্‌ছে, পরের ধন বিলিয়ে সকলেই অমন দাতা হ'তে পারে।

কর্ণ। বল্‌ছে না কি ?

শকুনি। কা'র মুখ চাপা দেবে বল ? বল্‌ছে বৈ কি।

কর্ণ। কিন্তু আমি তো—

যুধি। না—না, কেন কুণ্ঠিত হচ্ছ ? আমি তো তোমায় পর ভেবে ভার দিই নি ; সহোদরের মত প্রিয়জ্ঞানেই, তোমার স্বভাব জেনেই যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশেই তোমাকে এই গুরুভার দিয়েছিলাম। তোমার ন্যায় দানবীর ভারতে আর কে আছে ভাই ?

দুঃশা। তা আপনি যাই বলুন, মাতুল মিথ্যা বলেন নি। এ দানে কর্ণের সুখ্যাতি অপেক্ষা নিন্দাই হ'য়েছে অধিক।

শ্রীকৃষ্ণ। যদি নিন্দাই হ'য়ে থাকে, সে নিন্দা কর্ণের নয়—আমার ; কেন না, আমি কর্ণকে এই ভার দিতে বলেছিলাম।

শকুনি। একেই বলে ভাগ্য, ভাল কাজ ক'রেও কর্ণের অদৃষ্টে যশ নেই।

কর্ণ। সত্য, হে মাতুল!
চিরদিন মন্দ ভাগ্য আমি!
কিন্তু যাক্,
করিয়াছি শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন;
ভৃত্য আমি,
নিন্দা-স্তুতি সমান আমার।
করি নমস্কার
রাজীব চরণে যদুপতি,
দেহ বিদায় আমারে।
হে পাণ্ডব!
পরিতৃপ্ত যত্নে তোমাদের;
কৃতজ্ঞতা কি ভাবে প্রকাশি বল?

যুধি। ভাই, সত্য বল, লোকের কথায় তুমি ব্যথিত হও নি?

কর্ণ। (বিষাদ হাস্যে) ব্যথা?
কোথা ব্যথা—
ব্যথাহারী সম্মুখে যাহার। কর্ণের প্রস্থান

দুর্য্যো। ভাই তা হ'লে আমরা এইখান থেকেই বিদায় গ্রহণ কল্লেম, আর তোমাদের কষ্ট ক'রে আস্তে হ'বে না। বহু অতিথি পুরে, যাও, সকলেই যোগ্য আদরের প্রার্থী।

শ্রীকৃষ্ণ। এসো রাজা। দুর্য্যোধন বিদায়। শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান

শকুনি। বাবা, হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্লেম। এক বিদায়ের ধাক্কায় অস্থির; চল, আমরাও ঘরে ফিরি।

দুর্য্যো।। এখন বুঝতে পাচ্ছি, এ যজ্ঞে আমাদের না আসাই উচিত ছিল।

দুঃশা। আমার তো মুখ দেখাতে লজ্জা ক'রছে!

শকুনি। কিন্তু মুখ তো দেখাতেই হবে।

দুর্য্যো। হাঁ, দেখাতেই হবে। দুঃশাসন, কাতর হ'য়ো না। কাপুরুষ অপমানে মলিন হয়; যে বীর, সে অপমানে জ্ব'লে উঠে। সে বেঁচে থাকে অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্ম! শোন দুঃশাসন, শোন মাতুল—আজ থেকে আমি পিতৃদ্রোহী, মাতৃদ্রোহী, আত্মীয়দ্রোহী! আজ থেকে আমার আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে, একমাত্র চিন্তা—পঞ্চ-পাণ্ডবের মৃত্যু! পঞ্চপাণ্ডবের উচ্ছেদই আজ থেকে আমার ব্রত!

শকুনি। ছলে হ'ক্,বলে হ'ক্, কৌশলে হ'ক্—জেনো দুর্য্যোধন, এই ধ্বংস যজ্ঞে আমিই তোমার একমাত্র সহায়। ভীষ্ম নয়, দ্রোণ নয়, কর্ণ নয়—আমি—শকুনি—এই ধ্বংসের বীজ—বহুদিন হ'তে সংগ্রহ ক'রে রেখেছি; কেবল সুযোগের অপেক্ষা করছিলেম। সে আগুন জ্বলে উঠেছে, তাকে নিবতে দিও না। অপমানের উচিত বিধান আমিই ক'রব।

দুর্য্যো। এস দুঃশাসন, এস মাতুল।

[দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের প্রস্থান

শকুনি। ধীরে—
ধীরে মিশে কাল অনন্তের কোলে!
কহ অন্তর্যামী, কত দিন—কত দিন আর?
অন্ধকার কারাগারে
বন্দী পিতা গান্ধার ঈশ্বর, সহ শত ভাই মোরা—
বৃদ্ধ শীর্ণ জরাভারে,
মুক্তি দিল মৃত্যু একে একে!
আমি শুধু রহিলাম প্রাণে
পিতৃ-সত্যে আবদ্ধ শকুনি
কুরু-কুল ধ্বংসব্রত উদ্‌যাপন হেতু।

কহ পিতা, কহ, কত দিনে
শত ভাই দুর্য্যোধন লুটাবে ধরায়,
শত বিনিময়ে শত—
কত দিনে ঋণমুক্ত হব আমি।
অস্থি তব পরিণত অক্ষের আকারে,
অতি যত্নে রাখি বক্ষ মাঝে ;
দধীচির অস্থি সম
কত দিনে
এই বজ্রে কুরুচূড়া পড়িবে খসিয়া—প্রতিহিংসা তৃষা
কত দিনে মিটিবে আমার ?
কহ—কত দিনে
শত ক্ষুধিতের অন্ন ঋণ
শুধিবে শকুনি একা ?

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রান্তর

নিয়তি

গীত

কালপ্রবাহ চলে ধীরে—ধীরে
জীবন মরণ ছায়া ভাসে কারণ নীরে।
কভু কুসুম বিতান
কুহু কুহু পাখী করে গান,
রোদন ধ্বনি কভু ছায় গগন ঘিরে
হাসে—হাসে, কভু শিয়রে তরাসে,
উন্মাদিনী ফেরে ফিরে আকুল তীরে॥

হাহাকারে থরথরি উঠিবে কাঁপিয়া—
আজি সূচনা তাহার
অতীতের যবনিকা পারে,
মন্দাকিনী তরঙ্গ লহরে,
মায়াবিনী আঁখি-নীরে
ভেসেছিল প্রস্ফুটিত কনক কমল,
অদুর ভবিষ্যে—
দর বিগলিত ওই তব নয়নের ধারে,
ফুটিবে অনল-পদ্ম—
ভৃঙ্গ, সম দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়-দল
সে আগুনে হবে ছারখার—
আজি সূচনা তাহার—
কাঁদ—কাঁদ নারি!
কাঁদ উচ্চরোলে,
ধক্-ধক্ দাবানল জ্বলুক ভীষণ!
ভস্ম হ'ক অত্যাচারী নর।

প্রস্থান

দ্রৌপদী। কে এ অপরিচিতা আমার আনন্দের ঘর এক নিশ্বাসে ভেঙ্গে দিয়ে গেল।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

হস্তিনা—কুরুসভা

ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, বিদুর, দুর্যোধনাদি, যুধিষ্ঠিরাদি ও শকুনি, প্রতিকামী ইত্যাদি।

দুর্যোধন। হে মাতুল, অদ্ভুত নৈপুণ্য তব—
অক্ষ নহে,
জয়লক্ষ্মী পাশার আকারে—
নিমেষে জিনিলে সব!
কহ যুধিষ্ঠির,
রাজসূয়ে স্ফটিক তোরণ
হইয়াছে ধূলিসাৎ?
রাজত্ব সম্পদ
হারাইলে সকলি অকালে।
বিনা পঞ্চ ভাই,
আছে কিহে আর কিছু রাখিবারে পণ?

ভীম। নিশ্চয় এ মায়া-অক্ষ নাহিক সন্দেহ,
মায়াধর শকুনি নিশ্চয়,
মায়াবলে দুরাচার জিনে বার বার—
অন্য অক্ষ ল'য়ে কর খেলা।

শকুনি। তা' তো নিয়ম নয়। যে পাশা নিয়ে আরম্ভ হয়েছে, সেই পাশাতেই শেষ ক'রতে হবে। ভীমসেন! দুরাচার ব'লছ বটে, কিন্তু যুদ্ধনীতি তো কিছু কিছু জানি। ভাল, সভাস্থ সকলে বলুন, আমি যা বলছি তা যদি সত্য না হয়, এই পাশা ফেলে দিয়ে উঠে যাচ্ছি। যুদ্ধে বা ক্রীড়ায় যে ভয় পায়, তার সঙ্গে সন্ধি করাও একটা নিয়ম আছে।

যুধি। মায়া যদি হয়,
কিবা ক্ষতি তাহে ?
এ সংসার মায়ার আগার—
অলক্ষ্যে বসিয়া মায়া ফেলে অক্ষপাটী,
মন্ত্রমুগ্ধ খেলে নর মায়ার নির্দ্দেশে !
ভাল, সন্ধি করিব মাতুল,
আগে সন্ধিক্ষণে
বলি হ'ক্ পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় !

শকুনি। হাঁ হাঁ, এই তো বীরের মত কথা ! এই তো চাই। তা'হলে কি পণ কর্‌বে, পণ কর।

যুধি। এ বারের পণ--
যদি হারি
পঞ্চ ভাই
কৌরবের দাসত্ব করিব অঙ্গীকার।

শকুনি। কতদিনের জন্য দাসত্ব স্বীকার কর্‌বে ? আজীবন বোধ হয়।

ধৃত। থাক্ থাক্, আর কাজ নেই, যথেষ্ট হয়েছে ; বৎস দুর্য্যোধন এইবার ক্ষান্ত দাও। আজীবন দাসত্ব—বড়ই গর্হিত, বড়ই গর্হিত !

শকুনি। রহস্য—রহস্য ! বুঝেছেন কৌরবেশ্বর, সব রহস্য। দাস বল্লেই কি দাস হয় ? আজীবন না হয়—যুধিষ্ঠির বারো বৎসরের জন্য দাসত্ব অঙ্গীকার করুন। বারো বছর এমন কি বেশী।

ধৃত। বারো বৎসর রাজপুত্রেরা দাস হ'য়ে থাক্‌বে ?

শকুনি। তার স্থিরতা কি ? আমিও তো হারতে পারি ?

ধৃত। বারো বৎসর ! বড় বেশী হ'ল—বড় বেশী হ'ল।

দুর্য্যো। পিতা স্থির হ'ন্, দেখুন না পরিণাম কি হয়।

বিদুর। পরিণাম দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, পরিণাম ধ্বংস !

দুর্য্যো। এ সভাস্থলে ভিক্ষুকের কিবা প্রয়োজন? যান পিতৃব্য, আপনার কুটীরে ব'সে কৃষ্ণ নাম করুন।

বিদুর। ভীষ্ম, দ্রোণ, নীরব সকলে?
কেহ নাহি করে নিবারণ?
মায়া-অক্ষে খেলিছে শকুনি
অভিসন্ধি তার বুঝিবারে নারি।
দুর্য্যোধন, শুনহ বচন,
বিষ সংহরিয়া
পঞ্চ নাগ, পঞ্চ জ্ঞাতি তব,
পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার
বসি আছে স্থির—
মুখে তার স্ব-ইচ্ছায় অঙ্গুল প্রদান
কভু নাহি কর—
এখনও নিবৃত্ত হও।
আমি দরিদ্র ভিক্ষুক,
সত্য বটে
রাজসভা নহে যোগ্য-স্থান মোর।
দুর্নীতির সহবাস ত্যজিতে উচিত!

প্রস্থান

দুর্য্যো। আমাব আত্মীয় নন, বিদুর আমার চির-শত্রু। ভাল দ্বাদশ বৎসরের জন্ম দাসত্ব স্বীকার, এইবার যুধিষ্ঠিরের পণ হ'ক! মাতুল আপনি ভাগ্য পরীক্ষা করুন।

শকুনি। শুষ্ক অস্থি হও, সঞ্জীবিত!
বহুদিন শুষ্ক তুমি আকুল তৃষ্ণায়—
আজি প্রাণ পুরে মিটাও পিপাসা

হাঃ—হাঃ !
প্রত্যক্ষ আমার অক্ষ—
দেখ ভাগ্যপটে লিখিয়াছে শকুনির জয়।

দুর্য্যো। সাবাসি মাতুল !
কহ যুধিষ্ঠির,
আর কিবা করিবে হে পণ ?

কর্ণ। আছে মাত্র দ্রৌপদী সম্বল !

ভীষ্ম। আরে হীন রাধার নন্দন,
এত স্পর্দ্ধা তোর !
কুললক্ষ্মী মা আমার পঞ্চাল-নন্দিনী—
নীচ তুই, সূত-অন্নে বর্দ্ধিত শরীর,
হীন রসনায় তোর
উচ্চারণ করিস্ পামর
ভরত বংশের কুলবধূ নাম—
মর্য্যাদা যাহার
ঈর্ষা করে সুরনারী নন্দনে বসিয়ে।
ধিক্ ধিক্, কি কব অধিক তোরে—
বংশোচিত বুদ্ধি তোর আরে রে অধম !

ধৃত। থাক্ থাক্ কাজ নেই, কুলবধূ—কুলবধূ! দুর্য্যোধন, মা আমার কুলবধূ!

দুর্য্যো। পিতামহ, রহ স্থির,
রাজাজ্ঞায় সভাসীন তোমরা সকলে।
আমি কহি—
নহে কর্ণ,
আমি কহি,
শুন যুধিষ্ঠির,

দ্রৌপদীরে রাখিবারে পণ,
সম্মত কি তুমি ?

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন,
এইবার নিরুত্তর করিয়াছ মোরে।

ভীম। রাজা !

যুধি। নহি রাজা, দাস মোরা, প্রভু সুযোধন,
দাস মোরা পঞ্চ ভাই।
ভাল, হে মাতুল,
করিলাম পাঞ্চালীরে পণ !

শকুনি। ভাল ভাল,
দেখ অক্ষ কিবা কহে ?
হের দেখ, সুপ্রসন্ন ভাগ্য কৌরবের,
পরাজিত যুধিষ্ঠির !

দুর্য্যো। হে মাতুল, দেহ পদধূলি,
তুমি আজ
উড়াইলে কৌরবের গৌরব-নিশান
রাজসূয় অপমান শোধ দিলে !

শকুনি। শোধ—শোধ—ঋণ শোধ—
এই বটে সূচনা তাহার !
দুর্য্যোধন।
কৌরব-ঈশ্বর !
শুষ্ক অস্থি তৃপ্ত এত দিনে !
ওই দেখ—
ক্ষুধাতুর কাতর নয়নে চাহে ;
ওই শুন—

'ঋণ শোধ'—'ঋণ শোধ—'
শুষ্ক-কণ্ঠে উঠে ধ্বনি অবিরাম,
চারিভিতে প্রতিধ্বনি তার
করে হাহাকার !
তুমি তৃপ্ত—আমি তৃপ্ত—তৃপ্ত পিতৃলোক !
ঋণ শোধ বুঝি হয় এত দিনে। শকুনির প্রস্থান

দুর্য্যো। তা হ'লে যুধিষ্ঠির। আর সম আসনে কেন ? যাও, রাজমুকুট পরিত্যাগ ক'রে পঞ্চ ভাই দাস-যোগ্য স্থানে বোসো গে।

যুধি। ভাই, সত্য বটে,
রাজবেশে আর নাহি অধিকার।
ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব,
অনুগামী ভাই মোর।

অর্জ্জুন। হে অগ্রজ, তুমি যদি আজ ভৃত্য, আমরা তা হ'লে ভৃত্যের ভৃত্য ; এই রাজমুকুট রাজবেশ পরিত্যাগ করলেম।

ভীম। দুর্য্যোধন ! মায়া অক্ষের ছলনায় পরাস্ত ক'রেছ বটে, কিন্তু জেনো—ভীমের এ গদা—এ মায়া নয় ! তোমার এ দুরাচারের প্রতিফল আমিই দেব।

যুধি। ভাই, সত্যবদ্ধ আমি।

ভীম। তোমার সত্য যাই হ'ক্, আমার সত্য তুমি ! তুমি যার দাস হও, আমার রাজা তুমি। তোমার অপমান আমি প্রাণ থাকতে দেখ্তে পার্ব না।

অর্জ্জুন। হে মধ্যম !
ক্রোধ কর সম্বরণ
নাহি হও বিস্মরণ
ধর্ম্মরাজ অনুগামী মোরা ;

হিতাহিত জ্ঞান, মান অপমান,
সুযশ সম্মান,
জ্যেষ্ঠ-পদে সব দিছি বিসর্জ্জন !
মিথ্যাবাদী হবে যুধিষ্ঠির,
চারি ভাই মোরা রহিতে জীবিত ?
ভবিষ্যৎ বংশধর গাহিবে কুযশ,
সত্য-ভ্রষ্ট হবে—
জগৎ হাসিবে—
নিদারুণ এ কলঙ্ক
সহিতে কি জনম মোদের ?
কিবা ক্ষতি ?
হব ভৃত্য জ্যেষ্ঠের আদেশে,
অনুজের এই তো আচার।

দুঃশা। যাও যাও, ভৃত্যের আসনে ব'সগে যাও।

দুর্য্যো। হাঁ হাঁ! আর পণে বদ্ধা দ্রৌপদী তো আজ থেকে কৌরবের দাসী। প্রতিকামী! যাও, দ্রৌপদীকে কৌরবসভায় নিয়ে এস।

প্রতিকামীর প্রস্থান

ভীম। (অর্জ্জুনের প্রতি) ইহাও সহিতে হবে।

অর্জ্জুন। নিয়তি-লিখন!

ধৃত। বড় বাড়াবাড়ি হ'ল, বড় বাড়াবাড়ি হ'ল। না সঞ্জয়, আর নয়, আমার হাত ধর, আর এখানে নয় আর এখানে নয়; কুললক্ষ্মীর অপমান! জন্মান্ধ—দেখ্‌তে হবে না, কানেই বা শুনি কেন? সঞ্জয় আমার হাত ধর—হাত ধর। পুত্রেরা নিতান্তই অবাধ্য!

সঞ্জয়ের সহিত প্রস্থান

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন, এখনো কি সভায় থাক্‌তে হবে!

দুর্য্যো। হাঁ হাঁ, বসুন—আপনি, আচার্য্য দ্রোণ; এত মমতাই বা কেন?

দ্রোণ। হে গাঙ্গেয়; এই তো প্রায়শ্চিত্তের আরম্ভ, এর শেষ কোথায়?

ভীষ্ম।
অন্ন-ঋণে বদ্ধ দেহ,
হে আচার্য্য,
প্রায়শ্চিত্ত হইবে সম্পূর্ণ
জীবন আহুতি দানে।

প্রতিকামীর পুনঃ প্রবেশ

দুর্য্যো। এ কি! তুমি একা কেন?

প্রতি। দেবী বল্লেন, ধর্ম্মরাজ ভিন্ন তিনি আর কারও দাসী নন, তাঁর অনুমতি না পেলে তিনি কখনো সভায় আস্‌বেন না।

দুর্য্যো। মূর্খ, তুমি দূর হও!—বিকর্ণ, তুমি যাও, উদ্ধতা পাঞ্চালীকে এখনি এখানে নিয়ে এস।

বিকর্ণ। আমি এখনো বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি, এ সভাস্থলে অভিনয় হ'চ্ছে, না এ সব সত্য? কুরুরাজ! সত্যই কি আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হ'য়েছে? পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, মহারথী কর্ণ! আপনারা জীবিত না মৃত? এত বড় অত্যাচার—যা পৃথিবীর কেউ কখনো কল্পনাও করে নি—সকলে নীরবে অনুমোদন ক'রেছেন? আমার কুলবধূকে, অসূর্য্যম্পশ্যা ভরত-বংশের কুলবধূকে এই নরক-তুল্য সভায় নিয়ে আস্‌ব আমি? আর কেউ দ্রৌপদীকে আনতে যাবার পূর্ব্বে আমি জানতে চাই, দ্রৌপদী পণ্যা কি না—যুধিষ্ঠির তাঁকে পণ রাখতে পারেন কি না।

দ্রোণ। (স্বগত) ধন্য বিকর্ণ, ধন্য! কণ্টক-বৃক্ষেও অমৃত ফল ফলে, তুমিই তার নিদর্শন!

দুঃশা। যুধিষ্ঠির পণ রাখ্‌তে পার্‌বেন না কেন ?

বিকর্ণ। আমি জান্‌তে চাই, যুধিষ্ঠির তো একা দ্রৌপদীর স্বামী নন্— বুদ্ধিভ্রষ্ট যুধিষ্ঠির কোন্ অধিকারে ভীমার্জ্জুনাদির বিনা সম্মতিতে দ্রৌপদীকে পণ রাখেন।

দুর্য্যো। বিকর্ণ, তুমি বালক, তোমার নিকট আমি উপদেশ শুন্‌তে চাই না, আমার আজ্ঞা পালন ক'র্‌বে কি না ?

বিকর্ণ। কখনই না।

দুর্য্যো। বিকর্ণ, ভুলে যাচ্ছ যে তুমি আমার কনিষ্ঠ ?

বিকর্ণ। আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি আপনার সহোদর।

দুর্য্যো। তুমি এখনি এই সভাস্থল হ'তে দূর হও।

বিকর্ণ। এত বড় সৌভাগ্য আমার হবে, এ আমি আশা করি নি। ভীষ্ম, দ্রোণ, যুধিষ্ঠির, আপনাদের মহিমা আপনারাই জানেন, আমি মূর্খ— আপনাদের চরণে নমস্কার ক'রে আমি এই পাপ-সভা ত্যাগ ক'ল্লেম।

প্রস্থান

দুর্য্যো। উত্তম, তাই হ'ক্‌!—দুঃশাসন, তুমি যাও দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ ক'রে নিয়ে এস।

দুঃশা। যথা আজ্ঞা।

প্রস্থান

দুর্য্যো। অগ্নি কাষ্ঠ হ'তে জন্মগ্রহণ ক'রে কাষ্ঠকেই দগ্ধ করে, বিকর্ণের প্রকৃতি সেই অগ্নির মতই দেখ্‌ছি।

নেপথ্যে দ্রৌপদী। ছাড়্ ছাড়্ দুরাচার !
একবস্ত্রা নারী পুরবধূ কৌরবের,
সভাস্থলে নাহি লও মোরে !

ভীম। অর্জ্জুন ! অর্জ্জুন !

অর্জ্জুন। জ্যেষ্ঠের আদেশ।

দ্রোণ। মাধব! মাধব! হে মধুসূদন!
কহ—কোন্ বজ্র ভীষণ এমন,
দাসত্ব তুলনা যার?
কহ, পরাধীন পর-অন্নভোজী দাস,
পরার্থে বিক্রীত দেহ—
নর বলি' কেন পরিচিত?
আমি দ্রোণ যজ্ঞসূত্রধারী,
বীরশ্রেষ্ঠ কৌরব-আচার্য্য,
পর-আজ্ঞাবাহী দাস—
উপহাস এ হ'তে অধিক কিবা?
স্বাধীন কুকুর
শ্রেষ্ঠ দেখি পরাধীন গুরু দ্রোণ হ'তে!

দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক দুঃশাসনের প্রবেশ

দ্রৌপদী। ওগো—এত ছিল ভাগ্যে অভাগীর।
কোথা দিগ্বিজয়ী স্বামিগণ মোর!
বাঃ বাঃ—
এই যে, ভৃত্যাসনে ব'সেছ সকলে!
কহ ধর্ম্মরাজ!
ভার্য্যা দাসী কিবা নহে?
হেঁট-মুণ্ডে ব'সে আছে ভীম,
ফাল্গুনী নীরব—
~~সহদেব নকুল নিস্পন্দ,~~
আমি পাণ্ডব-মহিষী
সামান্যা-বনিতা সম

আজি দুঃশাসন
কেশে ধরি' করিছে দুর্গতি—
এ সমাজে পুরুষ কি নাহি কেহ ?
পিতামহ, গুরু দ্রোণ,
আর আর সভাজন যত—
কহ, নীরব কি হেতু ?
কহ, এই কি হে পুরুষের রীতি ?
নীতিবিদ কহ মতিমান্,
কোন্ ধর্ম্মে কোন্ শাস্ত্রে আছে এই বিধি ?

ভীষ্ম। কুললক্ষ্মী মা আমার,
উত্তর তোমার,
অসিমুখে শোণিত-অক্ষরে
চিরদিন কাললিপি-পটে রবে লেখা
অত্যাচারী নরে
পরিণাম তার করা'তে স্মরণ।

দুর্য্যো। দ্রৌপদী, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ? এস—দাসীর উপযুক্ত স্থানে ব'স্‌বে এস। (উরু দেখাইলেন)

ভীম। নভঃ বরিষ অনলধারা,
ধরাভিত্তি হ'ক্ স্থানচ্যুত।
আরে আরে কুরু-কুলাঙ্গার !
কি কহিব, সত্যে বদ্ধ, জ্যেষ্ঠ-অনুগামী ;
কিন্তু শোন দুরাচার,
প্রতিজ্ঞা আমার—
পূর্ণ হ'লে কাল,
এই গদার আঘাতে ওই উরু তব

রেণু রেণু করি, উড়াব আকাশে !
শোন দুঃশাসন !
পশু তুই,
কুলনারী-অপমান করিলি পামর,
পশু-বক্ষ তোর
বিদারিয়া নখে,
তপ্ত রক্ত সেই দিন করিব রে পান,
সেই দিন তৃপ্ত হবে প্রাণ !

দ্রৌপদী। শোন ভীম !
দুঃশাসন ধরিয়াছে কেশে ;
এই কেশ সেই দিন করিব বন্ধন
যেই দিন তার বক্ষের শোণিত-সিক্ত-করে
তুমি—তুমি বেণী মোর করিবে সংহার।

কর্ণ। আজি মনে পড়ে লক্ষ্যবেধ,
মনে পড়ে,
"সূতপুত্রে বরিব না কভু।"
হে ফাল্গুনি,
আজি কোথা সে বীরত্ব তব ?

অর্জ্জুন। শোন্—শোন্ দুরাচার,
বীরত্ব বৈভব
সমর্পণ করিয়াছি জ্যেষ্ঠের চরণে ;
কিন্তু শোন্ দুষ্ট, প্রতিজ্ঞা আমার—
ধূলি সম উড়াইব কৌরবের দলে,
নিজ হস্তে পশুবৎ বধিব রে তোরে
আরে আরে সূতবংশাধম তুই বীরকুল-গ্লানি

দুর্য্যো। নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের আস্ফালন অসহ্য! দুঃশাসন, পণে বিক্রীতা এই দাসীকে বিবস্ত্রা কর।

ভীষ্ম, দ্রোণ। নারায়ণ! নারায়ণ!

ভীম। কহ রাজা,
এও কি দেখিতে হবে?

যুধি। কল্পনা ভীষণ!
অত্যাচারী-কল্পনা-ভীষণ!
কিন্তু তবু—
তবু ভাই, নাই হও বিচঞ্চল।
অক্ষ-পণে যবে সত্য করিয়াছি দান,
সত্যগ্রাহী হইয়াছি যবে—
নহে কবির কল্পনা—
নহে বাক্যে নরধর্ম্মের আদর্শ সৃজন—
এই চক্ষে হইবে দেখিতে,
এই বক্ষে হইবে সহিতে,
কল্পনার অতীত পীড়ন—
পত্নী-পুত্র সহোদর-নির্য্যাতন
হ'ক্ যতই ভীষণ!
শোন ভীম, শোন ভাই,
সহ—সহ বিকার-বিহীন-চিত্তে
সহ্য কর এই অপমান—বনিতার এ লাঞ্ছনা;
দেখিবে অচিরে
নিজ বিষে হবে জর্জ্জরিত,
আজি যারা ব্যাভিচারী শক্তির প্রয়োগে
উৎপীড়িত করিছে মোদের।

দুর্য্যো। দুঃশাসন, দাঁড়িয়ে কি শুন্‌চ? দাসীকে বিবস্ত্রা কর।

দুঃশা। এস বালা,
ছিল পঞ্চ স্বামী—
ষষ্ঠে কিবা ভয়?

দ্রৌপদী। এ্যাঁ—এ্যাঁ!
এ যে সত্য আসে দুঃশাসন!
এ কি! কাঁপিল কি ধরা?
নারী আমি,
বিবসনা করিবে আমারে?
সত্যে বদ্ধ স্বামিগণ মোর
জড় সম নিস্পন্দ-দেখিবে তাহা?

দুঃশা। নাহি চিন্তা লো সুন্দরি,
আজি নগ্ন রূপ তব দেখিবে সকলে!

দ্রৌপদী। তবে—তবে—
কে রক্ষিবে রমণীর মান,
স্বামী যদি হেন বিকার-বিহীন?
কোথা জগতের স্বামী,
কোথায় অনাথ বন্ধু
যদুপতি অগতির গতি
দীননাথ দীনের শরণ!
কোথা নারায়ণ,
দ্রৌপদীর সখা কৃষ্ণ
অবলার লজ্জা-নিবারণ!
কোথা—কত দূরে—
কোন্ স্বর্গে গোকুলে বৈকুণ্ঠে,

দ্বারকায় কিংবা মথুরায়,
কোথায় হে তুমি ?
ক্ষীণ রোদনের ধ্বনি মোর
পশে নি কি অন্তরে তোমার ?
কোথা হে মধুসূদন !
নিতান্ত দুঃখিনী আমি—
সখা—সখা—দয়া কর মোরে !

দুঃশাসন বস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিল। শূন্যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব—বস্ত্র ফুরায় না ; দুঃশাসন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া গেল। সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দ্রৌপদীর দিকে চাহিয়া রহিল।

কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। অন্তরাল হ'তে বৃষকেতুর কথা শুনেছিলেম! মাতার শিক্ষায় পুত্রের ভবিষ্যৎ নির্ম্মিত হয়। তোমার শিক্ষায় তোমার আদর্শে বৃষকেতু আমার বংশগৌরবকে উজ্জ্বল ক'র্‌বে—এ ভরসা আমার আছে। আশীর্ব্বাদ করি—বয়সের সঙ্গে সে যেন তোমার ভাগ্য লাভ করে—আমার মত দুর্ভাগ্য না হয়।

পদ্মা। কেন এ কথা বল্‌ছ নাথ?

কর্ণ। চিরদিন দুর্ভাগ্যই আমার সহচর। আমার জীবনের কথা সবই তো জান। ভাগ্য কেবল একস্থানে পরাজিত হ'য়েছে—তোমার কাছে! নইলে দেখ, শিক্ষা নিষ্ফল হ'ল, জীবন নিষ্ফল হ'ল, অপযশ সঙ্গের সাথী। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে দানের ভার দিলে আমায়, লোকে বল্লে "পরধনে মুক্তহস্ত কর্ণ।"

পদ্মা। তুমি নীতিবিদ্‌, তোমাকে আর কি ব'ল্‌ব? ভাগ্যদেবী চিরদিনই ছলনাময়ী।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতি। মহারাজ ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ পুরে,
পারণ-প্রয়াসী তিনি।

কর্ণ। শুভ এ সংবাদ।
রাণি, পাদ্য-অর্ঘ্য কর আয়োজন।
অতিথি ব্রাহ্মণ
সমাগত কৃতার্থ করিতে মোরে।
চল প্রতিহারী,
দেখি কোথায় সে দ্বিজ।

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ

মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণ

মন্ত্রী। ব্রাহ্মণ, আপনি সিংহাসনে উপবেশন করুন। মহারাজকে সংবাদ দেওয়া হ'য়েছে, তিনি এখনি এসে আপনার চরণ-বন্দনা ক'র্‌বেন।

ব্রাহ্মণ। ক্ষুধায় কাতর,
অন্ধকার নেহারি সংসার ;
ঘূর্ণ্যমান কালচক্র সম্মুখে আমার,
বুঝি আয়ুশেষ করে মোর !
উপবাসী আমি,
বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার প্রহার,
সহিতে না পারি আর !
কোথা গৃহস্বামী,
অপেক্ষায় কতক্ষণ র'ব ?

মন্ত্রী। দেব, আর অপেক্ষা ক'র্‌তে হবে না ; ঐ মহারাজ আস্‌ছেন, এইবার আসন পরিগ্রহ করুন।

কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। আসুন ব্রাহ্মণ, আসুন দ্বিজশ্রেষ্ঠ, অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। আপনি কি অবগত নন, ব্রাহ্মণের পক্ষে আমার দ্বার সদা অবারিত ?

ব্রাহ্মণ। কথার সময় নাই,
শুষ্ক-কণ্ঠ, শুষ্ক-তালু উদরে অনল,

একাদশী ব্রতধারী আমি,
পারণের আশে
ফিরি দ্বারে দ্বারে ;
হেরি' মোরে
দ্বার রুদ্ধ করে পৌরজন,
শুধাইলে কেহ কথা নাহি কহে,
পথশ্রমে শ্রান্তপদ।
হে রাজন্!
যদি ব্রহ্মবধে নাহি থাকে সাধ,
কর ত্বরা সৎকারের আয়োজন!
পাদ্য অর্ঘ্য ল'ব,
করিব বিশ্রাম,
অগ্রে কর অঙ্গীকার,
বিমুখ না করিবে আমারে !'

কর্ণ। বিমুখ করিব তোমা ?
ক্ষুধা-ক্লিষ্ট তুমি দ্বিজ অতিথি আমার
সমাগত পুরে
কৃতার্থ করিতে মোরে
কৃপা করি' অন্নপানি করিয়া গ্রহণ
আমি বিমুখ করিব তোমা ?
নাহিক সঙ্কোচ,
করহ আদেশ,
কিবা আয়োজন করিবে এ দাস।
তব তৃপ্তি হেতু।
কোন্ ভোজ্যে আসক্তি তোমার ?

করি অঙ্গীকার
বাঞ্ছা তব এখনি পূরাব।

ব্রাহ্মণ। বহুদিন করি নাই আমিষ ভোজন,
বৃদ্ধ আমি,
কোমল নধর মাংসে আসক্তি আমার।

কর্ণ। উত্তম।
হে দ্বিজ,
কহ, কোন্ মাংসে প্রীত হবে তুমি?
ছাগ, মৃগ কিংবা মেষ—

ব্রাহ্মণ। না না—অখাদ্য সকলি।
বহুদিন আছি হে বঞ্চিত নর-মাংস হ'তে
সুস্বাদু নধর—

মন্ত্রী। নর-মাংস!

ব্রাহ্মণ। হাঁ হাঁ!
~~কে রে মূর্খ, বাধা দেয় মোরে?~~
নর-মাংস অতি উপাদেয়।

কর্ণ। নর-মাংস প্রিয় তব?

ব্রাহ্মণ। হাঁ হাঁ।
ধরামাঝে শ্রেষ্ঠ জীব নর,
মাংস তার শ্রেষ্ঠ খাদ্য নাহিক সন্দেহ।
নর-মাংস অভিলাষী আমি;
হে রাজন্।
যদি সাধ্যায়ত্ত,
কহ, রহি অপেক্ষায়—
নহে চ'লে যাই

অভুক্ত ক্ষুধার্ত্ত আমি বিমুখ ভিক্ষুক
মৃত্যু-ক্রোড়ে লইতে আশ্রয়।

কর্ণ। না—না—
কেন যাবে বিমুখ হইয়ে,
মধ্যাহ্নে অতিথি তুমি
ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ,
নরমাংস সুদুর্লভ যদি—
আমি নর
অতি ক্ষুদ্র—অতি তুচ্ছ, অনন্ত এ নরসিন্ধু-মাঝে
বিন্দু বিম্বপ্রায়;
কিবা ক্ষতি
যদি তাহা হয় লয় তোমার সৎকারে!
যদি কৃপা করি' আসিয়াছ পুরে,
তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
বলি দিই এ জীবন সম্মুখে তোমার,
সূপকার করুক রন্ধন
সুখে তুমি করহ পারণ
নারায়ণ অতি পূজ্য অতিথি আমার।

ব্রাহ্মণ। ভাল ভাল,
গতিরোধ করিলে আমার!
মাংসাশী ব্রাহ্মণ আমি,
লবণাক্ত মাংসের আস্বাদ
প্রলুব্ধ করিছে মোরে;
প্রীত আমি বাক্যে তব;
কিন্তু—

বয়ঃপক্ক মাংস তব নহে তো কমল ;
কহ কিবা ফল বৃথা বিনাশি' তাহারে ?
আমি চাই
নধর কোমল মাংস শিশুদেহ হ'তে।
আহা উপাদেয়—অতি উপাদেয়।
স্মৃতিমাত্রে লালা ঝরে রসনায়।
কহ, হবে কি উপায় ?

মন্ত্রী। মহারাজ !

কর্ণ। স্থির হও ;
মুখে ব্যক্ত তব অন্তরের ভাব
স্থির হও,
রুদ্ধ কর বাক্যের দুয়ার।
(ব্রাহ্মণের প্রতি) দেব !

ব্রাহ্মণ। স্তুতিবাদ নাহি সাধ ;
কহ শীঘ্র, ফিরে যাব, কিম্বা রব অপেক্ষায় ?

কর্ণ। নর-শিশু !

ব্রাহ্মণ। হাঁ—হাঁ—
অষ্টম বর্ষীয় শিশু রাজ-বংশধর—
বিলাসে পালিত অঙ্গ কোমল-মসৃণ !

কর্ণ। এ কি প্রহেলিকা সম্মুখে আমার !
এ কি শুনি বাণী !
শিশু-মাংস-লোলুপ ব্রাহ্মণ,
কহে সত্য,
কিম্বা উপহাস করে মোরে !
কহ দেব,

সত্য তুমি দ্বিজ, কহ ক্ষুধায় কাতর,
কিম্বা বেশধারী, মূঢ়জনে ছলিতে এসেছ—
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিম্বা মায়াধর কেহ!

ব্রাহ্মণ। ছলনায় নহি পটু,
ক্ষুধার্ত্তের কোথায় ছলনা?
চাতুরী কি সাজে তারে,
যেই জন ক্ষুধার ব্যথায়
অন্ধকার নেহারে ভুবন,
মৃত্যু যার সম্মুখে দাঁড়ায়ে?

কর্ণ। কিন্তু ক্ষমা কর দেব,
কোথা পাব অষ্টম-বর্ষীয় শিশু রাজ-বংশধর

ব্রাহ্মণ। শুনিয়াছি পুত্রবান্ তুমি।

মন্ত্রী। মহারাজ! মহারাজ!
নহে দ্বিজ, রাক্ষস নিশ্চয়!

কর্ণ। নির্ব্বোধ অজ্ঞান,
রসনা সংযত কর!
ভেবেছ কি
হেন মায়াধর আছে কেহ তিন পুরে,
কর্ণের সম্মুখে যাচে বংশধর তার,
ক্ষুধার নিবৃত্তি হেতু?
সত্য দ্বিজ তুমি নাহিক সন্দেহ;
বিশ্বনাশী এই ক্ষুধা
একমাত্র তোমাতে সম্ভব।
বুঝিয়াছি ইঙ্গিত তোমার
পুত্রবান্ বটে আমি!

হে ব্রাহ্মণ, করাব পারণ,
আশীর্ব্বাদে তব
জ্ঞানহারা কোরো না আমারে
যতক্ষণ অভীষ্ট তোমার না হয় পূরণ।

ব্রাহ্মণ। সাধু! সাধু!
আশ্বস্ত হইনু আমি শুনি' সঙ্কল্প তোমার।
কিন্তু হে রাজন্,
আছে পারণের সামান্য নিয়ম।

কর্ণ। অসামান্য করুণা তোমার,
সামান্যে কি আসে যায়?
কহ কি নিয়ম?

ব্রাহ্মণ। তুমি আর মহিষী তোমার
করাতে কাটিবে তনয়ের শির,
হাস্যমুখ,
বিন্দু অশ্রু ঝরিবে না নয়নে কাহারো
তবে সিদ্ধ হবে সেই বলি;
পরে সূপকার করিবে রন্ধন,
আনন্দে পারণ করিব ক্ষুধার্ত্ত আমি।

কর্ণ। (স্বগত) প্রার্থী যেবা করিবে প্রার্থনা,
বিমুখ না করিব তাহারে!
হৃদি-বৃত্তি, স্নেহ মায়া মমতা করুণা,
অশ্রুধারা হৃদয় কম্পন,
কিছু আর নহে তো আমার—
বিসর্জ্জন দিয়াছি সকলি
কোন্ দূর অতীত সায়াহ্নে

সাক্ষী করি' তোমারে ব্রাহ্মণ !
আজ দেখি, সে প্রতিজ্ঞা
ধরি' দ্বিজের আকার
আসিয়াছে পরীক্ষিতে মোরে।
একদিকে, আত্ম হ'তে উদ্ভূত সন্তান
আত্মজ আমার
এই হৃদয়ের শোণিত-আধার ;
অন্যদিকে—
জীবনের সার মহাসত্য,
অক্ষরে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম অক্ষয় অব্যয়।
কারে রাখি,
কারে করি বিসর্জ্জন ?
(প্রকাশ্যে) হে ব্রাহ্মণ !
এস, কর বিশ্রাম গ্রহণ,
মহাভাগ্যবান আমি—
আজি তোমা করাব পারণ।

নাহি জানি কে মায়াবী দ্বিজ-বেশধারী
আসিয়াছে অনর্থ বাধাতে আজি !
পিতা মাতা স্বহস্তে বধিবে
তনয়ে আপন—
শুনি নি কখনো !
মহাপাপ বুঝি আজ ঘেরিল মেদিনী !
আজন্ম ভূপতি,

জ্ঞানহীন উন্মত্তের প্রায়
পুত্রবধে হইল সম্মত
দেখি পুত্রঘাতী স্পর্শে মহাপাপ।

পঞ্চম দৃশ্য

কর্ণের অন্তঃপুর

কর্ণ ও পদ্মা

পদ্মা। পুত্র বলি! নিজ হস্তে?
কর্ণ। নিজ হস্তে :
তুমি—আমি—জনক-জননী।
পদ্মা। সত্য দ্বিজ?
কর্ণ। দ্বিজ কিম্বা নহে দ্বিজ কিবা আসে যায়,
সত্য বাক্য—
সত্য প্রতিজ্ঞা মোদের।
পদ্মা। কিন্তু স্বামী—
কর্ণ। নাহি কিন্তু,
নাহি বিচার বিতর্ক।
পদ্মা। বৃষকেতু!

বৃষকেতুর প্রবেশ

বৃষ। কেন মা?
পদ্মা। না—না,
ডাকি নাই তোরে।
পালাও পালাও দূরে,

ধরণীর সীমান্ত-প্রদেশে,
যেথা সত্যে বদ্ধ নহে পিতা,
মাতা নহে পুত্রহন্তা-স্বামী-অনুগামী !

কর্ণ। রাণি, বিন্দু-অশ্রু না ঝরিবে
নয়নে কাহারো।

পদ্মা। ভগবান !
কেন পুত্রবতী ক'রেছিলে মোরে ?

কর্ণ। ও কি ?
কাঁপিবে না মাংশপেশী অন্তর চরণ,
শুষ্ক চক্ষু—কঠোর করাল,
অবিকৃত নয়ন বদন।

বৃষ। কেন মা, কেন বাবা, আপনারা অমন **ক'চ্ছেন** ?

পদ্মা। জগতের আদি দিন হ'তে
ভূ-ভারতে শোনে নাই কেহ
হেন অসঙ্গত কার্য্য বিপরীত !
পশু শুনি' আতঙ্কে কাঁপিবে,
ব্যাঘ্রী শিহরিবে,
নিবিড় গহনে সিংহিনী লুকাবে ডরে,
রক্ত-তৃষা ভুলিবে রাক্ষসী,
উন্মাদ কাঁদিবে,
সৃষ্টি মুছে যাবে,
বন্ধ্যা হবে স্তম্ভিতা মেদিনী—
জননী যদ্যপি হয় সন্তান-ঘাতিনী !
না—না—অসম্ভব।
কোথা পুত্র ?

কোথা বৃষকেতু ?
আয় বাপ বক্ষমাঝে—
মাতৃ-বক্ষ সন্তানের চির-নিরাপদ
আনন্দ আলয়।

বৃষকেতুকে বক্ষে ধারণ

বৃষ। মা মা !

পদ্মা। বল্ বল্, জুড়াক জীবন !
পুত্রমুখে এ কি সম্বোধন !
মা—মা—একাক্ষর বাণী—
সুধার নির্ঝর,
মা—মা
ভাঙ্গা ভাঙ্গা আধ আধ স্বরে,
একেবারে পুঞ্জিভূত জগতের সমস্ত সঙ্গীত !
মা—মা
এই স্ফুরিত অধরে
মা—মা—
কৈশোরে যৌবনে—
পরিণত বার্দ্ধক্য বয়সে
সমস্বরে বাঁধা সুর মধুর—মধুর—
বল্ বল্ আরবার ;
শুনিতে শুনিতে
হই লয় সমাধির কোলে,
চেতনা বিলুপ্ত হ'ক্ মহা সন্ধিক্ষণে।

কর্ণ। রাণি !
নাহি হও সংজ্ঞাহীন,

জেনো—সত্যার্থী মোরা

পদ্মা। কিন্তু মহারাজ,
জ্ঞান নহে অধীন আমার—
পুত্রস্নেহে বন্দিনী অধীনা।

(নেপথ্যে ব্রাহ্মণ) কই রাজা,
কতক্ষণ র'ব অপেক্ষায় ?
পারণের বেলা ব'য়ে যায়।

কর্ণ। দেব !
রহ ক্ষণ, আমিও প্রস্তুত—
বৎস !

বৃষ। কেন বাবা !

পদ্মা। হ'ক জিহ্বা পাষাণে গঠিত,
পক্ষাঘাতে জড়পিণ্ডে পরিণত হ'ক
উভয়ের দেহ,
মৃত্যু যদি কৃপা নাহি করে।

কর্ণ। রাণি, শোন নি নিষেধ।
স্ব-ইচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ ক'রেছিলে তুমি
প'রেছিলে সত্যের শৃঙ্খল,
নহে সে কথার কথা।
সেই দিন হ'তে
মৃতা সম এ সংসারে করিতেছ বাস—
অতিথিনী পরগৃহ-মাঝে,
সত্যে বদ্ধ পাষাণ বিগ্রহ—
পরপুত্রে আদরে হৃদয়ে ধরি' !
আজি পরীক্ষার দিনে

কেন ভোল সেই কথা!
আমিই বলিব—
আমি বলি দিব—
তুমি সহমৃতা সঙ্গিনী আমার,
বাঁধ বুক, হও দৃঢ়,
কেনো সত্য ভগবান—
যদি রাখি সত্য, রাখি সব,
নহে এ সংসার ধ্বংসের আগার,
প্রয়োজন নাহি কিছু তার।
শুন বৎস, শুন বৃষকেতু!
সত্য বদ্ধ ব্রাহ্মণের ঠাঁই,
বলি দিব তোমা ক্ষুধার্ত্তের তৃপ্তি হেতু।
পুত্র, ঋণে মুক্ত কর আমাদের।

বৃ.। মা, এই জন্য তুমি কাতর হ'য়েছ? ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণের তৃপ্তির জন্য আমি বলি হ'ব এ তো আনন্দের কথা।

ব্রাহ্মণের

ব্রাহ্মণ। কৈ মহারাজ, আর বিলম্ব কত? আমি অপেক্ষা ক'রতে পারব না, ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হ'য়ে উঠেছি। আমার সামনেই বলি দাও। কৈ? এই ছেলেটি? বাঃ বাঃ! দিব্য কান্তি!

বৃষ। ব্রাহ্মণ, প্রণাম! আপনিই ক্ষুধার্ত্ত? একটু অপেক্ষা করুন। আসুন পিতা, আমায় বলি দিন।

ব্রাহ্মণ। শুধু পিতা নয়, মা বাপে দু'জনে কাটবে—আমার সামনে—আমি দেখ্‌ব—চোখে যেন একটুকু জল না পড়ে। সত্যাশ্রয়ীর পক্ষ, আমিই তার সাক্ষী।

পদ্মা। হে ব্রাহ্মণ !
ধরি পায়,
আগে বলি দেহ মোরে,
পরে কোরো যেবা অভিরুচি তব।

ব্রাহ্মণ। তাও কি হয় ? তোমার স্বামী যে সত্য ক'রেছেন—তাও কি হয় ?

পদ্মা। হে দেবদেব মহাদেব !
হে নারায়ণ ! হে ব্রাহ্মণ !
সত্য যে গো নির্ম্মম এমন
আগে তো বুঝি নি,
দীনা জ্ঞানহীনা,
কর পার মহা পরীক্ষায়।
না জানি উপায়
আঁখি নীর করিতে নিরোধ !
কহ স্বামী, কিবা আজ্ঞা তব ?

কর্ণ। আজ্ঞা মম লেখা অসি ধারে।
দৌবারিক দেহ অস্ত্র।
পুত্র !

বৃষ। পিতা, আমি তো প্রস্তুত।

দৌবারিক কর্ত্তৃক অস্ত্র প্রদান

ব্রাহ্মণ। বৃষকেতু, এই আসনে বসো। রাজা, রাণী, আর বিলম্ব কেন ? অস্ত্র ধর।

বৃষ। মা, কিছু দুঃখ করো না, আমার এতটুকু লাগ্‌বে না; আমি মনে মনে তোমার আর বাবার চরণ ধ্যান করি, আর তোমরা আমায় কাটো। শ্রীকৃষ্ণের চরণ তো ধ্যান ক'রতে পার্‌বো না, কখনও তো শ্রীকৃষ্ণের চরণ দেখি নি।

কর্ণ। রাণি!

পদ্মা। জ্ঞানহীনা হইনি এখনো—

প্রভু, আমিও প্রস্তুত!

কর্ণ।

পদ্মা। স্বামী!

উভয়ে কাটিতে লাগিলেন, সহসা ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলেন

দৈববাণী। সত্য মাত্র আহার আমার!

বহুদিন ছিনু উপবাসী

আজি পরিতৃপ্ত ক্ষুধা,

সুধাপানে আনন্দ বিভোর,

ধন্য কর্ণ, ধন্য পদ্মাবতী!

সার্থক জীবন—এ সংসারে সত্যাশ্রয়ী আদর্শ দম্পতি,

সত্য-পাশে বেঁধেছ আমারে।

বৎস বৃষকেতু! দেখ নাই শ্রীকৃষ্ণে

দেখ কৃষ্ণমূর্ত্তি সম্মুখে তোমার।

কর্ণ। এ কি!

শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরিয়া বৃষকেতুর প্রবেশ।

বৃষ। মা! মা! কে এসেছে দেখ।

পদ্মা। বাবা! – বাবা! (বক্ষে ধারণ)

শ্রীকৃষ্ণ। ইন্দ্রপ্রস্থ হ'তে মথুরায় ফেরবার পথে একবার তোমার এখানে অতিথি হ'তে এলেম।

উভয়ে। দয়াময়, তোমার এত করুণা!

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা যে সত্যে আমায় বদ্ধ ক'রেছ, আমি যে দাতা-কর্ণের সখা। আহারের উদ্যোগ ক'রবে চল, সত্যই আমি ক্ষুধার্ত্ত।

কর্ণ। শুন রাজা দুর্য্যোধন,
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি এই সভাস্থলে
করিলাম অস্ত্র পরিহার। যতদিন
জীবিত রবেন পিতামহ, ততদিন
কেহ না দেখিবে মোরে কৌরব সভায়,
কেহ না দেখিবে দাঁড়াইতে রণাঙ্গনে।
যেই দিন সমরে পড়িবে পিতামহ,
সেইদিন অস্ত্র পুনঃ করিব গ্রহণ।
সেইদিন হ'তে কর্ণের পৌরুষ রাজা,
দেখিবে জগৎ-বাসী। ক্ষুব্ধ হইয়ো না
সখা, আশঙ্কার কথা আনিয়ো না মনে।
সমরে অর্জ্জুন-নাশ সঙ্কল্প করিয়া
আজি হ'তে আমি ব্রতধারী। দেব, নর,
দ্বিজ, দ্বিজেতর—যে কেহ—যে কেহ প্রার্থী
আসিয়া আমার বাসে, যে বস্তু করিবে
ভিক্ষা থাকিতে আমার দেয়, না করিব
নিরস্ত তাহারে।

প্রস্থান করিতে করিতে ফিরিয়া

পিতামহ! হীন জাতি
সূতপুত্র বলে' প্রতিদিন সভাস্থলে
হেয়জ্ঞানে আমারে করেন তিরস্কার।
শুনি' আমি মনে মনে হাসি। আমি জানি
আমি নহি হেয়, হীন। তিরস্কারে নিত্য
গর্ব্ব করি অনুভব, রাধেয় জানিয়া
আপনারে। তবে সত্য করুন শ্রবণ

সর্ব্ব সভাস্থ মণ্ডলী—
সত্য যদি হই আমি রাধার নন্দন,
সত্য যদি অধিরথ পিতা, বজ্রহস্তে
বাসব দাঁড়ান যদি পুত্রের পশ্চাতে,
সুদর্শন করে আচ্ছাদন, বেদ যথা
সত্য, সেই মত সত্য—সত্য—এই সূতপুত্র-
কর-ক্ষিপ্ত বাণের প্রহারে, ওই
তব গাণ্ডীবীর নিশ্চয় বিনাশ।

প্রস্থান

দুর্যো। এ কি কারণেন পিতামহ?

ভীষ্ম। কোনো ভয় নাই
বৎস দুর্য্যোধন! গাঙ্গেয় জীবিত আছে,
সে তোমার উপচার ক'রেছে গ্রহণ।
জীবিত থাকিতে ইচ্ছামৃত্যু দেবব্রত—
কখন পাণ্ডব জয়ী হবে না সংগ্রামে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাণ্ডব শিবির

যুধিষ্ঠিরাদি, কৃষ্ণ ও দ্রৌপদী

যুধি। হে মাধব, দূত-মুখে এসেছে উত্তর,—
সঞ্জয় শুনায়ে গেল মোরে, বিনাযুদ্ধে
সূচাগ্র প্রমাণ ভূমি দিবে না কৌরব।

কৃষ্ণ। আমিও সঞ্জয় মুখে শুনেছি রাজন।

যুধি। চাহিলাম প্রাপ্য অধিকার, অর্দ্ধ রাজ্য
পুত্রমোহে প্রাপ্য রাজ্য দিল না আমারে।
শান্তি-অভিলাষে চাহিলাম পঞ্চগ্রাম—
ভিক্ষুকের মত, ক্ষুদ্র পঞ্চ জনাবাস,
আসিল উত্তর, প্রিয়তম, বিনাযুদ্ধে
সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি পাবেনা পাণ্ডব।

কৃষ্ণ। মহারাজ! এ কথাও শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে।

যুধি। কি কর্ত্তব্য কৃষ্ণ? এই মহাভয় হ'তে
পরিত্রাণ করিতে আমারে, একমাত্র তুমি।

কৃষ্ণ। ভয়? আপনার? নাম
যুধিষ্ঠির। শত যুদ্ধে, সহস্র বিপদে
সুমেরু অচলমত স্থিরত্ব যাহার,
আজ তার কারে ভয়, ধর্ম্মরাজ?

যুধি। ভয়, ভয়
মহাভয়—মুহূর্ত্তচিন্তায়, হে কেশব,
এ হৃদয় মুহুর্মুহুঃ হ'তেছে কম্পিত।
ক্ষাত্রধর্ম্ম—নষ্ট রাজ্য করিতে উদ্ধার
পলে পলে আমারে করিছে উত্তেজিত।
কিন্তু প্রাণাধিক, সঙ্গে সঙ্গে ফুটে চোখে—
যেমনি মানসে ভীম যুদ্ধ করিহে কল্পনা,—
ফুটে ওঠে ভীম দৃশ্য লয়ে—নিয়তির
ঘনতম অন্তরাল হ'তে, ছিন্ন, ভিন্ন,
বিক্ষিপ্ত প্রান্তরে, বিনষ্ট কৌরবকুল।
স্মরণে শিহরে অঙ্গ। তাহার ভিতরে।
কত যে বালক—নির্ম্মল, কোমল, শুভ্র,

কুন্দ-পুষ্পমত, জাগরিত বিকশিত
প্রাতে—মুদিত সন্ধ্যায়--নিষ্ঠুর নিয়তি
গলে যেন রক্ত-রাগ করবীর মালা।
অন্যদিকে কৌরব আত্মীয়—পাণ্ডবের
গুরুজন—চিরহিতাকাঙ্ক্ষী মোর তাঁরা!
আছেন মহান্ পিতামহ!

কৃষ্ণ। জানি আমি মহারাজ!

অর্জ্জুন। আছেন আচার্য্য—

কৃষ্ণ। জানি আমি। সখা! জানি আমি তোমা'
নিষ্ঠুর বাণে সকলে লুটাবে ধরাতলে।

যুধি। কি কর্ত্তব্য জনার্দ্দন?

কৃষ্ণ। কৌরব সভায় আমি যাব মহারাজ!

যুধি। তুমি যাবে!

কৃষ্ণ। অনন্য উপায়—
সর্ব্বশেষে কর্ত্তব্য বিধান, যদি পারি,—
একবার যেতে হবে মোরে হস্তিনায়
দূতরূপে। আপনার স্বার্থ অব্যাঘাতে
যদ্যপি করিতে পারি শান্তির স্থাপন,
একবার প্রয়াস করিব আমি।

যুধি। দুর্য্যোধন হিতকথা তুলিবে কি কানে?

কৃষ্ণ। না তুলুক, তথাপি যাইব মহারাজ!

যুধি। যদ্যপি অনিষ্ট করে?

কৃষ্ণ। প্রচেষ্টা করিতে পারে। পাপাভিনিবেশ
তার সবিশেষ জ্ঞাত আছি আমি।
তথাপি সঙ্কল্প মোর স্থির।

যুধি। তবে যাও ইচ্ছাময়। কিন্তু অভিপ্রেত
নহে মোর। ছন্নমতি দুর্য্যোধন—আর
ঘেরিয়া তাহারে চারিধারে ছন্নমতি
যতেক পার্ষদ—

ভীম। আছে ঘৃণ্য দুঃশাসন—
অতি ঘৃণ্য কূটবুদ্ধি মাতুল শকুনি—

অর্জ্জুন। সবার উপরে ঘৃণ্য দুষ্ট-বুদ্ধি-দাতা
আত্মশ্লাঘাকারী সেই রাধার নন্দন।

ভীম। কমললোচন! তুমি যে লোচন ভাই,
পাণ্ডবের!

দ্রৌপদী। (নতমস্তকে) বিশেষতঃ দ্রৌপদীর।
সভাস্থলে একবস্ত্রা—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ,
বাহ্লিক, সৌগর্ত্ত—কত রাজা! আরো দুঃখ-
পঞ্চ-ইন্দ্র তুল্য পঞ্চ স্বামীর সম্মুখে
মুক্তকেশে ধরা—মুক্তচোখে সারা বিশ্ব
অন্ধতায় ভরা—বিশেষতঃ দ্রৌপদীর।
যদি ইচ্ছা জাগিয়াছে যাওহে মাধব।
কৃতার্থ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে এখানে পুনঃ
কর আগমন। তোমার প্রসাদে ভাই,
কৌরব পাণ্ডব আবার প্রশান্ত চিত্তে
একত্র মিলিয়া পরানন্দে কাল যেন
করেহে যাপন। আমাদের ভ্রাতা তুমি,
অর্জ্জুন তোমার প্রিয় সখা। কি বলিব?
মঙ্গল নিধান! আশীর্ব্বাদ—সুমঙ্গল
হউক তোমার।

কৃষ্ণ। বলিয়াছি ধর্ম্মরাজ,
আপনার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বার্থ, শান্তি-
প্রতিষ্ঠায়, যথাসাধ্য করিব প্রয়াস।
যদিও বিশ্বাস মোর সফল হ'ব না দৌত্যে—
কিছুতেই কৌরব না হইবে সম্মত,
তথাপি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে রাজন্!
জগতের চোখে—হবেন অনিন্দ্যনীয
মহারাজ যুধিষ্ঠির।—দাদা বৃকোদর?
ভীম। ধর্ম্মরাজ-ইচ্ছা পূর্ণ কর প্রিয়তম!
কৃষ্ণ। এই মত আপনার?
ভীম। কভু হই নাই,
ইহসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-মতের বিরোধী।
কর কৃষ্ণ, কর ভাই শান্তির স্থাপন।
সভায় যুদ্ধের কথা তুলি' করিয়ো না
যেন সন্ত্রস্ত কৌরবে। কটুক্তি ক'র না
দুর্য্যোধনে। সান্ত্বনাদে তুষ্ট ক'র তারে!
সাতিশয় কোপন স্বভাব, শ্রেয়োদ্বেষ
পাপ-পরায়ণ, ক্রূরকর্ম্মা, হীনমতি,
নীচ, শঠ, নিষ্ঠুর, কর্ত্তৃত্ব-অভিমানী—
জীবন করিবে ত্যাগ তথাপি কাহারো
কাছে হইবে না নত। সান্ত্ববাদে শান্ত
রূপে সন্তুষ্ট করিয়ো তারে। এই মত
আমার কেশব! শুধুই আমার নয়,
এই মত—পরম দয়াল অর্জ্জুনের।
কৃষ্ণ। দাদা বৃকোদর, একথা তোমার মুখে!

ক্রূরকর্ম্মা কুরুগণ সংহার মানসে,
সর্ব্বদা যাঁহার মুখে প্রশংসা যুদ্ধের
আপনি কি সেই বৃকোদর?
ভীম প্রতিজ্ঞার কথা—পাছে স্বপ্নে হয়
বিস্মরণ—এই আশঙ্কায় ন্যুব্জদেহে
করিয়া শয়ন, জাগিয়া আছেন যিনি
ত্রয়োদশ বৎসর রজনী—আপনি কি
সেই ভীমসেন—ভীমব্রতধারী!
অপ্রশান্ত, সতত দারুণ—নিত্য যাঁর
মুখ হ'তে অবিশ্রান্ত হয় বিনির্গত
সধূম অনলমত ক্রোধের ফুৎকার,
ক্রোধোচ্ছ্বাসে মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায়!
উন্মত্ত ছুটিতে পথে যাঁর পদাঘাতে
নির্ম্মূল হইয়া বৃক্ষ পড়ে ভূমিতলে,
সেই কি আপনি বিশ্বনাশ-শক্তিধর
দ্বিতীয় মারুতি?

ভীম। (দ্রুতবেগে কিয়ৎক্ষণ গমনাগমন করিয়া উন্মত্তের মত বক্ষরক্ত পান ও ঊরুভঙ্গের অভিনয় করিলেন। পরে ফিরিয়া বলিলেন—)
তথাপি—তথাপি—কৃষ্ণ,
কর তুমি ধর্ম্মরাজ-আদেশ পালন।

অর্জ্জুন। ধর্ম্মের রহস্যজ্ঞাতা, মহাত্মা পাণ্ডব-
শ্রেষ্ঠ রাজা করিলেন যে আজ্ঞা তোমারে,
কৌরব সভায় গিয়া, প্রতি বাক্যে, কার্য্যে
সে আদেশ পালন করিয়ো তুমি সখা।

কৃষ্ণ। বাক্যে, কার্য্যে, সন্ধির স্থাপনে

করিব প্রয়াস যথাসাধ্য—যথাশক্তি।
কিন্তু বিশ্বাস আমার সখা—

অর্জ্জুন। কৃতকার্য্য হইবে না তুমি! তোমার মধুর সখ্যে—
আমিও তা জানি বাসুদেব। জানি—জানি,
তথাপি—তথাপি—সখা—আমার সাগ্রহ
অনুরোধ—কৌরবের তথা পাণ্ডবের
সমান আত্মীয় তুমি—আমার সাগ্রহ
অনুরোধ—প্রথমে দেখাবে তুমি মৈত্র।

কৃষ্ণ। অবশ্য দেখাব মহাত্মন্।

অর্জ্জুন। কিন্তু মৈত্রে যদি কার্য্য সিদ্ধ নাহি হয়,—

কৃষ্ণ। বল সখা?

অর্জ্জুন। তখন শুনাবে মোর পণ।
শুনাইবে প্রতি দুরাত্মায়, শুনাইবে
সভাগত প্রতি মহাত্মায়, কপিধ্বজ-
সারথি-সহায় প্রচণ্ড গাণ্ডীব-ধন্বা
তৃতীয় পাণ্ডব এক প্রাণী রাখিবে না
কৌরবের বংশে দিতে বাতি।

কৃষ্ণ। তাই বল, হে গাণ্ডীবী, আগে হ'তে তুমি
যারে বধ্য ব'লে করিয়াছ জ্ঞান,
জানিও নিশ্চয় অগ্রেই সে হতভাগ্য
হয়েছে নিহত। দ্বিতীয় ভ্রাতঃ চতুর্থ পাণ্ডব!
আছে কিহে তোমার বক্তব্য কিছু?

নকুল। বক্তব্য অনেক
ছিল, জনার্দ্দন, শুনাইতে ...
প্রকাশ্যে—গোপনে। সন্ধি ইচ্ছা কিছুমাত্র

ছিল না আমার। তবে—জ্যেষ্ঠ ইষ্টসম,
বদান্য, ধর্ম্মের মূর্ত্তি সন্ধির প্রয়াসী।
বক্তব্য আমার আর্য্য, যেরূপে সম্ভব
সর্ব্ববিধ কুশল চেষ্টায়, হিতবাক্যে
করিবেন দুর্য্যোধনে সন্ধিতে সম্মত।

কৃষ্ণ। সাধ্যের সামান্য ত্রুটী কা'ব্ব না ভ্রাতঃ।
হে তাত সাত্যকি, সত্বর প্রস্তুত হও,
প্রভাতে যাইব আমি হস্তিনা নগরে।

সহ। হে পাণ্ডব-সখা, শুনিতে কি ইচ্ছা নাই
আমার কি মত?

কৃষ্ণ। বল প্রিয় শুনি আমি—
জীবন-মরণ প্রশ্ন, সম-অধিকার
সকলেরি মত দানে। শুনুন সকলে—
বল তুমি। হেঁটমুণ্ডে সখী মোর—দাও
ভাই, শুনাইয়া তাঁরে বক্তব্য তোমার।

সহ। যেন, কোনমতে সন্ধি নাহি হয়! ভিক্ষা
এইটি আমার একমাত্র—পাদমূলে তব জনার্দ্দন!
যদ্যপি কেশব, আপনার কাছে তারা
স্বেচ্ছায় করিতে আসে সন্ধির প্রস্তাব—
তথাপি, তথাপি যুদ্ধ—যুদ্ধ। হে অরাতি-
নিপাতন কৃষ্ণ! কৃষ্ণার সে অপমান
রাখিতে পারেন জ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম আবরণে,
পারেন ভুলিতে মহামতি ভীমার্জ্জুন,
আমি ভুলিব না। আর চরণে মিনতি,
তুমি যেন ভুলিয়ো না—তুমি ভুলিয়ো না।

দুঃশ্রাব্য, নিষ্ঠুর বাক্যে—যে কোন উপায়ে
উত্তেজিত করি' সেই নীচাত্মা কৌরবে
যুদ্ধের সংবাদ লয়ে এস কৃষ্ণ ফিরে।

সাত্যকি। হে পুরুষোত্তম, যা বলিলা সহদেব,
করজোড়ে আমিও তোমারে তাই বলি।
দুঃশাসন-বক্ষরক্ত যতদিন প্রভু,
বৃকোদর-শ্রীঅধর না করে রঞ্জিত,
যতদিন সেই পাপমতি দুর্য্যোধন
উরুভঙ্গে ভূতলে না হয় বিলুণ্ঠিত,
আমারো না হবে শান্তি—নিদ্রা নাহি হবে,
এ জীবন রবে প্রভু মরণে জড়িত!

দ্রৌপদী। করিতে সন্ধির ভিক্ষা, হস্তিনা নগরে
এখনি কি যাইবে গোবিন্দ?

কৃষ্ণ। রজনী-প্রভাতে সখী!—

দ্রৌপদী। ধর্ম্মরাজে শত নমস্কার। শান্তিপ্রিয়
যুদ্ধ-ভীত দ্বিতীয় পাণ্ডব, তাঁহারেও
করি নমস্কার। তৃতীয় তোমার সখা—
নমস্কার তিরস্কার সমান তাহার।
চতুর্থ বালক—অগ্রজে ভক্তির বশে—
মর্ম্ম ছিঁড়ে সন্ধির সম্মতি মুখ হ'তে
ক'রেছে বাহির। সহদেব যদি সখা
না কহিত কথা, যদি, বিবেক-প্রেরণে
মহাত্মা সাত্যকি তার বাক্য না করিত
সমর্থন, ভূমি-লগ্ন মস্তক আমার
হে গোবিন্দ, ভূমি হ'তে আর না উঠিত।

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ্য-বাক্য সখী, কর প্রণিধান।
অনুরোধ, হ'য়োনা ব্যাকুল।

দ্রৌপদী। ব্যাকুল আমারে তুমি কোথায় দেখিলে
হে মাধব? দ্রুপদনন্দিনী আমি, দীপ্ত—
বহ্নিশিখা সম ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী,
বাসুদেব-প্রিয়সখী, পাণ্ডুরাজ-স্নুষা,
ভূমণ্ডলে অতুল সৌভাগ্যবতী নারী—
সেই আমি, এই মুক্ত কেশরাশি ল'য়ে,
ত্রয়োদশবর্ষ ধ'রে এই পৃষ্ঠদেশে
সহিতেছি হে মাধব—নিত্য সহিতেছি—
প্রতিপলে—অগ্নিজিহ্ব সহস্র ফণার
বজ্রজ্বালা প্রচণ্ড দংশন, চিররুদ্ধ
মৃত্যুর নিশ্বাসে। ব্যাকুলা দেখিলে তুমি
মোরে? কখন কোথায় জনার্দ্দন?

কৃষ্ণ। কেঁদোনা, কেঁদোনা সখি!

দ্রৌপদী। এই ত শুনিনু কর্ণে,
দুঃশাসন-বক্ষরক্ত-পান-পণকারী
ভীমসেন মুখ হ'তে শান্তির বচন!
এইত শুনিনু হে দয়াল, তব সখা,
পরম দয়াল, কি কোমল স্বর ল'য়ে
গাহিল শান্তির গান!—কি বিচিত্র—তবু
বল সখা, চঞ্চল কি দেখিলে আমারে?
কুরুসভাস্থলে ভূবিজয়ক্ষম পঞ্চ
স্বামীর সম্মুখে, একবস্ত্রা—আর, থাক্—
আর বলিব না—যে কর করিল এই

কেশ আকর্ষণ, সেই করে কর দিয়ে
প্রেমবদ্ধ আলিঙ্গনে প্রিয় দুঃশাসনে
বাঁধিতে কি চ'লেছ কেশব ? দুর্য্যোধন-
পার্শ্বে বসে' শান্তি-স্নিগ্ধ করের পরশে,
সে বিজয়ী নৃপতির, সদন্ত চালিত
উরু-সেবা করিবে কি ধীর বৃকোদর ?
বলহে গোবিন্দ—বল—রাত্রি সুগভীর,
শুনে নিশ্চিন্ত ঘুমাই আমি।

কৃষ্ণ। অনুরোধ করজোড়ে—কেঁদোনা কেঁদোনা
তুমি—ওগো প্রিয়তম-প্রিয়া!
এনোনা আমারো চোখে জল।

দ্রৌপদী। কাঁদিতে কি জান হৃষীকেশ ?
না—না—হে সখে গোবিন্দ, কি ভ্রম আমার!
যে অশ্রু হে কমললোচন,—প্রবাহিয়া
ধারায় ধারায়, ধরিয়া বসন মূর্ত্তি
সভাস্থলে লজ্জা রক্ষা করেছে আমায়—
সেই করুণার অশ্রু, হে করুণাময়,
কে ভুলাল আজি মোরে ?

কৃষ্ণ। কেঁদোনা কেঁদোনা,
কৃষ্ণে, এনো না কৃষ্ণের চোখে জল।

অর্জ্জুন। নারীর লোচন-জলে হইয়ো না মুগ্ধ
বাসুদেব! কৌরবের তথা পাণ্ডবের
প্রধান আত্মীয় তুমি, কৌরবের মধ্যে
আছে বহু নরনারী, যাহারা তোমারে
জীবন-সর্ব্বস্ব করে জ্ঞান; ধর্ম্মরাজ-

আজ্ঞা তুমি যথাসাধ্য করিতে পালন।
ধর্ম্মার্থ মাঙ্গল্য বাক্য যদি না সে শুনে,
তাই হবে,—অদৃষ্টে তাহার যাহা আছে।

দ্রৌপদী। এই বটে—এই বটে—পাণ্ডবের এই
বটে অভিমান-তীব্রতার পরিণাম!
"তাই হবে অদৃষ্টে তাহার যাহা আছে"
কি মিষ্ট আশ্বাসবাণী শুনালে কৃষ্ণারে
তব, কৃষ্ণ-সখা ধনঞ্জয়! যাও, যাও
সবে নিশ্চিন্তে ঘুমাও—নিশ্চিন্ত সন্ধির
ওই মধুর বিশ্বাসে করিয়া ভ্রান্তির
উপাধান। আর তুমি? তোমাকে ধিক্কার
দিতে, সাহস না হয় বৃকোদর! সত্য
দেখিয়াছি আমি ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী
অনিদ্রা তোমার—দেখিয়া কেঁদেছি। যাও,
পার যদি—পার যদি—তুমিও ঘুমাও—
বৃকোদর, ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী সেই
অনিদ্রার অন্তরাত্রে কর প্রতিকার।
কি করিব? এই সব কথা শুনে, এই
সমস্ত আশ্বাসবাণী সম্বল করিয়া
হতাশ নিশ্বাসে বক্ষ বিচূর্ণ করিব?
কেন—কেন? অগ্নিশিখা শিরে যদি
জনম আমার, উত্তাপ ভিক্ষায় আমি
কোন্ দীপশিখা মুখে বাড়াইব কর?
আমি যাব। ঘুমালি কি পঞ্চ পুত্র মোর?
ঘুমালি কি অভিমন্যু? ওরে অগ্র; ওরে

আৰ্য্য, ওরে শ্রেষ্ঠ সন্তান আমার! তোর
পঞ্চ অনুচর সনে তুইও কিরে আজি
স্তব্ধ আত্মহারা মত পড়িয়া শয্যায় ?
আয়—উঠে আয়—তোদের সকলে সঙ্গে
ল'য়ে, কৌরববিনাশে নিজে যাব আমি।

সুপ্ত নিদ্রোত্থিত অভিমন্যুর প্রবেশ ও দ্রৌপদীসহ প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কর্ণ-ভবন—বিশ্রাম কক্ষ

বৃষকেতু

গীত

একেলা মন্দিরে ব'সে
কথা কয় সে হেসে হেসে
অনুরাগে আসে সুর বাহিরে।
শুনে আমি ছুটে যাই,
দেখা যেন পাই পাই,
আমি যে তাহার দেখা চাহিরে॥
তাহার কানের কাছে
আমার কি কথা গেছে ?
কেন সে লুকিয়ে আছে ?
আমি ত একেলা আছি আর কেহ নাহিরে
আমি যে তাহারি সুরে গাহিরে॥

বৃষ। হে গোবিন্দ, চারিদিকে লোকমুখে শুনি
তুমি নাকি আসিতেছ হস্তিনা নগরে,

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চারণীগণ

গীত

কোন্ বেণুতে ব্রজের কানু
জাগিয়েছিলে প্রেমের গান ?
কোন্ বেণুতে হাসিয়েছিলে,
কোন্ বেণুতে কাঁদিয়েছিলে,
কোন্ বেণুতে নাচিয়েছিলে,
ব্রজ-বধূর কোমল প্রাণ ?
ধরতে এসে কোন্ বেণুর কানু
গোকুলের পাগল ফুলের
মাতল রেণু—
দিশাহারা ছুটতো কারা
শ্রীযমুনায় তুলতো উজান বান ?
এখন তোমার এ কোন্ বেণুর সুর ?
হে গোবিন্দ ! এ কি ছন্দ,
কাঁপে বিশ্বপুর !
আকাশ পাতাল—সুরে মাতাল—
মত্ত করাল কাল—
হে গোবিন্দ, এ তোমার কোন্
দীপকের তান !

দ্বিতীয় দৃশ্য

হস্তিনা—সভামণ্ডপ

কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, দুর্য্যোধন প্রভৃতি

কৃষ্ণ। আমার একান্ত ইচ্ছা, হে কৌরবপতি,
আবার মিলিত হয় কৌরব পাণ্ডব,
সন্ধি-সখ্যে পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে
উভয় কুলের হয় পরম কল্যাণ—
অযথা না হয় এই বীর-কুলক্ষয়।
প্রার্থনা করিতে তাই
ভবৎ-সমীপে আসিয়াছি, মহারাজ!

ধৃত। শুন, দুর্য্যোধন, কেশবের হিতবাক্য।

দুর্য্যো। শুনিয়াছি পিতা, কিন্তু বুঝিতে অক্ষম,
কেমনে এ মিলন সম্ভব।

কৃষ্ণ। মহারাজ মনীষি-প্রধান—বুঝাইয়া
দিন পুত্রে এ মিলন সহজে সম্ভব।
সমুত্থিত বিষম আপদ কুরুকুলে।
উপেক্ষা করেন যদি,
কুরুকুল নাশ করি', এ ঘোর আপদ
পরিশেষে পৃথিবী করিবে নাশ
আপনার ইচ্ছার উপরে
রক্ষা, ধ্বংস করিছে নির্ভর, মহাত্মন্।
আপনি করুন শান্ত নিজ পুত্রগণে,
আমি করি যুদ্ধ হ'তে নিরস্ত পাণ্ডবে।

ধৃত। শুনিতেছ দুর্য্যোধন?

দুর্য্যো। শুনিতেছি—শুনিতেছি,
আমার দুর্ভাগ্যবশে পিতা,
আরো কত কাল একথা শুনিতে হবে।

কৃষ্ণ। একদিকে বড় শুভদিন,
অন্যদিকে বড়ই দুর্দ্দিন।
যে মনীষি, কুরু ও পাণ্ডব,
ধর্ম্মার্থে রাখিয়া দৃষ্টি, যদ্যপি আবার
সম্মিলিত হয় পরস্পরে,
কুরু-পাণ্ডবের পতি—ধৃতরাষ্ট্র
হইবেন রাজ রাজেশ্বর—
সর্ব্ব নৃপতির সেব্য অজেয় সম্রাট।

শকুনি। (জনান্তিকে) এখনি আছেন তিনি।

দুঃশা। (জনান্তিকে) সে জন্য মাতুল,
হবেনাকো নির্ভর করিতে তাঁরে
পাণ্ডবের কৃপার উপরে।

ধৃত। ভ্রাতায় ভ্রাতায় সম্মিলন,
আমারো একান্ত ইচ্ছা, আমি চাই শান্তি—
শান্তি চিরস্থায়ী। অনর্থক বিষম বিগ্রহে
কৌরব পাণ্ডব কুল না হয় নির্ম্মূল!

কৃষ্ণ। একাদশ-অক্ষৌহিণী বল
হইবে নিস্ফল, কোনো চেষ্টা, কোনো যত্নে
পরাজিত হবে না পাণ্ডব।
শান্তি—শান্তি। আদেশ করুন মহারাজ,
আপনার পুত্রগণে সন্ধির স্থাপনে।

ধৃত। কি উপায়ে হয় সন্ধি বল বাসুদেব?

কৃষ্ণ। ন্যায্য প্রাপ্য অর্দ্ধরাজ্য
ধর্ম্মরাজে সমর্পণ—সন্ধির উপায়।
অন্য কিছু বলিতে পারি না মহারাজ।
নিস্তব্ধ কি হেতু মহাত্মন্?
আদেশ করুন পুত্রে আমার সম্মুখে।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর উপস্থিত
আছেন সভায়। আদেশ করুন পুত্রে
এই চারি মাহাত্মা সম্মুখে।
কৌরবের পাণ্ডবের কল্যাণ বাঞ্ছায়
করিতেছি আবেদন। প্রমত্ত পুত্রের
মমতায় যে সব অকার্য্য পূর্ব্বে
ক'রেছেন রাজা, প্রতিকারে এসেছে সময়।
আমন্ত্রণ করি' ধর্ম্মরাজে, ফিরাইয়া
দিন তাঁরে অর্দ্ধরাজ্য, সঙ্গে তাঁর
ইন্দ্রপ্রস্থ পুরী। অথবা যেরূপ অভিরুচি—
সন্ধি, যুদ্ধ—উভয়েই সম্মত পাণ্ডব।

ধৃত। সন্ধি—সন্ধি—একমাত্র অভিরুচি সন্ধি।
হিতকামী কেশবের আবেদন
নিষ্ফল ক'রনা দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো। অসম্ভব পিতা। সন্ধি-কথা মুখে,
অন্তরে বিগ্রহ-ইচ্ছা ল'য়ে
এসেছেন বাসুদেব আপনার কাছে।

ধৃত। না, না একথা বলিতে নাই দুর্য্যোধন,
বাসুদেব সর্ব্বদা আমার হিতকামী।

দুর্য্যো। আমি নহি প্রমত্ত কেশব,

আমি চিরস্থির—প্রারম্ভে ব'লেছি যাহা,
এখনো তা বক্তব্য আমার। বাসুদেব,
প্রমত্ত যদ্যপি কেহ থাকে—
সে তোমার ঐ ধর্ম্মরাজ !

কৃষ্ণ। উত্তেজিত হইয়ো না ভ্রাতঃ !

দুর্যো। দ্যূতরণে পরাজিত,
সর্ব্বস্ব হারায়ে তার, আজি সে নির্লজ্জ,
হৃতরাজ্য ভিক্ষা চায় কৌরবের কাছে।
ভিক্ষাই যদ্যপি চায়, আসুক আপনি,
দন্তে তৃণ করি', অঞ্জলি করিয়া বদ্ধ
মহাত্মা পিতার কাছে করুক প্রার্থনা।

ভীষ্ম। কুলঘ্ন, দুর্ব্বুদ্ধি, কাপুরুষ, কেশবের
ধর্ম্ম-সুসঙ্গত উপদেশ এখনও কর
প্রণিধান! কুমন্ত্রীর পরামর্শে
উত্তেজিত হ'য়ে ক'র না কৌরব কুল ক্ষয়

দুর্যো। বিনাযুদ্ধে
সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিব না পাণ্ডবে।

দ্রোণ হে রাজন্, কৃষ্ণের ক'র না অপমান,
হিতাকাঙ্ক্ষী গাঙ্গেয়ের শুভ উপদেশ
অগ্রাহ্য ক'র না মোহবশে।
বাসুদেব, ধনঞ্জয়ে দিয়ো না দিয়ো না
অবসর কবচ করিতে পরিধান।
দিয়ো না দিয়ো না নৃপ, প্রশান্ত অর্জ্জুনে
গাণ্ডীবে করিতে জ্যারোপণ।
ব্রহ্মর্ষি ভার্গব, ভীষ্ম, আমি—

পূর্ব্বে যে তোমার কাছে
করিয়াছি সে বীরের তেজের বর্ণনা,
তাহ'তে অনেক গুণে তেজস্বী অর্জ্জুন।
একবার যদি ক্রুদ্ধ হয়, দুর্য্যোধন,
তোমার সে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা,
মুহূর্ত্তে বিলয় পাবে। কূট-পরামর্শ-দাতা,
সর্ব্বনাশকারী তব দুর্ব্বৃত্ত বান্ধব—
দুঃশাসন, রাধেয়, সৌবল—
একটিও রবে না জীবিত।

দুর্য্যো। ভীত হ'ন পিতামহ, ভীত হ'ন
আপনি আচার্য্য, আমি ভীত নহি।
ন্যায় যুদ্ধে যদ্যপি জীবন যায়,
লভিব ব্রাহ্মণ, স্বর্গ হ'তে সুখপ্রদ,
ক্ষত্রিয়ের নিত্য প্রার্থনীয় বীর-শয্যা।

কৃষ্ণ। তাহাই হইবে লাভ ভ্রাতঃ!

দুর্য্যো। তথাপি দিব না রাজ্য, পিতা মোর
জীবিত থাকিতে একজন রহিবে ভিখারী—
হয় যুধিষ্ঠির, নয় আমি।
এ ভারতে সম শক্তিধর
দুই রাজা পারে না থাকিতে!
উগ্রকর্ম্মে, ভীষণ বচনে ভীত হ'য়ে
হে আচার্য্য, পিতামহ, রাজা দুর্য্যোধন
বাসবেরো সন্নিধানে শির না করিবে নত।
ন্যায্য রাজ্য? ন্যায্য রাজ্য কার হে কেশব?
ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞ ব'লে কর অভিমান

তুমি নিজে বল কৃষ্ণ ন্যায্য রাজ্য কার ?
পিতা মোর ধৃতরাষ্ট্র কৌরবপ্রধান,
পাণ্ডু ছিল অনুজ তাঁহার ! এই সব
হিতৈষী মিলিয়া আমারে বালক হেরি',
মহাত্মা পিতারে মোর বুঝিয়া দুর্ব্বল,
ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য
আমার পৈতৃক ধন হ'তে
নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে ক'রেছে বঞ্চিত।
সেই রাজ্য বিধির কৃপায়
আবার এসেছে ফিরে আয়ত্তে আমার।
যাও ফিরে বাসুদেব, বল যুধিষ্ঠিরে,
হয় সে মরিবে, নয় আমি। বিনাযুদ্ধে—
সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি—এক কথা—
দিব নাকো তারে ফিরাইয়া।

বিদুর। উন্মত্তের মত কথা ব'ল না ব'ল না,
দুর্য্যোধন, সর্ব্বদ্রষ্টা কেশব সম্মুখে।
উত্ত্যক্ত করিয়া আবাহনে—
অনিচ্ছুক মৃত্যুরে আনিয়া
দিয়ো না কৌরব-কুল তাহার কবলে।
তুমি মর দুঃখ নাই, মরে দুঃশাসন
দুঃখ নাই। মরিবে শোকার্ত্ত তব পিতা,
জ্বলিবে বংশের শোকে জননী-গান্ধারী।
কেশবের সঙ্গে যাও আছেন যথায়
মহাত্মা পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ, সাদরে লইয়া
এসো তাঁরে হস্তিনায়। চারি ভ্রাতা

মনস্বিনী দ্রুপদ-নন্দিনী সঙ্গে সঙ্গে
আসুন তাঁহার। এক্ষণে পঞ্চ ভ্রাতৃ-
মিলন দেখিয়া ধন্য হ'ক ধরাবাসী।
জগতে পরম শান্তি হ'ক প্রতিষ্ঠিত।

ধৃত। এতক্ষণে বুঝিয়াছি আমি,
কেশব সত্যই হিতকামী। ইচ্ছা মোর,
তুমিও তা বুঝ দুর্যোধন। খুল্লতাত
ধর্ম্মাশ্রয়ী মহাত্মা বিদুর, যে আদেশ
করেন তোমারে, তাই কর। কেশবের
সঙ্গে যাও যথা আছে রাজা যুধিষ্ঠির,
মঙ্গল সংবাদ ল'য়ে, পঞ্চ ভ্রাতা সাথে
ফিরে এসো হস্তিনায়।
বাসুদেবে করিয়া সহায়
প্রকৃত শান্তির লাভে এসেছে সময়,
অতিক্রম করিয়ো না প্রিয়তম।
কেশবের সন্ধির প্রার্থনা সুস্থ মনে
করহ পূরণ—করিয়ো না প্রত্যাখ্যান।
করিলে হইবে পরাজিত।

দুর্যো। নিশ্চিন্ত থাকুন পিতা,
কোন কালে কৌরব না হবে পরাজিত।
কখনো করি না গর্ব্ব পাণ্ডবের মত,
তথাপি এ সভাস্থলে সবারে শুনায়ে
গর্ব্বভরে বলিতেছি আজি, যদ্যপি অপর
কেহ না হয় সহায়, কর্ণ, আমি, দুঃশাসন,
পৃষ্ঠদেশে মাতুল শকুনি—এই চারিজন—

দেবেন্দ্র বিরোধী হয় যদি,
পিতা, তাহারেও পরাস্ত করিব যুদ্ধে।

দুঃশা। বুদ্ধিমান নীতিজ্ঞ আপনি,
কাকভুশুণ্ডী মত এই সভা
সর্ব্বজ্ঞ বৃদ্ধের সঙ্গে কেন এত বৃথা
তর্ক মহারাজ? আপনি কি বুঝিতে অক্ষম,
কি উদ্দেশ্যে কেশবের হেথা আগমন?
পাণ্ডবের সঙ্গে সন্ধি
না করেন যদ্যপি স্বেচ্ছায়, এই সব
অন্নভোক্তা আপনার, আপনাকে
কৌশলে সাহায্যে বন্দী করি,
যুধিষ্ঠির সন্নিকটে করিবে প্রেরণ।
বুঝিয়া সতর্ক হ'ন রাজা।

শকুনি। শুধু কি দুর্য্যোধন?—
সেই সঙ্গে তুমি যাবে, কর্ণ যাবে—
আর যাবে হস্তপদে দৃঢ় বদ্ধ হয়ে
এইসব মহাত্মার চির চক্ষুশূল—
তোমাদের মাতুল শকুনি।

দুর্য্যো। সত্য বলিয়াছ ভাই, এতক্ষণে
বুঝিয়াছি আমি—ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র।

ক্রোধভরে প্রস্থান—দুঃশাসন শকুনি প্রভৃতির অনুসরণ

ভীষ্ম। আয়ুশেষ হ'য়েছে তোমার।

ধৃত। কি হ'ল কি হ'ল জ্যেষ্ঠতাত?

ভীষ্ম। আরো শুন, মোহগ্রস্ত যে সব ভূপতি

এ অধর্ম্ম যুদ্ধে তব হইবে সহায়,
তাদেরও হ'য়েছে আয়ুশেষ।

ধৃত। কি হ'ল, কি হ'ল জ্যেষ্ঠতাত?

দ্রোণ। গুরুজনে অতিক্রম করি',
সভাস্থল করি' পরিত্যাগ
পুত্র তব চলে গেল মহারাজ!

ধৃত। দুর্ব্বৃত্ত অবাধ্য পুত্র,
শুনে না আমার বাক্য, শুনে না কেশব

কৃষ্ণ। অবশ্য শুনিবে—মহারাজ।
দুর্ব্বৃত্ত জানেন যদি,
অবাধ্য যত্তপি তব বোধ,
অশক্ত আপনি যদি তাহার শাসনে,
আছেন এখানে বহু হিতৈষী বান্ধব,—
মহামতি পিতামহ, মহাত্মা আচার্য্য
দ্রোণ, কৃপ—প্রত্যেকে অতুল শক্তিধর।
সে সকলে অনুজ্ঞা করুন মহারাজ,
তাঁহারা করুন বাধ্য,
আপনার মদমত্ত দুর্ব্বৃত্ত সন্তানে।
হে মহাত্মগণ, এখন কর্ত্তব্য যাহা,
নিবেদন করি সকলের কাছে—
সসম্ভ্রমে, বারবার করিয়া প্রণাম,
ওই দুরাচারে না করি' শাসন,
হ'তেছেন প্রত্যেকেই দুষ্কর্ম্মে তাহার
অল্প ও বিস্তর অংশভাগী।
তাই নিবেদন—যা বলিল দুঃশাসন—

বাঁধি ওই চারি দুরাত্মারে,
পঞ্চপাণ্ডবের কাছে করুন প্রেরণ।

ভীষ্ম। কর্ত্তব্য তাহাই বাসুদেব,
কিন্তু হায় আমরা সকলে—
প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি'
হইয়াছি ওই অন্ধ রাজার অধীন।

দ্রোণ। আদেশ করুন মহারাজ—
এখনি কেশব, ওই দুর্ব্বৃত্তে বাঁধিয়া
নিক্ষেপ করিয়া আসি—
মহারাজ যুধিষ্ঠির পদতলে।

কৃষ্ণ। অনুজ্ঞা করুন মহারাজ। এই শুভযোগ,
রাজ্যরক্ষা, লোকরক্ষা—ধর্ম্মরক্ষা। এই
শুভযোগ—আদেশ, আদেশ—মহামতি
দ্রোণাচার্য্যে আদেশ করুন মহারাজ!

ধৃত। বিদুর—বিদুর—ভাই, সত্বর—সত্বর
যাও অন্তঃপুরে, লয়ে এস গান্ধারীরে।
সাম্যবাক্য তাঁর—বিশ্বাস আমার
দুরাত্মার মতি ফিরাইবে। বিদুরের প্রস্থান

কৃপাচার্য্যের প্রবেশ

কৃপা। কেশব—কেশব!

কৃষ্ণ। কি আচার্য্য?

কৃপা। দুরাত্মারা আসিতেছে বাঁধিতে তোমারে!

কৃষ্ণ। আমারে আচার্য্য?

কৃপা। তোমারে কেশব! সঙ্গোপনে দুই ভাই—
পরামর্শ-দাতা ওই দুরাত্মা শকুনি,

দুষ্ট-বুদ্ধি কর্ণের সম্মতি—
রক্ষা কর—আত্মরক্ষা কর বাসুদেব।

কৃষ্ণ। ভয় নাই হে ব্রাহ্মণ—
ধর্ম্মতঃ দূতের কার্য্য করিতে এসেছি,
নিশ্চিন্ত দাঁড়াও প্রভু। পারিবে না—কেহ
পারিবে না নিগৃহীত করিতে আমারে।

ভীষ্ম। দুরাত্মারা সকলি করিতে পারে—
সকল অকার্য্য হে কেশব!

ধৃত। না—না—তা' কি হতে পারে!
এত কি সে মতিহীন হবে জ্যেষ্ঠতাত?

কৃষ্ণ। অবস্থানে যদি ইচ্ছা হয়,
অপেক্ষা করুন পিতামহ,
অথবা প্রণাম মোর করুন গ্রহণ।

ভীষ্ম। জানি আমি তোমার স্মরণে
ঘুচে যায় জীবের বন্ধন,
তথাপি—তথাপি তোমার বন্ধন-কথা
শুনিতে অশক্ত বাসুদেব!

দ্রোণ। আমিও অশক্ত কৃষ্ণ! ভীষ্ম দ্রোণাদির প্রস্থান

কৃষ্ণ। শুনিলেন মহারাজ, আপনার পুত্র
বাঁধিতে আসিছে মোরে! আপনি করুন
অনুমতি—দেখুন বসিয়া, কে কাহারে
আক্রমণ করে। একাকী আমাকে তারা,
অথবা আমিই সে সবারে।
আমার সামর্থ্য আছে,
সে সামর্থ্যে একা আমি, নিগৃহীতে পারি

আপনার সমস্ত কৌরবে।
কিন্তু আমি—কম্পিত হয়ো না মহারাজ,
হেন অধর্ম্মের কার্য্য করিব না কভু।
জানি আমি, আমার নিগ্রহে—
হইবেন কৃতকার্য্য রাজা যুধিষ্ঠির।

কৃপা। কেশব—কেশব!

ধৃত। দুর্য্যোধন—দুর্য্যোধন!

প্রহরী আদি লইয়া দুর্য্যোধনাদির প্রবেশ

দুর্য্যো। বাঁধ, বাঁধ, বাঁধ শঠে—

দুঃশা। বন্ধন—বন্ধন।

শকুনি। (কিঞ্চিৎ করুণভাবে) ধীরে—অতি ধীরে-
ওরে, নবনীত হ'তে
অতি যে কোমল অঙ্গ তার!

দুর্য্যো। বাঁধ—বাঁধ। বিলম্ব ক'র না।

দুঃশা। বাঁধ—বাঁধ।

ভীষ্মাদির প্রবেশ

ভীষ্ম। ক্ষান্ত দে—ক্ষান্ত দে—
ওরে ও দুরাত্মা দুর্য্যোধন।

ধৃত। ওরে বৎস দুর্য্যোধন, এনোনা ও কথা
আর মুখে—কৃষ্ণ আজি দূত।

বিদুরসহ গান্ধারীর প্রবেশ

গান্ধারী। ক'র না ক'র না বৎস, ক'র না ক'র না
এই নরাধমের কাজ।

জগতের হিতকামী যিনি,
তাঁর প্রতি এরূপ উন্মত্ত আচরণে
ক'র না জগতে ক্ষুব্ধ।

দুর্য্যো। শুনিব না কারও কথা—
শঠশ্রেষ্ঠে করিব বন্ধন।

গান্ধারী। পারিবি না, পারিবি না—
ওরে ও নির্লজ্জ, মতিহীন,
অহঙ্কার-পরবশ, মর্য্যাদা-ঘাতক!
পারিবি না—কেশবে বাঁধিতে পারিবি না।

কৃষ্ণ। একাকী দেখেছ মোরে, তাই বুঝি
বাঁধিতে আমারে অত্যন্ত সাহস ভরে
ছুটিয়া এসেছ দুর্য্যোধন
কি ভ্রান্তি তোমার!
আমি একা, চিরস্থিতি আপনারে ঘেরে,
আমি বহু—মুক্তিরূপ—জগতের বন্ধন
ভিতরে। আমি অণু—
বন্ধন আমারে কভু খুঁজিয়া না পায়,
আমি মহৎ—ব'সে আছি বন্ধন সীমায়।
যেখানে র'য়েছি আমি, র'য়েছে সেখানে
পাণ্ডব, অন্ধক, বৃষ্ণি—র'য়েছে সেখানে
রবি, রুদ্র, বসু, ঋষিগণ,
র'য়েছে সেখানে ব্রহ্মা, রয়েছে সেখানে—
এই দেখ—এই দেখ—দৃষ্টি থাকে,
দেখ দুর্য্যোধন, দেখে কর আমারে বন্ধন।

কৃষ্ণ উচ্চহাস্য করিলেন—দৃশ্যের পরিবর্ত্তন

ধৃতরাষ্ট্র! লোক অগোচরে ক্ষণেকের
তরে মুক্ত হ'ক নয়ন তোমার।
এই মম বিশ্বরূপ, কর্‌হ দর্শন।

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন

পটাবরণে দেবগীতি

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে— ইত্যাদি

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ

গান্ধারী ও দুর্য্যোধন

গান্ধারী। এখনো সময় আছে, সন্তপ্ত মাতার
অনুরোধ—বাসুদেব-বাক্য রক্ষা কর
দুর্য্যোধন। এখনো আছেন তিনি
হস্তিনা নগরে, দেবর বিদুর-গৃহে।
দুর্য্যো। কিবা প্রয়োজন?
গান্ধারী। না থাকে তোমার, পতিকুল-নাশ-ভীতা
আমার হ'য়েছে প্রয়োজন। বল বৎস
একবার, আমি নিজে ফিরাইয়া
আনি তাঁরে। সঙ্গোপনে তোমারে লইয়া
সন্ধির প্রস্তাব করি। নিরুত্তর কেন
বৎস? কথার উত্তর দিয়া
নিশ্চিন্ত করহ মোরে। নিশ্চিন্ত করহ তব

আতঙ্ক-ব্যাকুল অন্ধ নিরীহ পিতারে।
বাক্যহীন, স্পন্দহীন—
প্রাণহীন দেহ যেন ল'য়ে
র'য়েছেন কল্য হ'তে তিনি শয্যাগত।

দুর্য্যো। আশীর্বাদ ক'রে মোরে ফিরে যাও মাতঃ,
কর গিয়া আশ্বস্ত তাঁহারে।
সান্ত্বনার কণ্ঠে তাঁরে দাও শুনাইয়া,
পুত্র তব জয়-লক্ষ্মী করিয়া বহন
শীঘ্র ফিরি' আপনারে দিবে উপহার।

গান্ধারী। মন যাহা বলিতে না চাহে, হেন কথা,—
কেমনে কহিব দুর্য্যোধন!
অন্ধ সে নৃপতি—পুত্রস্নেহে আত্মহারা,
স্তোকবাক্যে ভুলাইব কি হেতু তাঁহারে।

দুর্য্যো। স্তোকবাক্য?

গান্ধারী। পুত্র-মমতায় হে সন্তান,
ধর্ম্মার্থ পারি না আমি দিতে বিসর্জ্জন—
অবিশ্বাস্য কথা শুনাইয়া।
হর্ষ-বিষাদের তীব্র ঘাত প্রতিঘাতে
করিতে পারি না স্বামী-হত্যা
কাম ও ক্রোধের বশে ত্রয়োদশ
সুদীর্ঘ বৎসর ক'রেছ যা পাণ্ডবগণের
অপকার, তোমাদের গর্ব্বে ধরি'
আমিও হ'য়েছি বৎস, সে পাপের ভাগী।
আমার কল্যাণ, তব পিতার কল্যাণ,
কুরুরাজ্য, কুরুবংশ—সবার কল্যাণে

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শবাচ্ছন্ন রণস্থল

ভৈরব ও ভৈরবী

গীত

রবি শশী ডোবে শোণিত সাগরে, রুধিরে ভাসিছে ধরা
প্রলয় ধূম ছেয়েছে গগন, গর্জ্জে পবন প্রাণহারা ॥
কেরে অট্ট অট্ট হাসে ?
কাঁপে নিখিল ভুবন ত্রাসে,
নাচে মহাকাল—ফেরে ফেরুপাল
ভৈরবী ভীমা হুঙ্কারে ঘন রুধির তৃষা মাতোয়ারা ॥

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

হস্তিনা

ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়

ধৃত। সঞ্জয়! দিক্‌হস্তী গর্জ্জন ক'রছে কেন? কুলবধূরা হঠাৎ কেঁদে উঠ্‌লো কেন? আমার সিংহাসন কাঁপছে কেন? অকালে বজ্রপাত হ'ল কেন? দুর্য্যোধন ভূমিষ্ঠ হয়ে রাসভের ন্যায় চীৎকার ক'রেছিল, আজ আবার সেই চীৎকার-ধ্বনি হ'চ্ছে কেন? পৃথিবীর সমস্ত অমঙ্গল একসঙ্গে দেখা দিয়েছে? আজ কি তার ধ্বংস আসন্ন?

সঞ্জয়। হে আর্য্য! পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন নয়! জড়িত রসনা—কি ব'লব—আজ আচার্য্য দ্রোণ, অর্জ্জুনের শরে ভূমিশয্যা গ্রহণ ক'রেছেন।

ধৃত। আচার্য্য দ্রোণও আমাদের ত্যাগ ক'রে গেলেন? জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম যাঁর সমকক্ষ বীর তিনলোকে কেউ ছিল না—তিনি শরশয্যায় ইচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিলেন। আচার্য্য দ্রোণ—মহামুনি জামদগ্ন্যর শিষ্য—তিনিও হত? সঞ্জয়! সঞ্জয়! আমায় একবার রণক্ষেত্রে নিযে যেতে পার? অন্ধ—দেখতে পাব না—একবার স্পর্শ ক'রে অনুভব ক'রে আসি, মৈনাক কেমন ক'রে শোণিত সাগরে আত্ম-গোপন ক'রেছে!

সঞ্জয়। হে মহাভাগ! স্থির হ'ন। যুদ্ধে জয়-পরাজযে ক্ষত্রিয়ের তো সম উল্লাস, তবে আপনি বিচলিত হ'চ্ছেন কেন?

ধৃত। সঞ্জয়! সব জানি, সব বুঝি—কিন্তু তবু—শত পুত্রের পিতা আমি—আমাকে কি বড়ই বিচলিত দেখছ?

সঞ্জয়। হাঁ দেব!

ধৃত। আবরণ দিয়ে রেখেছিলেম। ক্ষুব্ধ সাগর বিচলিত আজ হয় নি, বহু—বহুপূর্ব্বে এ সাগরে তরঙ্গ উঠেছে। কাউকে জান্‌তে দিই নি বুঝ্‌তে দিই নি! কুলক্ষয়ের দুর্ব্বিসহ দৃশ্য আমার অন্ধ চক্ষুকে প্রতারিত কর্‌তে পারে নি।

সঞ্জয়। মতিমান্! কেন বৃথা কুলক্ষয়ের আশঙ্কা ক'চ্ছেন? এই তো যুদ্ধের প্রারম্ভ; এখনও ত কৌরবেরা হীনবল নয়।

ধৃত। সঞ্জয়! আশঙ্কা বৃথা নয়, তোমার সান্ত্বনা বৃথা। আর কেউ জানে কি না ব'ল্‌তে পারি না, কিন্তু আমি জানি—শত পুত্রের শোক নিয়ে আমাকে আর গান্ধারীকে বেঁচে থাকতে হবে। যে দিন দুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ ক'রেছে সেই দিন আমি জানি—পুত্র আমার

কুলনাশন! যে দিন থেকে দুর্য্যোধন পঞ্চ-পাণ্ডবের উপর ঈর্ষা পোষণ ক'রেছে, সেই দিন থেকেই জানি আমার বংশনাশ নিশ্চিত। দুর্য্যোধন বুঝ্‌তে পারেনি, আমি বুঝতে পেরেছিলেম—যে দিন সে জতুগৃহে আগুন দিয়েছে, সেই দিনই কুরু-বৃক্ষের মূলে অগ্নি প্রবেশ ক'রেছে। অস্ত্র-পরীক্ষায় যে দিন আমার পুত্রের সহিত কর্ণের মিলন হ'য়েছে, আমি সেই দিন থেকে জানি—কৌরবের ধ্বংস অনিবার্য্য।

সঞ্জয়। সবই বিধিলিপি।

ধৃত। বিধিলিপি? কখনও নয়। বিধিলিপি ত অজ্ঞেয়; কিন্তু আমি দিব্য চক্ষে সেই দিনই দেখেছিলেম, আমার শতপুত্র মৃত্যুর ক্রোড়ে সেই দিন আশ্রয় নিয়েছে, যেদিন শকুনি কপট অক্ষক্রীড়ায় ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রেছে। যেদিন কৌরব-সভায় আমার কুলবধূ দ্রৌপদীকে আমারি পুত্র দুঃশাসন কেশাকর্ষণ ক'রে বিবস্ত্রা ক'রতে গিয়েছিল, আমি সেইদিনই বুঝেছিলেম, সমস্ত দেবতার রোষবহ্নি আমার মহাবংশকে ধ্বংস ক'রবার জন্য প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠেছে। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দূত হ'য়ে যেদিন আমার পুত্রের নিকট পঞ্চ পাণ্ডবের জন্য পাঁচখানি মাত্র গ্রাম ভিক্ষা ক'রতে এসেছিলেন, আর তার উত্তরে, দুষ্ট মন্ত্রীর পরামর্শে দুর্য্যোধন দূতের অপমান ক'রে ভগবানকে, বাঁধ্‌তে গিয়েছিল—আমি সেইদিনই জানি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন সকলে মৃতের ন্যায় অবস্থান ক'রছে!

বিদুর ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ

দুর্য্যো। হে পিতৃব্য! বৃথা অনুরোধ,
দুর্ব্বার প্রতিজ্ঞা মোর
যতক্ষণ দেহে রবে প্রাণ—

সূচ্যগ্র মেদিনী নাহি দিব পাণ্ডবেরে কভু।
হ'ন শ্রীকৃষ্ণ সহায়,
কিবা ক্ষতি তায় ?
ক্ষত্র-ক্ষেত্রে জন্ম মোর,
মহামানী আমি দুর্য্যোধন,
পিতা মোর কৌরব-ঈশ্বর,
মৃত্যুভয়ে সন্ধি করিব হে আমি—
বাতুলের এ কল্পনা!
ছিল প্রাণ, নহে রণক্ষেত্রে করিব শয়ন—
জন্ম মৃত্যু সমান আমার!

ধৃত। কে? দুর্য্যোধন? সঙ্গে কে? বিদুর? আর কে?

বিদুর। হে জ্যেষ্ঠ, আপনি এখনো দুর্য্যোধনকে নিবৃত্ত করুন। আজ আচার্য্য দ্রোণের পতনে সৈন্যেরা সকলেই নিরুৎসাহ হ'য়েছে। এ কাল যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই।

ধৃত। বিদুর! কালের গতি পরিবর্ত্তন ক'রতে মহাকালও পারেন না— তুমি আমি কোন ছার!

দুর্য্যো। পিতা, নিরুৎসাহ হবেন না। কপট-সমরে পিতামহ ভীষ্মকে বধ ক'রে পাণ্ডবদের এত উল্লাস! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আচার্য্য দ্রোণকে বধ ক'রেছে, তাই পাণ্ডবদের এত উল্লাস। কিন্তু এবার কপটতা আর মিথ্যার আবরণ পাণ্ডবদের রক্ষা ক'রতে পারবে না! আমি কর্ণকে কুরুসৈন্যের সেনাপতি ক'রেছি। আর মমতা নেই, স্নেহের বন্ধন নেই, এবার দেখ্‌ব, কি কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের রক্ষা করেন। আমি মহারাজ শল্যের শিবিরে যাই, তাঁকেই কর্ণের সারথি হ'তে হ'বে।

দুর্য্যোধনের প্রস্থান

ধৃত। দুর্য্যোধন চ'লে গেল? বিদুর কি এখনো অপেক্ষা ক'র্‌ছ?

বিদুর। অনুমতি করুন।

ধৃত। আর কত দিন?

বিদুর। আমায় আর জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন কেন? আপনার অগোচর কি আছে?

ধৃত। বল্‌তে পার, কত জন্মের কর্ম্মফলে এই শাস্তি? এই পুত্র দুর্য্যোধন আর তার উনশত ভাই, কেউ থাক্‌বে না, তবু আমাকে বেঁচে থাক্‌তে হবে।

বিদুর। হে জ্যেষ্ঠ! আজ আমি আপনার নিকট বিদায় নিতে এসেছি।

ধৃত। বুঝেছি বিদুর, কুলনাশ স্বচক্ষে দেখ্‌বে না ব'লে বিদায় চাচ্ছ। কিন্তু ভাই, বিদায় ত তোমায় সেই দিনই দিয়েছি, যে দিন দ্যূত-সভায় দুর্য্যোধন তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছিল, আর আমি তা নিবারণ করি নি। কোথায় যাবে?

বিদুর। মহর্ষি ব্যাসের আশ্রমে, আর সংসারে নয়।

ধৃত। বেশ তাই যাও; তোমার কুটীরাশ্রমে একটু স্থান রেখো—আমি আর গান্ধারী সত্বরই তোমার অতিথি হ'ব। ভাই, ভাই, শত্রুপুরীতে আমার একমাত্র আত্মীয় ভাই! অভিমানে কখনো আমার অন্নগ্রহণ কর নি, কিন্তু চিরদিনই আমার মঙ্গল কামনা ক'রেছ, তোমায় বিদায় দেব—পুত্র-শোকেরই মত এ বিদায়ে আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে! ভাই, যাবার পূর্ব্বে একবার আমার বুকে এস।

বিদুর। দাদা, আমার স্থান আপনার চরণ তলে!

তৃতীয় দৃশ্য

পাণ্ডব-শিবির

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন

অর্জ্জুন। ধিক্ ধিক্ জীবনে আমার
ছার রাজ্য, ছার সিংহাসন
করিলাম গুরু-বধ শেষে!
ছিল যাঁর পুত্রাধিক স্নেহ মম প্রতি,
জ্ঞানহারা সেই গুরু মোর
অজেয় ভুবনে,
হিমাদ্রির সম
অচল অটল স্থির রণসিন্ধু মাঝে,
মাৎসর্য্য-তাড়নে
হানিলাম পুনঃ পুনঃ বাণ
দেব-অঙ্গে তাঁর।
যদুপতি!
কহ,
কত দিনে হবে এই যুদ্ধ অবসান?
মহাপাপে মুক্ত হ'ব আমি?
শ্রীকৃষ্ণ। হে কৌন্তেয়!
পুনঃ কেন অজ্ঞানের সম এই শোক?
কেন অহঙ্কারে ভাব

তুমি বধিয়াছ দ্রোণে ?
মহাকাল করে মহামার,
তুমি নিমিত্ত কারণ তার।
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে কহিয়াছি তোমা
ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব।
তবু শোকমগ্ন কেন,
কেন বীর অধীর এমন ?

অর্জ্জুন। দুর্ব্বল হৃদয়,
বিচিত্র গঠন তার,
বিবেক বিহ্বল দেখি হৃদয়ের কাছে।
শুন হৃষীকেশ,
হ'ক্ জ্ঞান যতই কঠোর,
পদে পদে পরাজিত তাহা
অন্তরের সামান্য আঘাতে।
শোক বল কেমনে নিবারি ?

ভীমের প্রবেশ

ভীম। হে মাধব !
মহোল্লাস শুনিলাম বিপক্ষ-শিবিরে,
মহা আস্ফালন করে কৌরবীয় চমূ—
কর্ণ হ'ল সেনাপতি রণে !
দামামা-নির্ঘোষে
সূত-বংশাধম
সৈন্য-মাঝে করিছে প্রচার—
কালি রণে বধিবে পাণ্ডবে !

হ'ল ভাল—
পিতামহ ভীষ্মদেব, গুরু দ্রোণ,
আছিলেন নায়ক যখন,
মমতায় করিয়াছি রণ ;
এবে কর্ণ সেনাপতি,
প্রাণ ভরি' মিটাইব রণতৃষ্ণা মম।
রে অর্জ্জুন !
কেন ম্লান ?
কেন হেরি নিরুৎসাহ তোমা ?

শ্রীকৃষ্ণ। আচার্য্যের মৃত্যুতে অর্জ্জুন শোকে কাতর হ'য়েছেন।

ভীম। এ তো শোকের সময় নয়। বৈরী আস্ফালন ক'র্‌ছে, আর আমরা শোক ক'র্‌ব ? শোক ক'র্‌ব—যখন কুরুপক্ষের কেউ থাক্‌বে না। তখন শতভাই দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ সকলেরই জন্য শোক ক'র্‌ব—এখন নয়। আচার্য্য ! অর্জ্জুন দ্যূত-সভার প্রতিজ্ঞা কি এর মধ্যে ভুলে গেলে ?

অর্জ্জুন। ভুলি নাই,
আছে হৃদয়ের স্তরে স্তরে লেখা—
জ্যেষ্ঠের লাঞ্ছনা,
পাঞ্চালীর অপমান
অগ্নির অক্ষরে
তবু ভাই বিকল অন্তর,
গুরু-হন্তা আমি !

ভীম। গুরুশোক করিব হে রণ-অবসানে।

শ্রীকৃষ্ণ। এই তো বীরের কথা !
যুদ্ধ অন্তে ক্ষত্র করে শোক,

হাসিমুখে পুত্রে দেয় বলি'
হৃদয়ে পাষাণ বাঁধি'।
ক্ষত্রিয়ের শোক ফুটে অসিমুখে!
হত অভিমন্যু—
তবু আছি স্থির অশ্ব-রজ্জু ধরি'!
আঁখি নীর শুষ্ক সব সমর উত্তাপে।

অর্জ্জুন। সপ্তরথী মারিয়াছে অভিমন্যে মোর—
হে মাধব, ভাল কথা করা'লে স্মরণ।
ব্যূহমুখে ছিল জয়দ্রথ,
আজি পরপারে করিছে বিশ্রাম!
সপ্তরথী মাঝে কর্ণ একজন—
ভাল কথা করা'লে স্মরণ।
হে মধ্যম!
কোথা রাজা? কোথা যুধিষ্ঠির?
দামামা নির্ঘোষে
দুষ্ট দুর্য্যোধন প্রকাশে উল্লাস,
শত বজ্রে কর আবাহন—
উঠুক গর্জ্জিয়া সপ্ত সমুদ্রের বারি—
মহারোলে হুঙ্কারি' পবন করুক প্রচার—
কালি রণে কর্ণবধ প্রতিজ্ঞা আমার!

শ্রীকৃষ্ণ। যাও দুই ভাই,
দেখ কোথা জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির।
অতি ম্লান গুরু-বধে তিনি,
অনুমানি, নির্জ্জনে করেন খেদ।

ভীম। শোক-অগ্নি তাঁর করিব নির্ব্বাণ

দুঃশাসন বক্ষ-রক্ত ঢালি'—
এস ভাই।

ভীম ও অর্জ্জুনের প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। ভারত-যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রব না ; কিন্তু সমস্ত অস্ত্রের ধার-মুখে আমি। অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা ক'রলে, কর্ণ বধ ক'রবে ; কিন্তু কর্ণ তো সামান্য বীর নন্। সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী জামদগ্ন্য-শিষ্য কর্ণকে বধ ক'র্‌তে দেবতারাও পারেন কিনা সন্দেহ। অর্জ্জুনের পক্ষে একা কর্ণ বধ অসম্ভব। আর যদিও অর্জ্জুন কোনরূপে কর্ণের শৌর্য্য সহ্য ক'র্‌তে পারে—যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব অগ্নিমুখে তৃণের মত কর্ণের শরানলে দগ্ধ হবে। যদি তাই হয়, তা হ'লে আমার এই ভারত-যুদ্ধের আয়োজন, সবই তো পণ্ড!

কুন্তীর প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। কহ মাতা,
কিবা প্রয়োজনে আগমন হেথা তব?
শুষ্ক মুখ, ভয়ে ভীত সঙ্কুচিত গতি,
মহারণে পড়িয়াছে দ্রোণ,
পুত্রগণ বিজয়ী তোমার,
তবে কেন নিরানন্দ হেরি?

কুন্তী। শুনি অন্তর্যামী তুমি।
যদি সত্য অন্তর্যামী,
অন্তরের ভাষা মোর বুঝহ আভাষে।
বুঝ কি বেদনা তার
যেই নারী পুত্রের জননী!

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু মাতা,

পুত্রগণ নহেক সামান্য তব,
তবে কি হেতু কাতর ?

কুন্তী। যদি বুঝিয়া না থাক,
হ'তে পারে তুমি ভগবান,
কিন্তু সুনিশ্চয়—নহ—অন্তর্যামী কভু।
পুত্রগণ বিজয়ী আমার
নাহিক সন্দেহ ;
কিন্তু কৃষ্ণ !
কালি রণে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে মাতিবে মেদিনী,
সহোদর, সহোদর-বধে তুলিবে কৃপাণ,
আমি কুন্তী জননী পুত্রের—
নিরুদ্বেগে দেখিব সে রাক্ষসীর লীলা ?
কহ, নারী ব'লে
সহ্যেরও কি নাহি সীমা মোর ?

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা,
এতদিন যে কথা কর নি প্রকাশ
আজি যদি কহ ধর্ম্মরাজে,
যুধিষ্ঠির—সদাধর্ম্ম-অনুগামী
সিংহাসন ডালি দিবে জ্যেষ্ঠের চরণে ;
অভীষ্ট আমার—
ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের মহা আয়োজন,
সকলি হইবে পণ্ড !
বুঝ দেবি,
মহাকার্য্য হবে নাশ,
তুমি হবে নিমিত্ত তাহার।

কুন্তী। তবে পুত্রবধ হেরিতে হইবে মোরে ?
তুমি জান, কর্ণ মহাবীর,
তিন লোকে সমকক্ষ নাহি তার কেহ,
পঞ্চ-পাণ্ডব-জননী আমি
পুত্রহারা হ'ব তার রণে ?
যাহাদের তরে সহিয়াছি এত দুঃখ,
বনে বনে ভিখারিণী বেশে,
কভু নির্জ্জন কুটীরে,
আঁখি-নীরে ভাসায়ে মেদিনী
যাপিয়াছি অন্ধকার দিবস যামিনী ?

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা, বৃথা এ আশঙ্কা তব !
তিনলোকে নাহি কেহ
অর্জ্জুনে বধিতে পারে।

কুন্তী। আর চারি পুত্র মোর ?

শ্রীকৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ রক্ষিত সকলে
যম-জয়ী সবে।

কুন্তী। কিন্তু কর্ণ ?

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা ! এইবার চিন্তিত করিলে মোরে
কিন্তু দেবি, বুঝিতে না পারি
কিবা খেদ
কর্ণ যদি পড়ে রণাঙ্গনে—
চির পুত্র-বৈরী তব সেই।
আর তুমিও তো মাতা,
জননীর স্নেহে তারে কর নি পালন,
তবে আজি কেন এই মায়া ?

শুনি ভগবান্,
তুমি জগতের জনক-জননী,
তবে কেন নাহি বুঝ মা'র মনোব্যথা ?
পালন করি নি তারে !
কত দিন—কত মাস—কত বর্ষ হয়েছে বিগত,
মুখ তার করি নি দর্শন—
কিন্তু নারায়ণ,
মাতৃবক্ষ-মাঝে
নিমিষের স্মৃতি দিয়ে গড়া,
সেই পরিত্যক্ত সন্তান আমার
পলে পলে হয়েছে বর্দ্ধিত !
কল্পনায় মাতৃস্তন্য করিয়াছে পান,
কল্পনায় ক্ষুদ্র বাহু বেড়ি'
ধরিয়াছে গলদেশ মোর,
কল্পনায় কেঁদেছে কখনো,
খলখল হেসেছে মধুর,
শত চুম্বনের সোহাগ মাখান
সেই ফুল্ল কুসুমের মত ক্ষুদ্র মুখখানি
কতবার গণ্ডে মোর করেছে স্থাপন !
সেই অভাগা নন্দন—
যদি কালি রণে হয় তার নাশ—
শ্রীনিবাস !
কহ, কেমনে ধরিব প্রাণ ?

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা,
এর একমাত্র আছে গো উপায়,

কিন্তু তাহা অতীব কঠিন ;
পারিবে কি তুমি ?

কুন্তী। পুত্রশোক হ'তে আছে কি কঠিন কিছু ?

শ্রীকৃষ্ণ। কর্ণে তুমি পার কি করিতে নিবারণ
এই মহারণ হ'তে ?

কুন্তী। কোথা দেখা পাব তার ?

শ্রীকৃষ্ণ। মধ্যাহ্নে সমর ত্যজি'
নিত্য যায় সূর্য্য-অর্ঘ্য দিতে
যমুনা-সলিলে ;
কালি নিভৃতে তাহার সনে কর দেখা,
কহ তারে আত্ম-পরিচয় তার,
কর অনুরোধ মিলিবারে যুধিষ্ঠির সনে।
অনুমানি,
যদি শোনে তুমি জননী তাহার,
অনুরোধ তব এড়াতে নারিবে।

কুন্তী। ভাল, তব আজ্ঞা করিব পালন,
যদুপতি।
যাব আমি কর্ণের নিকটে।
সঙ্কটে সঙ্কটহারী,
তুমি মাত্র সহায় আমার। *কুন্তীর প্রস্থান*

শ্রীকৃষ্ণ। কুন্তী! তোমার এই মমতাই তোমার পুত্রনাশের কারণ হবে। একা অর্জ্জুনের সাধ্য কি কর্ণকে বধ করে! সহজাত কবচ-কুণ্ডল-ধারী কর্ণের নিধন অসম্ভব। দেখি, ইন্দ্রকে দিয়ে যদি কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা করাতে পারি। কুন্তী! তুমি, আমি, ইন্দ্র, মেদিনী, রামের অভিশাপ এবং অর্জ্জুন এই ছয়জনের দ্বারাই কর্ণ বধ হবে। *প্রস্থান*

চতুর্থ দৃশ্য

নদীতীর

কর্ণ ও কুন্তী

কর্ণ। কহ কেবা তুমি
শুভ্রবাসে বর-অঙ্গ করি' আচ্ছাদন,
প্রতীক্ষায় রয়েছ এথানে ?
কহ, কিবা প্রয়োজন তব ?

কুন্তী। বৎস, ভিথারিণী আমি।

কর্ণ। বৎস বলি' সম্বোধন করিলে আমারে !
নমস্কার লহ দেবি !
কহ মাতা, কেবা তুমি,
কিবা প্রয়োজন তব ?

কুন্তী। কেবা আমি ?
পরিচয় মোর
অজ্ঞাতে তোমার কণ্ঠে উঠিছে ফুটিয়া।
সুপ্ত ছিল এতদিন যাহা
শোণিতের অন্তরালে তব,
কাল যাহা পারে নি নাশিতে।
বৎস,
আমি কুন্তী—

কর্ণ। পার্থের জননী ?
কহ মাতা,
এ কি অঘটন আজি ?

পঞ্চকেশরী-জননী তুমি,
পাণ্ডব-ঈশ্বরী দীনা ভিখারিণী বেশে
আসিয়াছ মোর কাছে
চির পুত্র-বৈরী তব !
কহ কিবা প্রয়োজন ?

কুন্তী। আসিয়াছি ষষ্ঠের নিকটে !

কর্ণ। আসিযাছ ষষ্ঠের নিকটে !
কহ, কি সম্বন্ধ তোমায় আমায় ?
এ কি !
ম্লান কেন বদন তোমার ?
অশ্রু কেন নয়নের কোণে ?
ম্লান কেন মধ্যাহ্ন-ভাস্কর,
ম্লান হেরি দিক্-চক্ররেখা ?
মলিনতা যমুনার নীরে !
কহ, সত্য কেবা তুমি ?

কুন্তী। আমি রে জননী তোর !

কর্ণ। সূত-পুত্র আমি রাধার নন্দন,
চিরদিন এই খ্যাতি—
পরিচয়-পতাকা আমার
পুরোভাগে করেছে গমন—
আজি তুমি এসেছ হেথায়
শতচ্ছিন্ন করিবারে তারে ?
তুমি যদি না হইতে ধর্ম্মরাজ মাতা,
যদি আর কেহ বলিত এ কথা,
মিথ্যাবাদী বলিতাম তারে !

কুন্তী। নহে মিথ্যা,
সত্য, নহ তুমি রাধার নন্দন,
অভাগিনী কুন্তীর তনয়,
বুদ্ধি দোষে মোর আজি সূত আখ্যাধারী,
ভ্রাতৃ-বৈরী—মিত্র কৌরবের।
বৎস,
তুমি মোর প্রথম তনয়।
সূর্য্য-তেজে জনম তোমার।

কর্ণ। বিচিত্র নাটক—কাব্য কথা হেন—
ইতিপূর্ব্বে আর কেহ করে নি রচনা!
পাটেশ্বরী ভারত-ঈশ্বরী জননী আমার—
পিতা ওই তমোহর দেব দিবাকর
আলোক আকর,
আর, আমি ফিরি শৃগালের প্রায়
অন্ধকার সংসার অরণ্যে,
পরিচয়হীন—ব্যঙ্গ জগতের!
যাও—যাও দেবি,
উন্মাদ কোরো না মোরে।
তুমি মোর মাতা,
মরণ শিয়রে করি'
এই পরিচয়ে নাহি প্রয়োজন।

কুন্তী। বিধির নির্ব্বন্ধ বৎস,
সত্য আমি তোর মাতা।

(দৈববাণী—সূর্য্য।) বৎস,
সন্দেহে না মনে দেহ স্থান।

তুমি কর্ণ সন্তান আমার,
জননী তোমার সম্মুখে দাঁড়ায়ে ওই।

কর্ণ। দিবালোক গ্রাস করিল রজনী,
স্থান কাল হারাইল নিজ ব্যবধান,
অতীত উদয় হেরি বর্ত্তমান মাঝে!
আমি কর্ণ কুন্তী-পুত্র রবির তনয়,
মাতৃহারা আজি মাতার সম্মুখে,
অদ্ভুত বিধির বিধি!
হে জননি,
হও যত অপরাধী—
তবু তুমি আরাধ্যা আমার!
নহে ভিক্ষা,
কহ কিবা আজ্ঞা তব?

কুন্তী। ভীষ্ম, দ্রোণ গত,
শুনিলাম এ সময়ে তুমি সেনাপতি!
আকুল আমার প্রাণ—
ভ্রাতৃবধে ভাই!
পুত্রহারা হবে কুন্তী তুমি কিম্বা পাণ্ডব উচ্ছেদে,
তাই লোকলজ্জা দিয়া বিসর্জ্জন—
যে কলঙ্ক গোপনের তরে
বক্ষ ক্ষীরে বঞ্চিত করিয়া তোমা,
নয়নের নীরে ভাসি'
নদীজলে দিয়াছিনু ডালি—
আজি স্ব-ইচ্ছায় সে কলঙ্ক ধরি' শিরোপরে,
—সেই নদীতটে

ভিখারিণী বেশে এসেছি তোমার কাছে।
পুত্র!
ভিক্ষা—এ সময়ে দেহ ক্ষমা,
মিল' যুধিষ্ঠির সনে,
ছয় পুত্র মোর রহুক জীবিত।

কর্ণ। এত মায়া, এত স্নেহ, এতই করুণা—
ওই বক্ষে তব!
তবে কহ গো জননি,
কোন্ প্রাণে বিসর্জ্জন ক'রেছিলে মোরে,
—অসহায় অবোধ অজ্ঞান শিশু,
দশ মাস দশ দিন গর্ভে দিয়ে স্থান?
মৃত্যুমুখে দিয়েছিলে সঁপি'
প্রথম তনয়ে তব?
কহ মাতা,
তখন কি কাঁদে নি মায়ের প্রাণ?
বিন্দু বারি ঝরে নি কি নয়নে তোমার?

কুন্তী। পুত্র!
আর লজ্জা নাহি দেহ মোরে!

কর্ণ। কোথা লজ্জা?
চির লজ্জাহীনা তুমি—
যাক্—
বুঝিয়াছি মাতা,
বুঝিয়াছি আগমন কারণ তোমার—
পুত্রস্নেহে অন্ধ তুমি!
কিন্তু আস নাই মোর তরে,

আমি সেই বিসর্জ্জিত অভাগা তনয় তব !
আসিয়াছ
পঞ্চ-পাণ্ডবের কল্যাণ কামনা করি'
আর—কলঙ্কের ডালি তুলে দিতে শিরে মোর !
হ'ক—তা'তে না ছিল আক্ষেপ
কিন্তু সত্যে বদ্ধ আমি দুর্য্যোধন পাশে,
আমরণ আজ্ঞা তার করিব পালন।
ত্যজিতে তাহারে না পারিব কভু,
যদি জগতের সমস্ত মাতৃত্ব
আজি দীন-কণ্ঠে ভিক্ষা করে কর্ণের নিকটে।

কুন্তী। তবে নিষ্ফল হইবে ভিক্ষা ?

কর্ণ। এ জীবন করেছ নিষ্ফল,
ব্যর্থ করিয়াছ সব সাধনা আমার,
ক্ষত্র হয়ে নহি ক্ষত্র আমি,
রবিদ্যুতি ধূলিসাৎ ক'রেছ হেলায়—
দুর্য্যোধন বক্ষে স্থান দিয়েছে সাদরে,
কি আশ্চর্য্য, ভিক্ষা তব হইবে নিষ্ফল !
মাতা,
নাহি জান কি করেছ তুমি !
নাহি জান,
কি উত্তাপ—কি যন্ত্রণা ভীষণ
এই হৃদয়ের স্তরে স্তরে
আছে সঞ্চিত আমার !
তুমি যদি স্থান দিতে কোলে,
আজ ভারতের ইতিহাস হ'ত অন্যরূপ

পঞ্চম দৃশ্য

কর্ণের প্রাসাদ-কক্ষ

পদ্মাবতী ও ছদ্মবেশী সূর্য্য

পদ্মা। আপনি কে?

সূর্য্য। মা, সে পরিচয় দেবার তো সময় নেই, পরে জান্‌বে আমি কে। স্নেহান্ধ, নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি নি, ছুটে এসেছি। কাল রাত্রে স্বপ্নে তোমার স্বামীকে সাবধান করেছিলেম, কিন্তু তাতে কোন ফল হবে কি না কে জানে!

পদ্মা। আপনি তাঁকে দেখা দিয়ে সাবধান করলেন না কেন?

সূর্য্য। কোন বিশেষ কারণে—যতক্ষণ তোমার স্বামী জীবিত থাকবেন—আমি দেখা দিতে পারব না, নচেৎ, তোমার সাহায্য গ্রহণ করব কেন?

পদ্মা। তিনি তো যুদ্ধসজ্জা করছেন, এখনি তো রণক্ষেত্রে যাত্রা কর্‌বেন।

সূর্য্য। এখনো সময় আছে। তুমি আর বিলম্ব কোরো না, যাও—দেখো রথে উঠ্‌বার পূর্ব্বে যেন কোনো ব্রাহ্মণের সঙ্গে কিম্বা কোন ব্যক্তির সঙ্গে তার দেখা না হয়! তোমার স্বামী সত্যে বদ্ধ, যে যা চাইবে তাকে তাই দেবে। জেনো মা, আজ যে আসবে, সে তোমার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইবে, তার সহজাত কবচ-কুণ্ডল চাইবে। যদি স্বামীকে রক্ষা কর্‌তে চাও, আজ পুরদ্বার সব বন্ধ ক'রে দাও, ভিক্ষার্থীকে আজ তোমার স্বামীর সম্মুখীন হ'তে দিও না। যাও—নিজহস্তে তাকে রণসাজে সাজিয়ে রণক্ষেত্রে পাঠাও। এ যদি

পার মা, তা হ'লে জেনো—তোমার স্বামীর মৃত্যু নাই, তোমার স্বামীর জয় অবশ্যম্ভাবী।

পদ্মা। কে আপনি মহাভাগ, করুণায় আমার স্বামীকে রক্ষা করতে এসেছেন? যদি পরিচয় না দিলেন, পদধূলি দিন, আশীর্ব্বাদ করুন যেন স্বামীর জীবন রক্ষা করতে পারি।

সূর্য্য। খুব সাবধান, কোন প্রার্থী যেন তোমার স্বামীর সম্মুখীন না হয়। মন্ত্রীদের ব'লে দাও, রাজকর্ম্মচারীদের ব'লে দাও—ভিক্ষুক যেন পুরীতে প্রবেশ না করে। (স্বগত) ইন্দ্র! দেখি তুমি কিরূপে কৃতকার্য্য হও।

– প্রস্থান

পদ্মা। কে ইনি কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌লেম না, নিশ্চয়ই আমার স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কেউ দেবতা ছদ্মবেশে আমায় সাবধান ক'রে দিয়ে গেলেন। মা সতী-কুলরাণি! দেখো মা, তনয়ার মুখ রেখো যেন দেবতার আদেশ পালন করতে পারি।

নিয়তির প্রবেশ

নিয়তি। আমায় চিন্‌তে পার?

পদ্মা। চেন্‌বার সময় নেই, মহাকার্য্য সম্মুখে! বোধ হয় তোমায় কোথায় দেখেছি, বোধ হয় তোমায় চিনি—কিন্তু এখন নয়, এখন নয়। যদি দিন পাই, তখন তোমায় চিনব—এখন নয়।

প্রস্থান

নিয়তি। পদ্মাবতি! তুমি ভিক্ষুককে পুরপ্রবেশ করতে দেবে না—আজ নগরীর দ্বার বন্ধ কর্‌বার জন্য ছুটে চলেছ—কিন্তু তুমি জান না যে, মহাকালের পথ সদা উন্মুক্ত, কেউ তার প্রবেশের পথ অর্গলবদ্ধ ক'র্‌তে পারে না: লোক-লোচনের অন্তরালে সে পথ চির-মুক্ত-

কি করিব, বাক্য-বদ্ধ,
নাহিক উপায়—
আমি রব চির-বৈরী পাণ্ডবের !

কুন্তী । আজ আমি যদি বলি,
যুধিষ্ঠির সগৌরবে সিংহাসনে বসাবে তোমারে
জ্যেষ্ঠ বলি' পূজিবে চরণ ।

কর্ণ । ভাগ্যবান যুধিষ্ঠির,
ভাগ্যবান চারি ভ্রাতা তার—
এই মাতৃস্নেহে বর্দ্ধিত হয়েছে তারা !
চিরদিন ভাগ্যহীন আমি,
এই স্নেহে হ'য়েছি বঞ্চিত !
আসিয়াছ পঞ্চ তনয়ের কল্যাণ কামনা করি'
পঞ্চ পাণ্ডব-জননী,
এসেছ যখন,
সাধ্যায়ত্ত যাহা তাহা করিব গো দান—
নহে সিংহাসন লোভে ;
সিংহাসন অতি তুচ্ছ কর্ণের নিকটে !
শুধু রাখিতে সম্মান তব,
করি পণ—
এই যুদ্ধে হয় পার্থ নয় কর্ণ
ধরা হতে লইবে বিদায়—
তুমি রবে চিরদিন পঞ্চ-পুত্রের জননী ।

কুন্তী । বৎস,
বুঝিয়াছি অভিমান তব ।
আমি নারী দুর্ব্বলা অভাগী,

মনোব্যথা মোর,
জানেন সে অন্তর্যামী যিনি !
কি বলিব—ক্ষমা করো মোরে,
ক্ষমা কোরো জ্ঞান-হীনা জননী বলিয়ে,
জেনো—
শুধু করি নাই ব্যর্থ তোমার জীবন,
জীবন-সঙ্গিনী ব্যর্থতা আমার—
আমি মাতা অভাগা কর্ণের

প্রস্থান

কর্ণ। রে অর্জ্জুন !
এত দিন করিয়াছি হিংসার পোষণ,
আজি দেখি ব্যর্থ সব।
তুমি বটে কুন্তী-পুত্র,
আমি চিরদিন রাধার নন্দন ;
অদ্ভুত অদৃষ্ট লিপি !
মাতা, নহে পরিচয়—
নিজ হস্তে মৃত্যু দিয়ে গেলে মোরে !

প্রস্থান

কারে ঢাকা, কিন্তু সে আলো ধ'রে নিয়ে যাই আমি—তাই যম সর্ব্বজয়ী। ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রকে তোমার স্বামীর নিকট আমিই নিয়ে যাব।

প্রস্থান

পদ্মাবতীর পুনঃ প্রবেশ

পদ্মা। মন্ত্রী রাজ-কর্ম্মচারীদের প্রতি আদেশ দিয়ে এসেছি—নগরীর দ্বার রুদ্ধ—যাই—স্বামীকে নিজ-হস্তে রণ-সাজে সাজিয়ে রণ-ক্ষেত্রে পাঠাই। হে অপরিচিত দ্বিজ! আপনার চরণে কোটী কোটী প্রণাম, আপনি পিতার ন্যায় আমার মহৎ উপকার ক'রে গেলেন।

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

কর্ণের প্রাসাদ-কক্ষ

কর্ণ ও ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র

কর্ণ। চাহ কবচ-কুণ্ডল?

ইন্দ্র। হাঁ কবচ-কুণ্ডল—অঙ্গ হ'তে তব।

কর্ণ। কিবা প্রয়োজন তাহে দেব?

ইন্দ্র। প্রয়োজন জানিবার নাহি অধিকার।
শুনি সত্যবাদী তুমি,
দান তব বিখ্যাত ভুবনে,
প্রার্থীজনে নিরাশ না কর কভু;
যদি অঙ্গ হ'তে তব

ছিন্ন করি সহজাত কবচ-কুণ্ডল
ভিক্ষা দিতে পার মোরে।

কর্ণ। (স্বগত) অদ্ভুত স্বপন দেখেছিনু নিশি শেষে
পূর্ব্বাশার দ্বার মুক্ত করি'
জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ-প্রবর
স্নেহ গদ্‌গদকণ্ঠে কহিছেন মোরে,
"বৎস !
কালি প্রাতে প্রার্থী যদি কেহ
ভিক্ষা চাহে কিছু,
নিঃসংশয়ে বিমুখ করিও তারে।"
স্বপ্ন-মর্ম্ম পারি নি বুঝিতে,
আজি দেখি অর্থ তার
দিবালোক সম সুস্পষ্ট আমার আছে।
(প্রকাশ্যে) দেব !
জান কি হে তুমি,
কোন্ বস্তু করিছ প্রার্থনা ?

ইন্দ্র। জানি—কবচ-কুণ্ডল।

কর্ণ। না, না, জান নাক কিছু
কিম্বা জান সমুদয়,
জেনে শুনে প্রাণ মোর এসেছ লইতে।
আজ যদি
কবচ-কুণ্ডল দান করি তোমা—
জেনো, রণক্ষেত্রে নিশ্চয় মরণ মম।
এখনো বুঝিয়া দেখ,
যদি পার,

বাক্য কর সংযত এখনো—
চাহ আর যেবা অভিরুচি তব,
শুধু কুরুক্ষেত্র মহারণ
যতদিন নাহি হয় অবসান,
নাহি হয় পার্থের বিনাশ,
ততদিন আর সব লহ—
যাহা ইচ্ছা তব—
শুধু চেও নাক কবচ-কুণ্ডল।

ইন্দ্র। কিন্তু প্রয়োজন কবচ-কুণ্ডল মোর।

কর্ণ। বুঝিয়াছি,
প্রয়োজন কর্ণের নিধন,
তাই যাত্রাকালে তুমি দ্বিজ সম্মুখে আমার,
ভিখারীর বেশে!
কিন্তু বাক্য যবে করিয়াছি দান,
তুচ্ছ কবচ-কুণ্ডল—
অকাতরে দিব উপহার চরণে তোমার।
কিন্তু কহ,
চর্ম্মচ্ছেদে জীবিত কেমনে রব?
দুর্য্যোধন পাশে
করিয়াছি প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
নিষ্পাণ্ডবা করিব ধরণী
কিম্বা রণস্থলে দিব আহুতি জীবন—
সেই বাক্য—
সেই প্রতিজ্ঞা কর্ণের—
হইবে নিষ্ফল।

কহ এ সমস্যার উপায় কি করি ?

ইন্দ্র। মম বরে
অঙ্গচ্ছেদে প্রাণনাশ না হবে তোমার,
অক্ষত রহিবে দেহ।

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। এ কি! কে তুমি ?
কেমনে আসিলে হেথা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ,
রুদ্ধ যবে পুরদ্বার সব ?

কর্ণ। পদ্মা, চেন কি ব্রাহ্মণে ?

পদ্মা। নাহি জানি নাথ,
সর্ব্বনাশ সম্মুখে উদয় !
নহে দ্বিজ,
মহাকাল এসেছেন ব্রাহ্মণের বেশে।

কর্ণ। নাহি ক্ষতি,
হ'ন মহাকাল—
প্রতিজ্ঞা আমার নিশ্চয় পালিব আমি।
এস দ্বিজ
লহ অস্ত্র
সহজাত কবচ-কুণ্ডল-ধারী কর্ণ হ'ক কবচ-বিহীন।

কর্ণ ও ইন্দ্রের প্রস্থান

পদ্মা। কেমন ক'রে ব্রাহ্মণ এখানে প্রবেশ কর্‌লে ? কোন্ পথ দিয়ে প্রবেশ কর্‌লে ? কে ওকে এখানে আন্‌লে ?

নিয়তির প্রবেশ

নিয়তি। আমি—আমার সঙ্গে ভাব, না আড়ি ?

পদ্মা। তুমি! তুমি!

নিয়তি। হাঁ, চিন্‌তে পেরেছ?

পদ্মা। চিনিছি, চিনিছি, স্বামীর প্রাণ মূল্য দিয়ে তোমায় চিনিছি। তবে রাক্ষসি, তুমিই ব্রাহ্মণকে পথ দেখিয়ে এখানে এনেছ?

নিয়তি। আমিই তো পথ দেখিয়ে পাঞ্চালে নিয়ে গিয়েছিলেম, আমিই তো তোমার স্বামীকে চিনিয়ে দিয়েছিলেম; তাই তো তোমার স্বামী তখন মৃত্যু হ'তে রক্ষা পেয়েছিলেন, তবে রাক্ষসী বল্‌ছ কেন?

পদ্মা। কেবা তুমি প্রহেলিকাময়ী
ছায়া সম ফের সাথে সাথে?
কভু মমতায় বিগলিত প্রাণ,
কভু পিশাচী সমান,
করি' ভেদ দুর্ভেদ্য প্রাচীর
মৃত্যু ডেকে আন ঘরে!
কভু সঙ্গীত-ঝঙ্কার,
কভু হাহাকার,
সমস্বরে কণ্ঠে তব বাজে,
কভু ফণিমালা মাঝে,
কভু কুসুমের সাজে,
প্রাণের দোসর অতি ইষ্ট আরাধ্য কখনো,
ভীমা ভয়ঙ্করী কভু।
ধরি পায়, কহ
কেবা তুমি মায়াবিনী, ভ্রম ধরামাঝে?

কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। সব শেষ—
আজি দান সার্থক আমার!

পদ্মাবতি—
এ কি !
সেই তাপস-তনয়া
গোধূলি আচ্ছন্ন বনে
তুমি তবে মায়া-মৃগ ধরেছিলে সম্মুখে আমার ?
আজি পুনঃ আসিয়াছ
মায়া-কায়া করিতে বিনাশ ?
কহ কেবা তুমি—দেহ পরিচয়,
সংশয়ে না রাখ আর।

নিয়তি। নিয়তি।

পদ্মা। (সভয়ে) নিয়তি!

কর্ণ। নাহি ভয়,
রণক্ষেত্রে অসিমুখে
নিয়তির ছেদিব বন্ধন।

সকলের প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য

রণস্থল

শকুনি

শকুনি। মহাঝড়ে বৃক্ষ হ'তে ফল পড়ছে—একটার পর একটী; আজ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধের তৃতীয় দিন! আমি কবে যাব? শত ভাইয়ের বাকী দুঃশাসন আর দুর্য্যোধন। আমারও উনশত ভাই অপেক্ষা করছে। বহু বর্ষের ক্ষুধা—মিটেছে কি? মিটেছে কি? বাকী—শুধু দুর্য্যোধন আর দুঃশাসন।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ

দুর্য্যো। হে মাতুল,
অদ্ভুত সমর হেন দেখি নাই কভু।
কর্ণ আজ করে মহামার;
বিচ্ছিন্ন পাণ্ডব সেনা,
যুধিষ্ঠির পলায় সভয়ে,
অর্জ্জুনের নাহিক সন্ধান।
দেখ কোথা সহদেব,
হও আগুয়ান,
প্রতিজ্ঞা ক'রেছে সেই বধিবে তোমারে।

শকুনি। চারিদিকে শুনি
ক্ষুধার্ত্তের চীৎকার ভীষণ।
চল দুর্য্যোধন,
দেখি কোথা সহদেব—
আজি আনন্দ ধরে না মোর!

উভয়ের প্রস্থান

শল্যের প্রবেশ

শল্য। কর্ণ রথ পরিত্যাগ ক'রে ভূমিতে অবতীর্ণ হ'য়ে যুদ্ধ করছে। ছি ছি। কি লজ্জা, কি ঘৃণা! রথাশ্রেষ্ঠ শল্য আমি, আমি সূতপুত্র কর্ণের সারথি! কর্ণের মৃত্যু না হ'লে আমার বীরত্ব দেখাবার অবসর কৈ।

নেপথ্যে কর্ণ। ধন্য পার্থ, ধন্য সারথি তোমার,
পলায়ন-পটু হেন দেখি নি কখনো!
কোথা ভীমসেন,
যদি পার, রক্ষা কর ধর্ম্মরাজে তব!

শল্য। যুধিষ্ঠিরও দেখ্‌ছি রথ পরিত্যাগ ক'রে কর্ণের সম্মুখীন হয়েছে। যাই, আমি রথ প্রস্তুত রাখি গে যদি প্রয়োজন হয়।

প্রস্থান

নেপথ্যে যুধিষ্ঠির। কোথায় অর্জ্জুন! কোথা ভীমসেন!

অষ্টম দৃশ্য

রণস্থলের অপরাংশ

শকুনি ও দুঃশাসন

শকুনি। তুমি ভীমসেনকে খুঁজছিলে? সারথিকে ঐ দেখ! রথ আন্‌তে বল্‌ব কি?

দুঃশা। না, রথে নাহি প্রয়োজন,
গদাযুদ্ধে ভীমসেনে পাড়িব এখনি।

উভয়ের প্রস্থান

সহদেবের প্রবেশ

সহ। হে সৌবল!
আজি নাহি নিস্তার তোমার!
যেই করে অক্ষপাটি করেছ চালন,
সেই কর কাটি' শরমুখে
কুক্কুরে করিব দান।

প্রস্থান

ভীম ও দুঃশাসনের প্রবেশ

ভীম। আরে আরে কৌরব কলঙ্ক
আরে দুঃশাসন,
তিনপুরে নাহি কেহ আজি রক্ষা করে তোরে।

দুঃশা। ভাল, ভাল,
দেখিব বীরত্ব তোর!

উভয়ের প্রস্থান

শকুনির পুনঃ প্রবেশ

শকুনি। রণ-সিন্ধু উথলে ভীষণ,
ঐ ঐ দুঃশাসন যুঝে ভীমসেন সনে।
ভীম, মনে রেখো—
দুঃশাসন বক্ষরক্ত পান
প্রতিজ্ঞা তোমার!

প্রস্থান

রণস্থলের অপরাংশ

দুঃশাসন শায়িত—বক্ষোপরি ভীমসেন

ভীম। আরে হীন পশুর অধম!
আজি পড়ে কিরে মনে
পাঞ্চালীর কেশ-আকর্ষণ?
ওহো! আর নহে উষ্ণ
হিম দেখি বক্ষ রক্ত তোর।
কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!
এইবার বেণী তব করিব সংহার!